वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं
बर्हावतंसमसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् ।
कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥

মুরলীগান-তৎপর, কমলদলের ন্যায় প্রফুল্লচক্ষু, ময়ূর-পুচ্ছ-শিরোভূষণ, নীলমেঘবর্ণ সুন্দর-শরীর, কোটিকন্দর্পমোহন বিশেষশোভা-বিশিষ্ট সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥

Always playing the flute,
His eyes like blooming lotus-petals,
His head adorned with a peacock feather,
His beautiful Form the hue of a blue cloud;
with the unique beauty that charms millions of Cupids—
the Primeval Lord, Govinda, do I adore.

*Śrī Brahma-saṁhitā*

**Quintessence of Reality the Beautiful**

Sri
Chaitanya
Saraswat
Math

# শ্রীব্রহ্ম

## *Śrī Brah*

## Quintessence of R

SRI CHAITANYA
NAB

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# শ্রীব্রহ্মসংহিতা

# *Śrī Brahma-saṁhitā*

## Quintessence of Reality the Beautiful

SRI CHAITANYA SARASWAT MATH
NABADWIP

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শতাধ্যায়ী-

# শ্রীব্রহ্মসংহিতা-

## পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তধারার পুনঃ-প্রবর্ত্তক
**ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কৃত-**
শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা প্রকাশিনী বিবৃতি ও অনুবাদ সহ

শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষকাচার্য্যভাস্কর-
**প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের**
'আকৃষ্টের উপলব্ধি' সমন্বিত

নবদ্বীপ-শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠের
প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-আচার্য্য অনন্তশ্রী-বিভূষিত
নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলচূড়ামণি-
**শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের**

প্রিয়তমপার্ষদ তৎকর্ত্তৃক মনোনীত ও স্থলাভিষিক্ত
সেবায়েত-সভাপতি-আচার্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী-
**শ্রীমদ্ভক্তি সুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের**
প্রেরণা, কৃপানির্দ্দেশ ও সম্পাদনায়

**নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ হইতে প্রকাশিত**

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गौ जयतः
All Glory to Śrī Śrī Guru and Gaurāṅga

शताध्यायी-

# श्रीब्रह्मसंहिता-

पञ्चमोऽध्यायः

# *Śrī Brahma-saṁhitā*

*[The fifth of one hundred chapters]*

# Quintessence of Reality the Beautiful

With elaborate Bengali commentary and translation
by the Great Pioneer of Pure Devotion in the present age:

**Oṁ Viṣṇupād Śrīla Sachchidānanda Bhaktivinoda Ṭhākur**

Including an Appreciation by the Illustrious Preceptor of
the Śrī Brahma-Mādhva-Gauḍīya-Sampradāya:

**Prabhupād Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī Ṭhākur**

By the Grace of the Founder-President-Āchāryya
of Nabadwip Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh:
Ananta-śrī-vibhūṣita Nitya-līlā-praviṣṭa
Oṁ Viṣṇupād Paramahaṁsa-kula-chūḍāmaṇi-

**Śrī Śrīmad Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj**

Under the Divine Guidance and Inspiration Graciously Granted by His
Most Beloved Intimate Attendant who He Personally Appointed
as His Successor, Guardian Servitor and President-Āchāryya,
Oṁ Viṣṇupād Aṣṭottara-śata-śrī-

**Śrīmad Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj**

this Holy Book was published from

**Nabadwip Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh**

©All rights reserved by
the President-Acharyya,
Sri Chaitanya Saraswat Math,
Nabadwip and internationally.

First edition 5,000 copies
15th May, 1992
Printed by Singapore National Printers

অনুবাদক—ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তি আনন্দ সাগর
প্রকাশক—এডেস্‌ভীস কীয়াডো, বুডাপেস্ট

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
কোলের গঞ্জ, পোঃ—নবদ্বীপ, জেলা—নদীয়া,
পশ্চিমবঙ্গ, পিন—৭৪১৩০২, ভারত

Translated by Tridandi Bhiksu Sri Bhakti Ananda Sagar
Published by Édesvíz Kiadó, Budapest, Hungary, for

SRI CHAITANYA SARASWAT MATH
Kolerganj, P.O. Nabadwip, Dist. Nadia,
West Bengal, Pin 741302, India.

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো জয়তি ।

# পাঠকাকর্ষণ

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-মধ্যলীলার নবম-পরিচ্ছেদে এইরূপ লেখা আছে—
সেই দিন চলি' আইলা পয়স্বিনী-তীরে। স্নান করি' গেল আদিকেশব-মন্দিরে ॥
মহাভক্তগণসহ তাঁহা গোষ্ঠী হইল । 'ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়' পুঁথি তাঁহা পাইল ॥
পুঁথি পাঞা প্রভুর হইল আনন্দ অপার। কম্প-অশ্রু-স্বেদ-স্তম্ভ-পুলক-বিকার ॥
সিদ্ধান্ত-শাস্ত্র নাহি 'ব্রহ্মসংহিতা'-সমান। গোবিন্দমহিমা-জ্ঞানের পরম কারণ ॥
অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার । সকল-বৈষ্ণবশাস্ত্র-মধ্যে অতি সার ॥

---

All Glory to Śrī Kṛṣṇa Chaitanya
the Golden Moon of Śrī Māyāpur

# For the Reader's Appreciation

In the *Madhya-Līlā,* ninth chapter of *Śrī Chaitanya-Charitāmṛta,* we find:

"That day, the Lord went to the bank of the Payasvinī river. After bathing He went to the Ādi-Keśava Temple where He met with the great devotees there, and it was there that He obtained the ancient manuscript of the fifth chapter of *Śrī Brahma-saṁhitā.* This gave the Lord unlimited joy, and Divine Ecstatic Symptoms appeared in His Body—trembling, weeping, perspiring; He was stunned, thrilled with Ecstasy.

"As a Scripture embodying Perfect Truths *(siddhānta), Śrī Brahma-saṁhitā* has no equal; it is the best of all Holy Books proclaiming the Glories of the Supreme Lord Govinda. Endless Perfect Truths are expressed in few

**বহু যত্নে সেই পুঁথি লইয়া লেখাইয়া। 'অনন্ত-পদ্মনাভ' আইলা হরষিত হঞা॥**

আমার ইহা অপেক্ষা আর বক্তব্য নাই। আমি এইমাত্র বলি, যদি অতি প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যে এই শাস্ত্র গণিত হয়, তবে ইহা অতিশয় অপূর্ব্ব কৃষ্ণভক্তির প্রমাণ-স্থল। যদি কেহ বলেন যে, এ প্রদেশে এ শাস্ত্র নাই, সুতরাং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুই ইঁহার রচয়িতা। ইহা যদি স্থির হয়, তবে আর অধিক সুখের বিষয় কি? কেননা শ্রীমহাপ্রভুর রচিত কোন সিদ্ধান্তগ্রন্থ পাইলে বৈষ্ণবজগতে আর সংশয় মাত্র থাকে না। যেরূপেই বিবেচনা করুন, এই ব্রহ্মসংহিতা-গ্রন্থ ভক্তমাত্রেরই পূজনীয়।

**—শ্রীভক্তিবিনোদ**

---

words. It is the essence of all Vaiṣṇava Scriptures.

"The Lord had that manuscript copied very carefully. Then He joyfully went to visit the Temple of Ananta-Padmanābha."

What more can I say than this? At least I may say that if this Scripture is reckoned as one of the most ancient Scriptures, then it is an unprecedented and truly authoritative source of the Teachings of *Kṛṣṇa-Bhakti,* Devotion for the Supreme Lord, Kṛṣṇa. Again, if it is suggested that this Scripture was not originally found in this province (Bengal), so it was actually authored by Śrī Śrī Mahāprabhu, what could be more happy for us? By obtaining any work of *siddhānta* written by Śrī Mahāprabhu, no trace of doubt can ever remain in the world of Vaiṣṇava thought. However one may consider it, this Holy Book, *Śrī Brahma-saṁhitā,* is worshippable to every devotee.

**—Śrī Bhaktivinoda**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ।

# আকৃষ্টের উপলব্ধি

শ্রীগৌরসুন্দরকর্ত্তৃক আহৃত শ্রীব্রহ্মসংহিতার প্রচার আর্য্যাবর্ত্তে ছিল না,—ইহাই প্রকাশ। আর্য্যাবর্ত্তে নৈমিষ-সাহিত্য সাত্বত-সংহিতারই প্রচার ছিল। 'ব্রহ্ম'-শব্দে বেদ ও বেদপ্রতিপাদ্য বাস্তব বস্তুকে বুঝায়। সেই বেদপ্রতিপাদ্য বাস্তব বস্তুই পুরুষোত্তম। যে-স্থলে অপৌরুষেয় শব্দ পুরুষোত্তমকে লক্ষ্য না করিয়া প্রাকৃত-নিরাসকল্পে ব্যবহৃত হয়, সে-স্থলে তাদৃশী উপলব্ধি তাটস্থ্য-ধর্ম্মে অবস্থিতা।

শ্রীচতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মা অপৌরুষেয় সংহিতাসমূহ হইতে অনাত্ম-বিচার পরিত্যাগ

---

All Glory to the Divine Master
and the Supreme Lord Śrī Kṛṣṇa Chaitanya

# Feelings of Appreciation

It is no secret that prior to its discovery by Śrī Gaurasundar, *Śrī Brahma-saṁhitā* was not propagated in India as was the Great Literature previously expounded in the forest of Naimiṣa—the Transcendental Treatise *Śrīmad-Bhāgavatam.* The word *Brahma* (or *Brahman*) means the *Vedas* and the Substantial Reality established by the *Vedas*; and the Substantial Reality established by the *Vedas* is *Puruṣottama,* the Ultimate Predominant or Male Personality. Any philosophy that ignores the Ultimate Personality while adopting the term *apauruṣeya,* meaning 'divine,' 'supramundane' or 'superhuman' in order to disprove mundane conceptualization, must need fall within the category of peripheral doctrines or religions.

করিয়া পুরুষোত্তম ভগবদ্‌বস্তুর যে ভক্তিকথা হৃদয়ে লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই ব্রহ্মসংহিতাকারে অধ্যায়-শতকে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে এই পঞ্চম অধ্যায় জীবের পরম-উপযোগী বলিয়া গৌড়ীয়ের পরমারাধ্য হইয়াছে। বিশেষতঃ শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের বিচারে শ্রীমদ্ভাগবতের মূল-চতুঃশ্লোকীতেই ভগবদনুগ্রহ-ক্রমে বাস্তব-সত্যের প্রকাশ হইয়াছে।

পুরুষোত্তম-বস্তু প্রাকৃত ইতর-পুরুষের ন্যায় সমপর্য্যায়ে গণিত হন না। উভয়ের প্রভেদ এই যে, প্রকৃতির পরমেশ্বর পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, আর প্রকৃতির

---

Beyond even any consideration of mundanity, the Teachings of Devotion for the Supreme Reality—the Supreme Personality of Godhead—that were revealed within the heart of four-headed Brahmā from the Supramental Anthologies *(Vedas),* have been described in the one hundred chapters that form the Treatise *Brahma-saṁhitā.* As this fifth chapter is supremely beneficial for the soul it has come to hold the Most Worshippable position for the *Gauḍīya Vaiṣṇavas* or faithful devotees in the line of Śrī Chaitanyadev. In this respect it is noteworthy that in the Philosophy of the Divine Succession stemming from Lord Brahmā, by the Grace of the Supreme Lord, the Substantial or Axiomatic Truth has been revealed within the fundamental four *ślokas (catuḥ-ślokī)* of *Śrīmad-Bhāgavatam.*

There is no question of the Supreme Personality or Predominator, Puruṣottama, being of the same category of any other persons or predominators (males or *puruṣas*) of this mundane world. They are clearly distinct from one another in that the Supreme Personality of Godhead Śrī Kṛṣṇa is in all respects the Absolute Lord or Predominator



পরমবাধ্য জীব এবং তাহার কেবল প্রাকৃত-পরিচয়ের সহিত ভগবদ্দর্শন-বিষয়ে অপৌরুষেয়-শব্দ ব্যবহৃত। সাত্বত-সংহিতার আদি শ্লোকে* যে শ্রীধামের উল্লেখ আছে, তাহা প্রাকৃত ব্যাপার-সংশ্লিষ্ট নহে। 'ধাম'-শব্দের অর্থ—আশ্রয় ও আলোক। আলোকরহিত দর্শন সম্ভব নহে। দর্শনের উপাস্য দৃশ্য আলোকাধারে পুরুষাকারে প্রতিষ্ঠিত। প্রকৃতির অন্তর্গত পুরুষ-পরিচয়ে যে নশ্বর

---

*সাত্বত-সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতের আদি শ্লোক—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

---

of the female or predominated factor *(prakṛti),* while the living being or *jīva* is tightly shackled by the predominated factor in the shape of material nature, and only through his identification with the mundane plane must he refer to the revelation of the Supreme Lord as 'supramundane.' *Śrī Dhāma,* mentioned in the first *śloka*† of the *Śrīmad-Bhāgavatam,* has no association with the affairs of the mundane world. The meaning of the word *dhāma* is 'refuge' and 'light.' Nothing is visible without the help of light. The

---

†जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः।
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥

"This world's creation, sustenance and annihilation is effected by the positive and negative assertion of the Supreme Lord; in His Supremacy He is the Omniscient, Perfect Perception is axiomatic in Him, and He incites the inspiration in the intellect of the primeval poet Lord Brahmā in order to reveal the Substantial Reality within his heart; all the gods headed by Indra are bewildered in trying to comprehend Him; as in a mirage, by interaction the mutual exchange of the qualities of fire, water and earth create the appearance of another truth, similarly, the existence

আপেক্ষিক সম্বন্ধ দেখা যায়, তদতীত সম্বন্ধে অপ্রাকৃত-ব্যোমে আলোকেরও অধিষ্ঠানের নৈরন্তর্য্য অবস্থিত।

নির্ব্বিশিষ্ট বিচারে আলোকের যে দ্রষ্টৃদৃশ্যভাব একীভূত, উহা প্রাকৃতরাজ্যের অসম্পূর্ণ, অনুপাদেয় পরিমিতির উপর অধিষ্ঠিত। মায়াশক্তি, তাহার ঈশ্বর অমিতশক্তি মহেশ্বরের (বিষ্ণুর) বৈকুণ্ঠত্ব খর্ব্ব করিতে সমর্থা নহেন। এই গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায়-বর্ণিত বিষয়ে নির্ব্বিশিষ্ট জাগতিক বিচার নিরস্ত হইয়াছে।

---

basis of the light which is to be worshipped and seen within revelation has been established to be of the nature of a *person.* Beyond the mutable, conditional relativity found within the mundane conception of 'personality,' the eternality of the Personal Mainstay of light itself is situated in the Divine Realm.

The viewpoint of nondifferentiation, where the seer and seen are ultimately considered to be one, is ruled by the incomplete, unwholesome measure of the mundane kingdom. *Māyā-śakti,* or the mundane charming-cum-deluding potency, has not the power to restrict the Infinity of her Lord of immeasurable Potency, Maheśvara (Viṣṇu). In describing the Worshippable Object of the fifth chapter of this book, the fallacious and mundanely fabricated philosophy of non-differentiation has been disproved.

---

of the mundane qualities of *sattva, rajaḥ* and *tamaḥ* or illumination, flux and inertia, appears as factual truth in Him although in actuality He is the One within whom mundanity is impossible; deception can never exist within Him. We meditate upon that Supreme Lord, whose very Nature is the Embodiment of Truth. [We worship that Supreme Truth's Own Self, the Lord of Gokula-Vraja-Dhāma, Śrī Kṛṣṇa, by practising our heart's remembrance of His Divine Name, chanting His Glories and always absorbing our thoughts in His Form, Qualities and Pastimes.]"



জাগতিক বিচারে যে নিমিত্ত ও উপাদান-কারণ-বর্ণনে অশ্লীলতা-দোষের আরোপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাদৃশ বিচার নিরসন-কল্পে ব্রহ্মসংহিতারই উদ্দিষ্ট তাৎপর্য্য গ্রহণীয়। এই গ্রন্থ যে কেবল অশ্লীল উপকরণে অশ্লীলজনের চিত্তের উল্লাস-বিধানার্থ পরিকল্পিত হইয়াছে, এরূপ নহে; পরন্তু অশ্লীলভাবে বিকারযোগ্য দুর্ব্বলগণের বল-লাভের জন্যই উদ্দিষ্ট, জানিতে হইবে।

ভগবদ্বস্তুর বাস্তব দর্শন এবং অবাস্তব-দর্শনে অপর চারিপ্রকার বিচার সম্পুষ্ট হওয়ায় ভগবদ্বস্তু কিরূপ অবৈধভাবে দৃষ্ট হইয়া পঞ্চোপাসনা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা সুষ্ঠুভাবে বুঝাইবার জন্য পরিশিষ্টে যে পাঁচটি শ্লোক এই অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট, তাহা পাঠ করিলে সুদর্শন-কৃপায় নিত্য অভিজ্ঞতা-লাভ ঘটিবে। তখন আর

---

The purport traced in *Brahma-saṁhitā* is most favourable in saving us from the mundane view's ascription of vulgarity to the creative conception when elucidated in terms of efficient or material and instrumental causes. This Book is utterly devoid of the lowly connotations that would titillate the poor minds of those obsessed with vulgarity. Rather, we must know that the aim of this Holy Text is to provide new strength and relief to those sapped of their vital energy through their perverse tendencies.

By the mercy of Perfect Philosophy *(sudarśana),* a study of the five concluding *ślokas* of the Book will afford us our eternal wisdom, being intended to meticulously teach us the genuine revelation of the Supreme Element of Godhead while elucidating how that Element is observed distortedly through emphasis on the alternative fourfold doctrines (of *dharmma, artha, kāma* and *mokṣa*—religiosity, material gain, material desire and liberation), bringing about the doctrine of fivefold worship *(pañcopāsanā).* With the advent

শ্রীধামের বিরোধী হইয়া নির্ব্বিশিষ্টবাদ প্রচার করিতে হইবে না।

দেবীধাম ও মহেশধামের অতীত নিরস্তকুহক স্বধাম পরব্যোমের বৈশিষ্ট্য সৌভাগ্যক্রমেই উদিত হয়। পরাৎপর সদানন্দ-বিচারে কোন আপেক্ষিক কৈতব আশ্রয় না করায়, উহা প্রকৃতির অতীত ব্যাপার। তদ্বিষয়ক বর্ণন অপৌরুষেয়সংহিতা-নামে কথিত। অভিধেয়-সাধন-ভক্তিপ্রভাবে মলিনচিত্ত জনগণের জড়ভোগ হইতে মুক্তির সম্ভাবনা আছে। জড়ে প্রবৃত্ত ভোগী ভক্তি আশ্রয় করিতে অসমর্থ। তাহাদের কর্ম্মালানে প্রপীড়িত হইবার যোগ্যতা বর্ত্তমান। কামদেবের গান ব্যতীত জীবের ভোগবাসনোত্থ কাম নিরস্ত হইতে

---

of such eternal wisdom in the heart, one may no longer harbour animosity toward the Holy Abode, *Śrī Dhāma,* and the need for asserting oneself by preaching the doctrine of nondifferentiation will no longer be felt.

It is through good fortune that one may experience, beyond the planes of Devī-dhāma and Maheśa-dhāma, the Transcendental variegatedness of the Divine Realm that is the Lord's Personal Abode—the Plane where deception cannot stand. Without depending on the deceit inherent to the conditional plane, in the consideration of Eternal Joy in God's Transcendence we shall find His Realm to be the Affairs of the Transcendental. So the Treatise that describes all these Transcendental subject matters is known as *Apauruṣeya-saṁhitā.* It is possible for persons of impure heart to be relieved of mundane enjoyment by the power of practising devotional life *(sādhana-bhakti).* Persons absorbed in mundane enjoyment or exploitation are unable to take refuge in Devotion or *Bhakti.* They are ever afflicted, being tied to the stake of their mundane deeds *(karmma).*



পারে না। কিন্তু ইতরকামের সহিত কামদেবকে সমপর্য্যায়ে গণনা করিলে হিতে বিপরীত হইবে। যেকালে আমরা শ্রীচতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার অনুবর্ত্তী হইয়া ভগবৎপ্রসাদ লাভ করিব, এবং আমাদের কৃষ্ণস্তুতিগান-ফলে ভগবানের প্রীতিভাজন হইতে পারিব, তৎকালে আমাদের 'ব্রহ্মসংহিতা'-পাঠের সাফল্য-লাভ ঘটিবে।

তৎকালে আমরা জানিতে পারিব যে, ঐশ্বর্য্যপ্রধান বাস্তব-পুরুষোত্তমের সেবার পরমোচ্চ-স্থানে মাধুর্য্যময়-বিগ্রহ শ্রীরাধাগোবিন্দ-গৌরতনু অবস্থিত। সেই গোলোকের নিম্নার্দ্ধে সার্দ্ধদ্বিবিধ রস অবস্থিত। তন্নিম্নে মহেশধাম এবং তন্নিম্নে প্রাকৃত চতুর্দ্দশভুবনাত্মক দেবীধাম অবস্থিত। দেবীধামবাসী

---

They cannot be relieved of the obsession for mundane lust by any other method than singing the Glories of Kāmadeva, the Transcendental Lord of all Desires. But an adverse fruit will come to those who consider Kāmadeva in the same category as their illicit lust. When we attain the Mercy of the Supreme Lord by faithfully following the four-headed Lord Brahmā, and when we become fit recipients of the Supreme Lord's Grace as a result of singing with a pure heart the Divine Songs of His unending Glories, at that moment we shall know the genuine fruition of our reading, recitation or singing of *Brahma-saṁhitā.*

Then we shall be able to know that in the highest Plane of Divine Service *(Sevā)* to the Factual Supreme Godhead is found Reality the Beautiful Śrī Rādhā-Govinda in the Selfsame Form of Śrī Gaura. The lower hemisphere of the Divine Abode Goloka is the Plane of two and a half of the total five Divine Serving Dispositions *(Rasas).* Situated below that is the Abode called Maheśa-dhāma and below

ব্রহ্মাণ্ডের পথিকগণের কামনা মহেশধামে অপসারিত হইয়াছে। মহেশধামের নিষ্কাম ধারণা সেবা-শতমুখীদ্বারা সর্ব্বদা নীরাজিত। সেই শতমুখী ব্রহ্মসংহিতা পঞ্চম-পুরুষার্থ-বর্ণনে শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেমামৃত-সীমা বর্ণন করিয়াছেন এবং সেই অমৃত-সংগ্রহকারী শ্রীগৌরসুন্দর জগজ্জীবকে উহা বিতরণ করিয়া মহাবদান্যতা-গুণ ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমপ্রদানলীলা প্রদর্শন করিয়াছেন।

—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

---

Maheśa-dhāma is the material world of fourteen planes called Devī-dhāma. The worldly desires of the residents of Devī-dhāma who wander throughout the universe are withdrawn in Maheśa-dhāma. But Maheśa-dhāma's conception of desirelessness is illuminated by the purifying agent of Service. That purifying agent in the Form of this *Brahma-saṁhitā* has revealed the Acme of Nectarine Love for Śrī Rādhā-Govinda by elucidating the fifth aim of human life; and the gatherer of that Nectar, Śrī Gaurasundar, the Beautiful Golden Lord, has distributed it to the souls in this world, showing us His Nature of Supreme Magnanimity and His Pastimes of bestowing the most precious Gift of Divine Love for Kṛṣṇa.

**—Śrī Siddhānta Saraswatī**

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

# অবতরণিকা

ভুবনমঙ্গল অবতার ভগবান্ শ্রীশ্রীনিতাই-চৈতন্যদেবের অহৈতুকী কৃপাকর্ষণে যেদিন পরমারাধ্য শ্রীল গুরুমহারাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব-গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম তখন হইতেই তাঁহার অপারকরুণায় প্রকৃত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা করিবার প্রেরণা হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছিল এবং শ্রীশ্রীমৎ রূপ-গোস্বামী প্রভুপাদের ভজনের ক্রমবিকাশ-নির্দ্দেশক "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গঃ" শ্লোকটির 'আদৌ শ্রদ্ধা'র ভিত্তিভূমিতে প্রবেশাধিকার পাইতে হইলে যে প্রারম্ভিক যোগাযোগ বা মঙ্গলসূত্রের প্রয়োজন তাহাও অহৈতুকী করুণাময় তিনিই প্রদান করিয়াছিলেন। মূলতঃ তাঁহারই কৃপায় তখন হইতেই "তদ্বিদ্ধি

---

All Glory to the Divine Master
and the Supreme Lord Śrī Kṛṣṇa Chaitanya

# Prologue

Ever since the day that I, by the causeless Grace of the All-Auspicious Descent of the Supreme Lord in the Forms of Śrī Śrī Nitāi-Chaitanyadev, attained the shelter of the lotus feet of my Most Worshippable Śrīla Guru Mahārāj Oṁ Viṣṇupād Paramahaṁsa Śrī Śrīmad Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj, by his boundless Mercy the inspiration for the genuine search for the Ultimate Truth was awakened in my heart; and further, that causelessly gracious Śrīla Guru Mahārāj gave me that initial connection, the vital link that enables us to attain the qualification to enter into the basic land of faith *(ādau śraddhā)* in

প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ।।" —এই গীতোপনিষদ্বাণীর সাক্ষাৎ রূপায়ণ অনুভবের সৌভাগ্য লাভ হইয়াছিল। উপনিষদেও আছে— "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎ-পাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ।"

কি পারমার্থিক কি ব্যবহারিক জগতে—যে কোন বিষয়ের সুষ্ঠু অভিজ্ঞান

---

accordance with Śrī Śrīmat Rūpa Goswāmī's guiding verse for the progressive life of Divine Service *(bhajana),* आदौ श्रद्धा ततः साधुसङ्गः *ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgaḥ*. From that very time, I, by his Grace, got the fortune of having this message of *Gītopaniṣad* take its tangible shape in my heart: तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥ *tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā, upadekṣyanti te jñānaṁ jñāninas tattva-darśinaḥ*—"Satisfy the enlightened Guru with your prostrate obeisances, reasonable enquiries and sincere service, and you will be able to realize the Knowledge I have spoken of. The great souls who are adept in the Scriptures and endowed with direct experience concerning the Supreme Spirit, *Param Brahman,* will teach you." Similarly, it is also mentioned in the *Upaniṣads:* तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। *tad vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet samit pāṇiḥ śrotriyaṁ brahma-niṣṭham*—"To attain specific (Devotional) Knowledge of the Supreme Lord, one aspiring for auspiciousness must bring offerings, and approach, by his thought, word and deed, a genuine Guru who is versed in the purport of the *Vedas* and who knows the Reality of Kṛṣṇa."

Whether in the Divine World or in the ordinary world,



লাভ করিতে হইলে সেই সেই বিষয়ের স্পেশ্যালিষ্ট্ বা বিশেষজ্ঞের অর্থাৎ সদ্‌গুরুর শরণাপত্তি অবশ্যম্ভাবী। বস্তুতঃ পক্ষে সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত সেই দিব্যজ্ঞান-লাভের আর অন্য কোন উপায় নাই। এবং সেখানে শরণাগতির তারতম্যানুসারে জ্ঞানলাভেরও তারতম্য হইয়া থাকে।

আদিকবি পদ্মযোনি ভগবান্ চতুর্ম্মুখ শ্রীব্রহ্মা আমাদের সম্প্রদায়ের মূল গুরু। সুতরাং তদনুভূত, তদারাধ্য ও তৎপ্রদর্শিত চিন্ময় আলোকবর্ত্তিকায় ব্রহ্ম-সম্প্রদায় স্বতঃই উদ্ভাসিত। তিনি প্রথমতঃ শ্রীভগবৎ কৃপায় ভগবানের দিব্যা-সরস্বতীর দ্বারা অষ্টাদশাক্ষর শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে উপদিষ্ট ও তপোনিষ্ঠ হইয়া তাহা সুষ্ঠু মননের দ্বারা উপাস্যতত্ত্বের প্রসন্নতা লাভ করিলে অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বের আকরবিগ্রহ লীলাকল্লোলবারিধি আদিগুরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি-নিঃসৃত (মুরলীষ্টকীর্ত্তনধনং) কামগায়ত্রী মন্ত্রে তৎকর্ত্তৃক দীক্ষিত ও সংস্কৃত হইয়া দ্বিজত্ব

---

in order to properly learn whatever subject we wish, we must take the shelter of a specialist—a genuine teacher. Actually, there is no way to achieve Divine Knowledge without the Grace of the genuine Divine Master, and that Knowledge will manifest according to the degree of one's surrender.

The primeval poet, four-headed Lord Brahmā who was born from the universal lotus flower, is the original Guru of our Divine Succession. So this Divine Succession stemming from Lord Brahmā is naturally illuminated by the Divine Light of his perception, his worship and his revelation. In the beginning, by the Grace of the Supreme Lord, through the agency of His Divine Sound Vibration (Divyā Saraswatī), Lord Brahmā was taught the eighteen-syllabled Śrī Kṛṣṇa *Mantra* and he practised penances in pursuance of cultivating that *Mantra*. He propitiated his Worshippable

লাভ করেন। অর্থাৎ তৎপ্রভাবে তাঁহার দ্বিতীয় জন্ম লাভ বা অপ্রাকৃত জগতের সম্পূর্ণ আবরণ তাঁহার নিকট উন্মোচিত হয়। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—"অষ্টদশাক্ষর মন্ত্রের পর যে গায়ত্রী লাভ হয় সে কাম-গায়ত্রী . . . . এই গায়ত্রীতে শ্রীগোপীজনবল্লভের পরিপূর্ণ ধ্যানানন্তর তদীয় লীলার অধ্যাস এবং সেই অপ্রাকৃত অনঙ্গ-লাভের প্রার্থনা উদ্দিষ্ট। চিজ্জগতে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রসাশ্রিত প্রেম-চেষ্টা আর নাই।"

ভগবান্ ব্রহ্মা সেই গায়ত্রীর নিরন্তর অনুধ্যান ও অনুকীর্ত্তন প্রভাবে তত্ত্ব-

---

Object by his perfect meditation, and he was raised to the twice-born status by being initiated and purified by the Lord's Divine Flute Song emanating *(muralīṣṭa-kīrttana-dhanaṁ)* as the Kāma-Gāyattrī *Mantra.* He was thus initiated by the Original Guru of Gurus who is like a vast rolling ocean of the waves of Divine Pastimes—the Matchless Reality in Person—the Supreme Lord Śrī Kṛṣṇa. In other words, by the Potency of that function he attained to his second birth—the Divine Realm was completely unveiled before him.

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur has written, "Kāma-Gāyattrī . . . is the Gāyattrī taken after the eighteen-syllabled *Mantra* . . . . In this Gāyattrī is indicated the realization of the *Līlā* or Divine Pastimes of Śrī Gopījanavallabha, the Beloved of the Gopīs, after complete meditation upon Him; and the prayer to attain to (the Service of) that Transcendental Cupid. In the entire Transcendental World there is no higher pursuit for Divine Love in the shelter of an Ecstatic Relationship with Him."

Empowered by faithfully meditating upon and singing



বিজ্ঞান-সাগরে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে করিতে যে সমস্ত অখিল বেদসার বাক্যদ্বারা শ্রীগোবিন্দের স্তব করিয়াছিলেন তাহাই মূলতঃ শতাধ্যায়ী শ্রীব্রহ্ম-সংহিতার পঞ্চমাধ্যায়। অধিকন্তু ইহার অনুপঠনে সমগ্র চিদচিদ্ বিশ্বের প্রকাশ, অবস্থিতি ও প্রবাহ সম্বন্ধেও একটি স্বচ্ছ ধারণা ভাগ্যবান্ শ্রদ্ধালু সজ্জনগণের উপলব্ধির বিষয় হয়।

স্বীয় অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের ছত্রছায়ায় আশ্রয়প্রদাতা মহাবদান্য অবতারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেব নিখিলশ্রুতিমৌলিরত্ন-মালাদ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত শ্রীশ্রীল গোবিন্দদেবের স্তব-সমৃদ্ধ এই শ্রীব্রহ্মসংহিতা-পঞ্চমাধ্যায়ে তৎপ্রদর্শিত সিদ্ধান্তালোকের সম্পূর্ণ প্রতিফলন লক্ষ্য করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন এবং পরম আদরের সহিত দক্ষিণদেশ হইতে

---

that Gāyattrī, Lord Brahmā freely wandered throughout the length and breadth of the Ocean of Truth; and his prayers in glorification of Śrī Govinda, which are the Quintessence of all the *Vedas,* are the basis of the fifth of the hundred chapters of *Śrī Brahma-saṁhitā.* Moreover, the fortunate, faithful virtuous souls can enter into a crystal-clear conception of the entire mundane world's and Transcendental World's manifestation, existence and flow, by reading or singing this Hymn with due regard and devotion.

The Supremely Magnanimous Source of all *Avatāras,* the Bestower of shelter in the shade of the umbrella of His Own Perfect Philosophy *(siddhānta)* of Inconceivable Oneness and Distinction *(Acintya-bhedābheda)*—the Supreme Lord Śrī Chaitanyadev—was filled with Divine Ecstasy upon observing the perfect reflection of the Light of the Perfect Philosophy revealed by the fifth chapter of *Śrī*

সেই পুঁথি স্বহস্তে আনয়ন করিয়া ভক্তগণের শ্রীহস্তে তুলিয়া দিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের ভাষায়—

"সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাহি 'ব্রহ্মসংহিতা'-সমান। গোবিন্দমহিমা-জ্ঞানের পরম কারণ॥
অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার। সকল-বৈষ্ণবশাস্ত্র-মধ্যে অতি সার॥"

এস্থলে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা অবশ্যই প্রয়োজন মনে করি। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেমন শ্রীমদ্ভাগবত-পঠন বিষয়ে জানাইয়াছেন—"যাহ ভাগবত

---

*Brahma-saṁhitā* rich with the Songs of the Glories of Śrī Śrīla Govindadev, the Tips of the Toes of whose Lotus Feet are eternally illuminated by the *ārati* or worship offered by the radiance of the crown-jewels of all the *Vedas*. With great Love, He brought in His Own Hand the manuscript of the Book from South India and joyfully offered it to the hands of the devotees. In the words of Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja we find:

"সিদ্ধান্তশাস্ত্র নাহি 'ব্রহ্মসংহিতা'-সমান। গেবিন্দমহিমা-জ্ঞানের পরম কারণ॥
অল্প অক্ষরে কহে সিদ্ধান্ত অপার। সকল-বৈষ্ণব-শাস্ত্র-মধ্যে অতি সার॥"

*siddhānta-śāstra nāhi 'brahma-saṁhitā'-samāna,*
*govinda-mahimā-jñānera parama kāraṇa.*
*alpa akṣare kahe siddhānta apāra,*
*sakala-vaiṣṇava-śāstra-madhye ati sāra.*

"As a Scripture embodying Perfect Truths, *Śrī Brahma-saṁhitā* has no equal; it is the Supreme Wisdom of the Glories of the Supreme Lord Govinda. Endless Perfect Truths are expressed in few words. It is the Quintessence of all Vaiṣṇava Scriptures."

I feel the need to mention just one more important point,



পড় বৈষ্ণবের স্থানে", সেই প্রকার শ্রীব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থরাজ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আনুগত্যে পঠন-পাঠনে যত্নবান্ হওয়া সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। কেননা তিনি নানাশাস্ত্রবিচারণৈকনিপুণ শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সম্প্রদায়-সংরক্ষক আচার্য্য-সম্রাট শ্রীল শ্রীজীব-গোস্বামীর টীকার আনুগত্যময় তাঁহার নিজস্ব দিব্যানুভূতিতে প্রস্ফুটিত যে সুকোমল সিদ্ধান্ত-কমলে সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দের পাদপদ্ম নীরাজন করিতে করিতে ভক্তগণের সুখ বর্দ্ধন করিতেছেন—তাহাই প্রকৃত অনুসন্ধিৎসু ও ঐকান্তিক ভজনশীল সারস্বত-গৌড়ীয়গণের একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়।

---

regarding our reading *Śrīmad-Bhāgavatam* as Śrīman Mahāprabhu has had it made known to us: "যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবেব স্থানে" *yāha bhāgavata paḍa vaiṣṇavera sthāne*—"Go and learn the *Bhāgavat* from a Vaiṣṇava." Taking the gist of this instruction to heart, it is definitely everyone's duty to give careful attention to their supreme benefit by singing and preaching this King of Holy Books, faithfully following the path chalked out by Śrīla Sachchidānanda Bhaktivinoda Ṭhākur; because faithfully following the commentary of that great King of *Ācāryyas,* the Guardian of the Śrī Brahma-Mādhva-Gauḍīya *Sampradāya,* Śrīla Śrī Jīva Goswāmī—Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur has brought ever-increasing joy to the hearts of the true devotees by illuminating the Lotus Feet of *Saccidānanda-vigraha* Śrī Govinda, the Embodiment of Truth, Consciousness and Joy, in the tender lotus flower of Perfect Truths that has been brought to bloom in his personal Divine Revelations. This is the unique, safe refuge for the sincere seekers and also the exclusive Sāraswata-Gauḍīya-Vaiṣṇavas who are already

শ্রীগৌর-কারুণ্য-বিগ্রহ পরমগুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ সপার্ষদ শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপায় আজ সমগ্র বিশ্বের ভাগ্যবান্ জীবগণ শ্রীগৌর-সংকীর্ত্তনে প্রমত্ত হইয়া শ্রীগৌরহরির জয়ধ্বনি করিতে করিতে ও তৎ প্রবর্ত্তিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের আনন্দসাগরে ভাসিতে ভাসিতে লক্ষ্মী-সহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমান শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রেম-সেবাভিলাষে দিব্যচিন্তামণি-ধামের প্রতি অগ্রসর হইতেছে, এই গ্রন্থরাজ তাঁহাদের সকলের জীবন-রসায়নরূপে আরও বলদান করিবে—সেই ভরসায় আমাদের এই গ্রন্থ আন্তর্জাতিক ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ প্রচেষ্টা। শ্রীল প্রভুপাদের ভাষায় বলিতে দিলে বলিতে পারি "অভক্ত প্রয়াস, দেখিয়া না হাস, ইহা গুরু-গৌর-দাস্য।"

---

conversant with the Art of Divine Service.

By the Grace of our Grand-Guru, the Embodiment of Śrī Gaura's Grace—Oṁ Viṣṇupād Śrīmad Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī Prabhupāda—and his Personal Associates, we now find that fortunate souls the world over have become intoxicated with *Śrī Gaura-Saṅkīrttana.* In this way singing and singing the Glories of Śrī Gaurahari, floating and floating down the Ocean of Joy of the Hare Kṛṣṇa *Mahāmantra* taught by Him, they are progressing towards the Divine Abode of Transcendental Touchstone in their divine aspirations for Loving Service unto the Divine Couple Śrī Śrī Rādhā-Govinda, who are ever attended by the Loving Service of hundreds of thousands of Lakṣmīs. This jewel of Holy Books, as the elixir of life of all such blessed souls, will fortify them more and more. With this faith we are attempting to bring this Book to light in the international English language. If I may quote Śrīla Prabhupāda's words, "অভক্ত প্রয়াস, দেখিয়া না হাস, ইহা গুরু-



পরমারাধ্য শ্রীল গুরুমহারাজের মনোঽভীষ্টপূরণকল্পে আমাদের এই বহু আকাঙ্ক্ষিত সেবাপ্রচেষ্টা অদ্য বাঞ্ছাকল্পতরু বৈষ্ণবগণের কৃপায় ফলবতী হওয়ায় আমরা সকলেই পরমানন্দিত।

বলা বাহুল্য এই গ্রন্থরাজের ইংরাজী ভাষায় অনুবাদাদি কার্য্য যে কত কঠিন তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই অনুভূতি-বেদ্য। কিন্তু আমাদের পরম-বান্ধব ও শ্রীল গুরুমহারাজের একান্ত স্নেহভাজন তথা শ্রীমঠের পাশ্চাত্যের ভারপ্রাপ্ত প্রচারকবর সর্ব্বজনবেদ্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি আনন্দ সাগর মহারাজের দিবারাত্র অকৃত্রিম সেবা প্রচেষ্টায় তাহা সম্ভব হইয়াছে। এবং তিনি অনুবাদ কার্য্যে মূলতঃ আমাদের পরমগুরুদেব জগদ্গুরু প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ ও শ্রীচৈতন্যমঠ মায়াপুর হইতে প্রকাশিত যথাক্রমে ইংরাজী ও বাংলা সংস্করণের সকৃতজ্ঞচিত্তে সাহায্য

---

গৌর-দাস্য।" *abhakta prayāsa, dekhiyā nā hāsa, ihā guru-gaura-dāsya*—"Don't laugh to see this nondevotee's attempt, for he's trying to serve Guru and Mahāprabhu." With the aim of fulfilling the heart's desires of our Supremely Worshippable Śrīla Guru Mahārāj, today we are overjoyed because this greatly aspired-for service attempt has borne fruits by the mercy of the Vaiṣṇavas who are Transcendental wish-fulfilling trees incarnate.

Needless to say, the painstaking work of translation, etc., of this great Treatise can be appreciated by the learned. Still, our dear and close friend, to whom Śrīla Guru Mahārāj was so affectionate, and who has been given the responsibility of continuing and expanding our Śrī Maṭh's work in the Western countries, the well-known and qualified preacher Tridaṇḍi Swāmī Śrīpād Bhakti Ānanda Sāgar Mahārāj has, by his sincere serving efforts, day and night,

লইয়াছেন। শুধুমাত্র অনুবাদই নহে—তিনি ইহার প্রকাশনাদির সর্ব্ববিধ দায়িত্ব গ্রহণ ও তাহা যতদূর সম্ভব সুন্দর ও নির্ভূল করিয়া প্রকাশের যত্নের ত্রুটি রাখেন নাই, তবুও আমাদের অজ্ঞাতসারে যে ভ্রম প্রমাদাদি ঘটিতেই পারে তাহা অদোষদর্শী সারগ্রাহী বৈষ্ণবগণ ও শ্রদ্ধালু পাঠকগণেরও অজ্ঞাত নহে, কিন্তু তাঁহাদের স্বভাব ক্ষমাশীলতায় ঔদার্য্যের অভাব কখনও হয় নাই—ইহাই আমাদের একমাত্র ভরসা। এখানে শ্রীল গুরুমহারাজের ভাষায় তাঁহাদের সকলেরই শ্রীচরণ-বন্দনা করিয়া আমি আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি।

"গ্রন্থার্থং জড়ধীহৃদি ত্বিহ মহোৎসাহাদিসঞ্চারণৈ
যৈষাঞ্চাত্র সতাং সতীর্থসুহৃদাং সংশোধনাদ্যৈশ্চ বা।
যেষাঞ্চাপ্যধমে কৃপা ময়ি শুভা পাঠাদিভির্বান্যথা
সর্ব্বেষামহমত্র পাদকমলং বন্দে পুনর্বৈপুনঃ ॥"

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ,
স্বর্গদ্বার, পুরী
রথযাত্রা দিবস (খৃ) ১৩/৭/৯১

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
বিনীত—**শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ**

---

fulfilled the task. For the basis of the translation he has felt himself fortunate to have been able to consult our Grand-Gurudev Jagad-Guru Prabhupāda Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī Ṭhākur's Madras Gauḍīya Maṭh and Māyāpur Śrī Chaitanya Maṭh's English and Bengali editions respectively. He not only rendered the translation, but he accepted the entire responsibility of bringing the publication to light, and he has spared no pains in bringing it out in a beautiful and faultless form. Still, our unsuspecting errors, omissions, etc., may occur, as the essence-drinking, liberal Vaiṣṇavas and the devoted readers are not unaware of, yet we have full confidence that they never suffer any dearth of benevolence in their natural



forbearance. In conclusion, in the words of Śrīla Guru Mahārāj I would beg to offer my obeisances unto the lotus feet of them all.

"ग्रन्थार्थं जडधीहृदि त्विह महोत्साहादिसञ्चारणै-
र्येषाञ्चात्र सतां सतीर्थसुहृदां संशोधनाद्यैश्च वा ।
येषाञ्चाप्यधमे कृपा मयि शुभा पाठादिभिर्वान्यथा
सर्व्वेषामहमत्र पादकमलं वन्दे पुनर्वै पुनः ॥"

*granthārthaṁ jaḍa-dhī-hṛdi tv iha mahotsāhādi-sañcāraṇair*
*yeṣāñ cātra satāṁ satīrtha-suhṛdāṁ saṁśodhanādyaiś vā*
*yeṣāñ cāpy adhame kṛpā mayi śubhā pāṭhādibhir vānyathā*
*sarvveṣām aham atra pāda-kamalaṁ vande punar vai punaḥ*

"Those dear Godbrothers and true devotees who by bringing out this Book have given much life to my poor heart, or who have assisted in its refinement, or who may read it, or who have in any other way bestowed or may in the future bestow their auspicious goodwill upon this humble soul—I now offer my humble obeisances unto the lotus feet of them all."

Sri Chaitanya Saraswat Math,
Svargadvar, Puri, India.
Ratha-yātrā Day, 13th July, 1991

A humble servant
of the Lord's devotees,
**Śrī Bhakti Sundar Govinda**

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ।

All Glory to the Divine Master
and the Supreme Lord Śrī Kṛṣṇa Chaitanya

# Translator's Note

I offer my humble obeisances unto the lotus feet of my *Dīkṣā-Guru* Oṁ Viṣṇupād Śrī Śrīla Bhaktivedānta Swāmī Mahārāj, unto the lotus feet of my *Param Śikṣā-Guru* Oṁ Viṣṇupād Śrī Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj, and unto the lotus feet of my *Śikṣā-Guru* Oṁ Viṣṇupād Śrī Śrīla Bhakti Sundar Govinda Mahārāj, Śrīla Śrīdhar Mahārāj's most beloved Intimate Servitor and Disciple, and his personally appointed Guardian-Servitor and President-Āchāryya for Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, Nabadwip, India, with its centres internationally.

By their Grace, and by the Grace of the unalloyed devotees in their line, I was given the service of rendering into English this Holy Book *Śrī Brahma-saṁhitā* from the Bengali translation and elaborate commentary of the Most Venerable Oṁ Viṣṇupāda Śrī Śrīla Sachchidānanda Bhaktivinoda Ṭhākur [1838–1914], the great preacher of Unalloyed Devotion in this most exalted Divine Succession of Śrī Chaitanya Mahāprabhu. The work was first published in 1897, and also edited by our *Param Gurudev* Prabhupāda Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī Ṭhākur. We are eternally indebted to those great Guides and Reformers who made spiritual history by illuminating the world by restating Śrīman Mahāprabhu's Teachings in their pure form in their vast literary contributions, their words and their





deeds. When will that day be mine when this lowly soul can render some service to the dust of their holy lotus feet?

The Divine Teachings of *Śrī Brahma-saṁhitā* can be at times intricate in their English rendering, especially for those who have had little or no previous acquaintance with the subject, so I have tried my utmost to portray the original concepts as simply and concisely as possible, inserting footnotes, etc., at relevant points to assist the readers.

I am ever indebted to all the kind devotees around the world for their valuable assistance and encouragement in consultation, editing and proofing. And I am bound by unceasing gratitude to my dear Godbrother Śrī Ananta Kṛṣṇa Prabhu, Director of Édisvíz Kiadó, Budapest, Hungary, who bore the entire cost of bringing out this most important publication.

Above all, Śrīla Govinda Mahārāj, by his Divine Affection and brilliant example of Divine Service to Śrīla Guru Mahārāj, is our eternal source of strength and inspiration. In offering this effort to the lotus hand of Oṁ Viṣṇupād Śrīla Govinda Mahārāj, I pray that His Divine Grace and the great souls of the *Guru-varga* and the pure devotees of the Lord may be satisfied, thus drawing the Grace of the Supreme Lord Śrī Kṛṣṇa Chaitanya.

Śrī Chaitanya Saraswat Math,
Nabadwip, India.
Appearance of Śrī Śrī Baladev,
25th August, 1991

A humble aspiring servant,
Swami B. A. Sagar

*Offered to the Lotus Hand of*

*Sri Acharyyadev His Divine Grace*

*Srila Bhakti Sundar Govinda*

*Dev-Goswami Maharaj*

*15th May, 1992*

*the Holy Appearance Day of*

*the Supreme Lord Sri Sri Nrsimhadev*

*On the year-long Golden Jubilee Festival of*

*Nabadwip Sri Chaitanya Saraswat Math*

*1991—1992*

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি সুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ
Oṁ Viṣṇupād Śrī Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ
Oṁ Viṣṇupād Śrī Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj

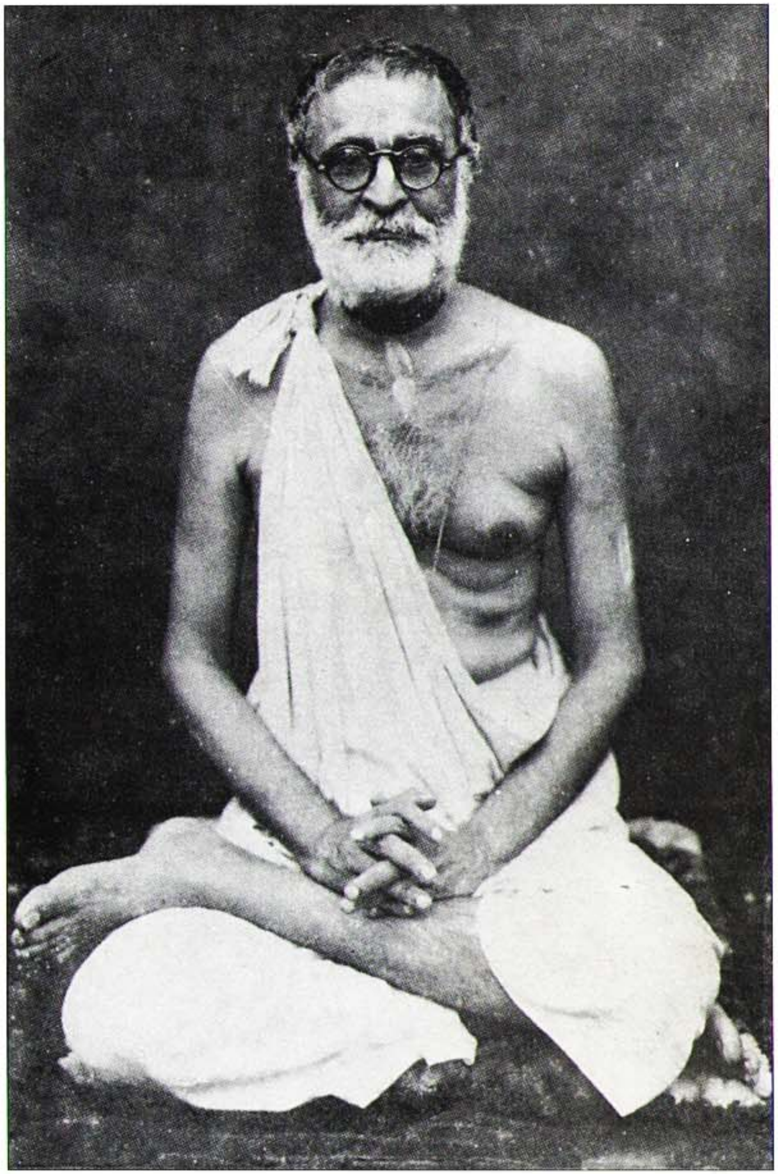

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ
Oṁ Viṣṇupād Śrī Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī Prabhupāda

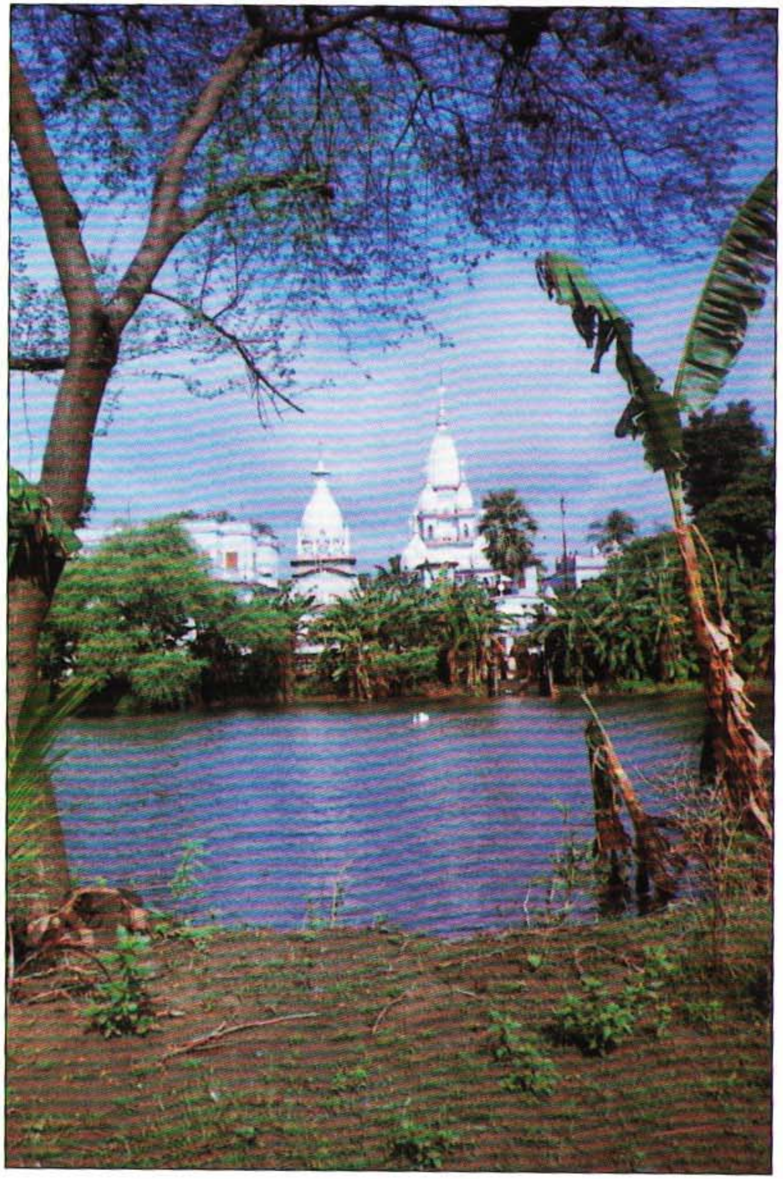

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
Nabadwip Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দরজীউ
Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga-Gāndharvvā-Govindasundarjīu

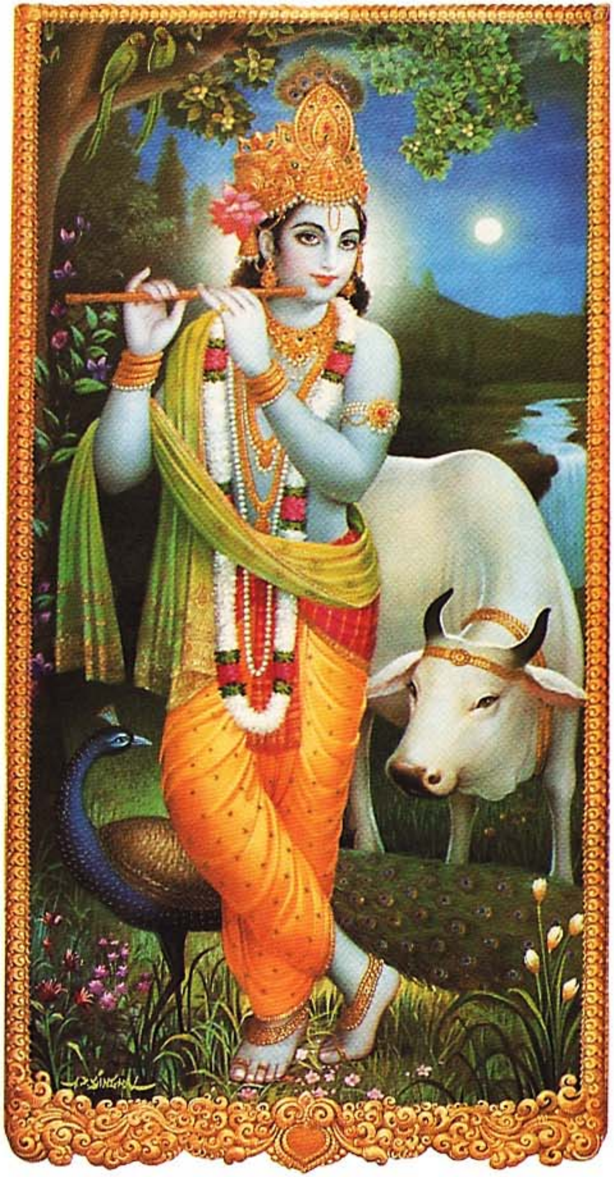

শ্যামসুন্দর কৃষ্ণ　Śyāmasundar Kṛṣṇa

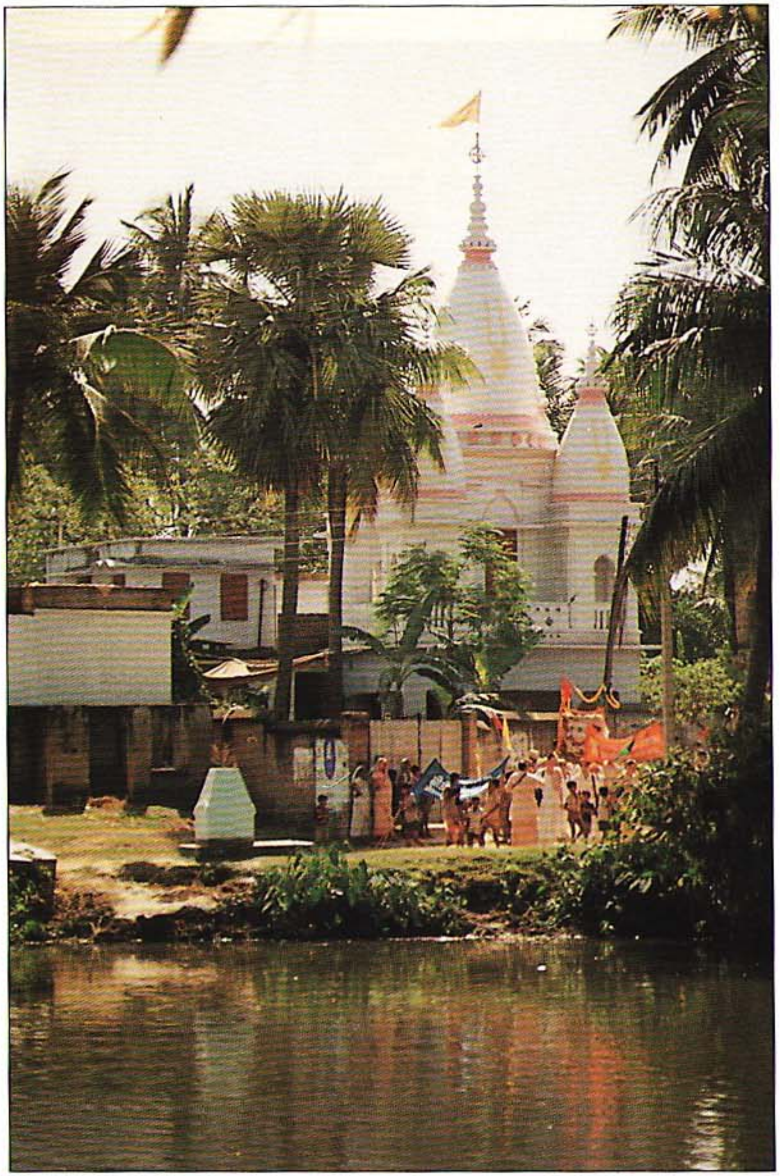

হাপানিয়া শ্রীচৈতন্য-সারস্বত আশ্রম
Hāpāniyā Śrī Chaitanya Sāraswat Āshram

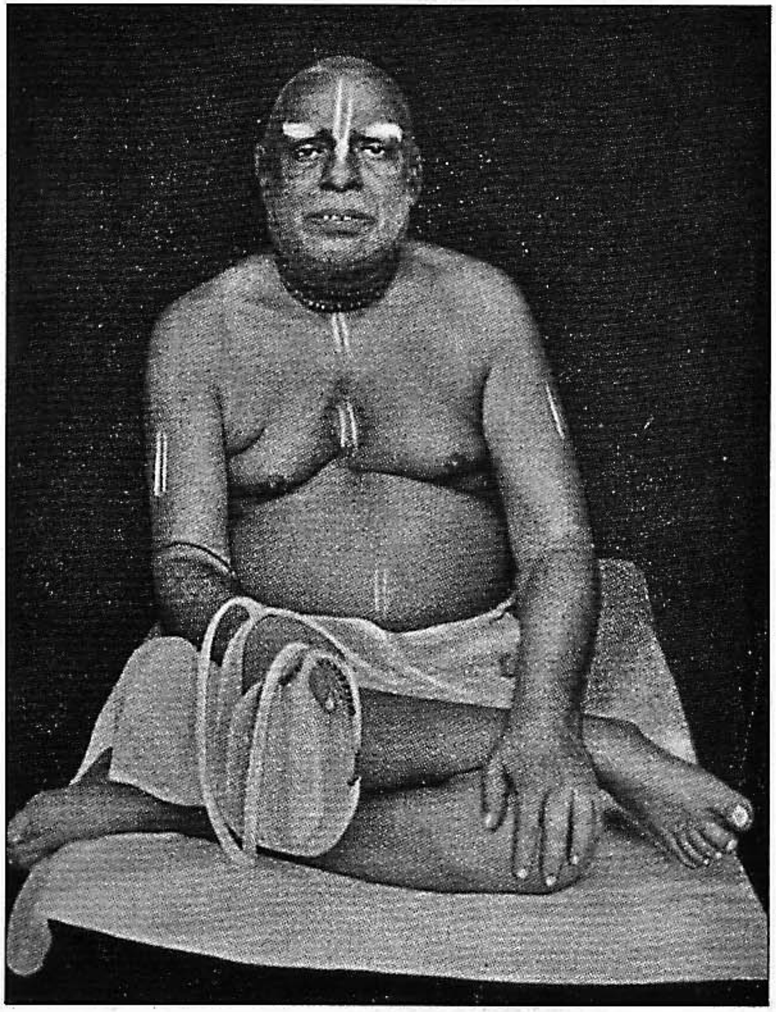

বর্ত্তমান যুগে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তধারার পুনঃ-প্রবর্ত্তক
ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর
The Great Pioneer of Pure Devotion in the present age
Oṁ Viṣṇupād Śrī Śrīla Sachchidānanda Bhaktivinoda Ṭhākur

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
All Glory to Śrī Śrī Guru and Gaurāṅga

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত

# শ্রীশ্রীব্রহ্মসংহিতা-প্রকাশিনী-

বিবৃতি ও অনুবাদ
[মুখবন্ধ]

# *Śrī Śrī Brahma-saṁhitā Prakāśinī*
# Illumination

**Oṁ Viṣṇupād Śrīla Sachchidānanda Bhaktivinoda Ṭhākur**
*[His preface to his Bengali translation and commentary]*

---

প্রচুর-সিদ্ধান্ত-রত্ন সংগ্রহে বিশেষ যত্ন,
করি' ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণে স্তবিল।
এই গ্রন্থে সেই স্তব, মানবের সুবৈভব,
পঞ্চম অধ্যায়ে নিবেশিল ॥
শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপাসিন্ধু, কলি-জীবের এক বন্ধু,
দাক্ষিণাত্য ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
এ 'ব্রহ্মসংহিতা'-ধন, করিলেন উদ্ধরণ,
গৌড়-জীবে উদ্ধার করিতে ॥

---

Lord Brahmā meticulously collected (compiled) this Gem, *Śrī Brahma-saṁhitā,* which is a vast mine of Perfect Conclusions or *siddhānta*; thus did Brahmā sing the unending Glories of Śrī Kṛṣṇa. These Holy Prayers are entered into the fifth chapter of the Book. They are the Supreme Wealth of humanity. On His travels throughout South India, Śrī Gaurāṅga, the ocean of Grace and supreme

নানা-শাস্ত্র বিচারিয়া,    তার টীকা বিরচিয়া,<br>
শ্রীজীবগোস্বামী মহোদয় ।<br>
শ্রীগৌড়ীয়-ভক্তগণে,    মহা-কৃপাপূর্ণ মনে,<br>
এ গ্রন্থ অর্পিলা সদাশয় ॥<br>
সেই ব্যাখ্যা-অনুসারে,    আর কিছু বলিবারে,<br>
প্রভু মোর বিপিনবিহারী ।<br>
আজ্ঞা দিলা অকিঞ্চনে,    এ দাস হর্ষিত মনে,<br>
বলিয়াছে কথা দুই চারি ॥<br>
প্রাকৃতাপ্রাকৃত ভেদি'*    শুদ্ধবুদ্ধি-সহ যদি,<br>
ভক্তগণ করেন বিচার ।

---

*ভক্তি-বলে যাঁহাদের 'প্রাকৃত' ও 'অপ্রাকৃত' ভেদ করিবার শক্তি জন্মিয়াছে, তাঁহারাই মাত্র এই 'প্রকাশিনী' গৌড়ীয়-ভাষা-বিবৃতির অধিকারী ।

---

friend of the souls blinded in the darkness of this age of Kali, retrieved this Divine Treasure of *Brahma-saṁhitā* just to deliver the souls surrendered unto Him. The Sanskrit commentary of this work flowed from the pen of Śrī Jīva Goswāmī Prabhu, who is acclaimed by the pious intelligentsia as the greatest philosopher the world has ever known. His commentary was evolved through deep study of the monumental archives of the established Vedic Scriptures. In his benevolence, the venerable Śrī Jīva gave this gift to the *Gauḍīya Vaiṣṇavas*.

Once my Divine Master, Śrī Bipin Bihārī Prabhu, instructed me to write, expanding on that commentary of Śrī Jīva Goswāmī Prabhu. So it is with a joyful heart that this humble servitor has presented a few words herein. If the devotees reflect on these writings with the pure theistic



কৃতার্থ হইবে দাস,    পূরিবে মনের আশ,<br>
শুদ্ধভক্তি হইবে প্রচার ॥<br>
ভক্তজন-প্রাণধন,    রূপ, জীব, সনাতন,<br>
তব কৃপা সমুদ্র-সমান ।<br>
টীকার আশয় গূঢ়,    যাতে বুঝি আমি মূঢ়,<br>
সেই শক্তি করহ বিধান ॥<br>
শ্রীজীব-বচনচয়,    পুষ্পকলি শোভাময়,<br>
প্রস্ফুটিত করিয়া যতনে ।<br>
গুরু-কৃষ্ণে প্রণমিয়া,    শুদ্ধভক্ত-করে দিয়া,<br>
ধন্য হই,—এই ইচ্ছা মনে ॥

---

intellect of distinguishing mundanity from transcendence,* the heart's desire of this servitor will be fulfilled, because Pure Devotion will be preached in the world.

O Śrī Rūpa, Śrī Jīva, Śrī Sanātana—thy Grace is like an ocean; you are life and soul for the devotees. The purport of the commentary is deep and unfathomable like the ocean, at the edge of which I stand benumbed. You must graciously ordain that the Divine Potency enter my words.

Bringing to bloom with great care the beautiful flower-buds which are the words of Śrī Jīva, and offering my prostrate obeisances unto the Divine Master and the Supreme Lord Śrī Kṛṣṇachandra, I shall know myself to be blessed when I can offer these flowers to the hand of the pure devotee. Such is my heart's aspiration.

---

*Those who, by the potency of *Bhakti*, have attained the strength to differentiate between the transcendent and the mundane are alone qualified to enter into the mysteries of this *Prakāśinī Gauḍīya* Commentary.

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गौ जयतः
All Glory to Śrī Śrī Guru and Gaurāṅga

# श्रीश्रीब्रह्मसंहिता
# *Śrī Śrī Brahma-saṁhitā*

# Quintessence of Reality the Beautiful

### Verse 1

ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः ।
अनादिरादिर्गोविन्दः सर्व्वकारणकारणम् ॥ १ ॥

---

*īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ saccidānanda-vigrahaḥ*
*anādir ādir govindaḥ sarvva-kāraṇa-kāraṇam [1]*

---

### ব্রহ্মসংহিতা-প্রকাশিনী

**অনুবাদ** । সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ গোবিন্দ কৃষ্ণই পরমেশ্বর । তিনি—অনাদি, সকলেরই আদি এবং সকল কারণের কারণ ॥১॥

**তাৎপর্য্য** । স্বীয় নিত্যনাম, নিত্যরূপ, নিত্যগুণ ও নিত্যলীলাবিশিষ্ট এক শ্রীকৃষ্ণই সর্ব্বোপরি বিরাজমান পরমতত্ত্ব । 'কৃষ্ণ'-নামটিই তাঁহার প্রেমাকর্ষণ-

---

### Illumination

**Translation:** The Supreme Lord, the Embodiment of Truth, Consciousness and Joy, is Govinda Kṛṣṇa. He is beginningless, the Origin of all that be, and the Cause of all causes. [1]

**Purport:** With His Personal Eternal Name, Eternal Form,

লক্ষণ পরমসত্তা-বাচক নিত্য নাম। সচ্চিদানন্দঘন দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর মুরলীধর বিগ্রহই তাঁহার স্বীয় নিত্য রূপ। স্বীয় অচিন্ত্য-চিচ্ছক্তি-বলে বিভুত্ব-সত্ত্বেও মধ্যমাকারে সমস্ত (বস্তুর) আকর্ষক চমৎকারী চিন্ময়গুণ-করণাদি-বিশিষ্ট পরম-পুরুষত্ব সেই নিত্যরূপে সর্ব্ব-সামঞ্জস্যের সহিতই বিলক্ষিত। সৎ, চিৎ ও আনন্দ ঘনীভূত হইয়া তাঁহাতেই শোভমান। সেই স্বরূপের জগৎপ্রকাশ-গত অংশই 'পরমাত্মা', 'ঈশ্বর' বা বিষ্ণু। সুতরাং কৃষ্ণই একমাত্র পরমেশ্বর।

---

Eternal Qualities and Eternal Pastimes, Kṛṣṇa alone shines resplendent above all other entities as the Supreme. The Name 'Kṛṣṇa' is His Eternal Name that proclaims Him to be the Supreme Existence by His characteristic of attracting the Love of all beings. His Form of concentrated Truth *(sat),* Consciousness *(cit)* and Joy *(ānanda),* of two-armed humanlike feature and charming heavenly dark blue (Śyāmasundar) hue, holding the flute (Muralīdhar), is His Personal Eternal Character.

By the Power of His own inconceivable Potency, despite His Almighty Majestic Nature, in His charming medium-sized Form He attracts all that be; in that Eternal Form, His Nature as the Autocrat possessing miraculous Transcendental Qualities, Senses, etc., is unique with all-embracing harmony. Truth, Immortal Consciousness and Divine Ecstasy have their full glory in Him, with absolute concentrated intensity.

*Paramātman* the Omnipresent Supersoul, the Almighty God or *Īśvara*—Viṣṇu the Preserver—is but the Portion of His Intrinsic Self, manifest within the mundane world. Therefore Kṛṣṇa is the one and only Supreme Godhead or





অনন্ত চিন্ময় করণ ও গুণগণ পৃথক্ পৃথক্ হইয়াও তাঁহার অবিচিন্ত্যশক্তিক্রমে যথাযথ বিন্যস্ত হইয়া এক পরম-শোভাময় অদ্বিতীয় চিদ্বিগ্রহরূপে নিত্য উদিত। সেই শ্রীবিগ্রহই কৃষ্ণের আত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণের আত্মাই সেই বিগ্রহ। ঘনীভূত-সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বই শ্রীবিগ্রহ। সুতরাং শিথিল-সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বরূপ নির্ব্বিশেষ নিরাকার ব্রহ্ম—সেই ঘনীভূত-তত্ত্বেরই—অঙ্গপ্রভা-মাত্র। সচ্চিদানন্দ-ঘনীভূত কৃষ্ণবিগ্রহই স্বয়ংরূপে অনাদি এবং ব্রহ্ম ও পরমাত্মার আদি। লীলা-লক্ষণ-লক্ষিত গোপতি, গোপপতি, গোপীপতি, গোকুলপতি ও গোলোকপতি শ্রী-সেবিত সেই কৃষ্ণই গোবিন্দ। তিনিই পুরুষ-প্রকৃতিরূপ সর্ব্বকারণের কারণ।

---

*Parameśvara (īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ).* Although His Infinite Transcendental Senses and Qualities are all clearly distinct from one another, by His inconceivable Potency they are perfectly situated, eternally appearing in the one absolutely charming, unrivalled Transcendental Form. That Divine Form is the Self of Kṛṣṇa, and the Self of Kṛṣṇa is that Divine Form. His Divine Form is the Entity of Absolute Concentrated Intensity of Being, Cognizance and Ecstasy; and so the attributeless, formless Spirit or *Brahman,* the unconcentrated principle of being, cognizance and bliss, is merely the Bodily effulgence of that Entity of Absolute Concentrated Intensity.

The Divine Intrinsic Form of Kṛṣṇa is in itself without origin, and it is the Origin of *Brahman* and *Paramātman.* That Selfsame Kṛṣṇa, who is served by Śrī, the Original Goddess of Fortune, is Govinda—who may be viewed according to His Pastimes as *Gopati,* the Lord of the cows; *Gopapati,* the Lord of the cowherds; *Gopīpati,* the Lord of the cowherd damsels; *Gokulapati,* the Lord of the Divine

তদংশ পরমাত্মপুরুষাবতারের ঈক্ষণদ্বারা প্রেরিত হইয়া তাঁহার অপরা প্রকৃতি জড়জগৎ প্রসব করেন। সেই পরমাত্মার তটস্থশক্তি-প্রকটিত কিরণসমূহই অনন্ত জীব। এই গ্রন্থ—সেই কৃষ্ণের প্রতিপাদক, সুতরাং তন্নামোচ্চারণই এই গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ ॥১॥

---

Village on Earth where cows flourish; and *Golokapati,* the Lord of the Divine Abode of cows. As both Predominator and Predominated, He is the Cause of all causes: incited by the glance of His Fractional Predominative Descent *(Puruṣāvatara)* Form of *Paramātman,* His predominated inferior potency creates the material world. The unlimited individual souls or *jīvas* are the manifest marginal potency rays of effulgence emanating from that *Paramātman.*

This Holy Book establishes the supremacy of Lord Kṛṣṇa, and thus the auspicious invocation to the Book is accomplished by chanting His Name. [1]



सहस्रपत्र-कमलं गोकुलाख्यं महत्पदम्।
तत्कर्णिकार-तद्धाम तदनन्तांशसम्भवम्॥ २ ॥

---

*sahasra-patra-kamalaṁ gokulākhyaṁ mahat-padam*
*tat-karṇikāra-tad-dhāma tad-anantāṁśa-sambhavam [2]*

---

**অনুবাদ**। (চিদ্বিলাসময় শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-পীঠরূপ অপ্রাকৃত গোকুলধাম বর্ণিত হইতেছেন।) সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃষ্ণধামই গোকুল; তাহা—অনন্তের অংশদ্বারা নিত্যপ্রকটিত। সেই গোকুল—চিন্ময় সহস্রপত্রবিশিষ্ট কমলবিশেষ; তন্মধ্যে কর্ণিকারই শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় আবাসস্থান ॥২॥

**তাৎপর্য্য**। গোলোকরূপ গোকুল সৃজ্য বা প্রাকৃত নয়। আনন্ত্য-ধর্ম্মই কৃষ্ণের শৈষী শক্তি, এবং কৃষ্ণের বিলাস-ভাবময় বলদেবই সেই শক্তির আধার। বলদেবস্বরূপের আনন্ত্যভাব—দ্বিবিধ, অর্থাৎ চিদানন্ত্য ও জড়ানন্ত্য। এক-পাদরূপ জড়ানন্ত্য-বিভূতি স্থানবিশেষে বিচারিত হইবে। চিদানন্ত্যই ভগবানের

---

**Translation:** (In this verse, the Transcendental Abode [*Dhāma*] of Gokula, the Seat of the Pastimes of Divinely playful Śrī Kṛṣṇa is being described.) The Superexcellent Abode of Kṛṣṇa is Gokula; it is eternally manifest through a Portion of the Infinite (Ananta). This Abode takes the shape of a unique Divine Lotus Flower possessing thousands of petals, the core of which is Kṛṣṇa's own home. [2]

**Purport:** Gokula, which is identical with Goloka, is not created or mundane. Kṛṣṇa's Infinite Potency is ever-expanding, and Kṛṣṇa's Divine Alter Ego, Baladeva, is the reservoir of that Potency. The Infinite Aspect of the Transcendental Entity of Baladeva is twofold, encompassing both Transcendence and mundanity. One quadrant of the Lord's majesty is mundane infinity *(ekapāda-vibhūti),* and that will

অশোক, অমৃত ও অভয়রূপ ত্রিপাদ-বিভূতি এবং জ্যোতির্ম্ময়, অর্থাৎ চিন্ময়ী বিভূতি। সেই বিভূতিই স্বরূপ-মহৈশ্বর্য্যভাব-প্রকটরূপ মহাবৈকুণ্ঠ বা পরব্যোম-ধাম,—যাহা জড়া প্রকৃতির অগোচরে বিরজার পারভূমিতে নিত্য ব্রহ্মজ্যোতিঃ-পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজমান। তদূর্দ্ধদেশে সেই চিদানন্ত্য-বিভূতিই পরম-মাধুর্য্যময় গোকুল বা গোলোকধামরূপ জ্যোতির্বিভাগক্রমে অত্যন্ত-রমণীয়ভাবে নিত্য প্রকটিত। ইঁহাকেই কেহ কেহ মহানারায়ণ বা মূলনারায়ণ-ধাম বলেন। সুতরাং গোলোকরূপ গোকুলই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাম। সেই একধামই ঊর্দ্ধাধো-বিরাজমানতা-ভেদে গোলোক ও গোকুলরূপে দেদীপ্যমান। সর্ব্বশাস্ত্র-মীমাংসা-

---

be discussed in the appropriate place. The Transcendent Infinity is the Lord's triquadrantal Majesty *(tripāda-vibhūti),* or the place of no lamentation, death or apprehension; and that Domain is by nature effulgent in the sense that it is the Transcendental Kingdom. That Kingdom is the manifest Majesty of the Almighty, the Great Vaikuṇṭha or the Unlimited Transcendental Spiritual World, *Paravyoma.*

Beyond the purview of material nature, on the far shore of the River of Passivity, Virajā, that Domain presides in all its Glory, eternally surrounded by the spiritual effulgence of *Brahman.* The upper region of that Infinite Divine Majesty is the Abode of absolute sweetness and charm—Gokula or Goloka, which is the Ultimate Portion of the splendour of the Spiritual World eternally manifest in its beauty to the extreme. This is referred to by some authorities as the Abode of Mahā-Nārāyaṇa, the Great Nārāyaṇa, or Mūla-Nārāyaṇa, the Original Nārāyaṇa. Thus Gokula, identical with Goloka, is the Superexcellent Abode. That one Holy Abode is resplendent as Goloka and Gokula





রূপ শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে শ্রীমৎ সনাতন-গোস্বামী বলিয়াছেন, —"যথা ক্রীড়তি তদ্ভূমৌ গোলোকেঽপি তথৈব সঃ। অধঊর্দ্ধতয়া ভেদোঽনয়োঃ কল্পতে কেবলম্ ।।" অর্থাৎ প্রপঞ্চস্থিত গোকুলে কৃষ্ণ যেরূপ ক্রীড়া করেন, গোলোকেও সেইরূপ। গোলোক ও গোকুলে কিছু ভেদ নাই, কেবল এইমাত্র যে, সর্ব্বোর্দ্ধে যাহা গোলোকরূপে বর্ত্তমান, তাহাই প্রপঞ্চে গোকুলরূপে কৃষ্ণলীলা-স্থান। ষট্সন্দর্ভের নির্ঘণ্টেও শ্রীজীব-গোস্বামী লিখিয়াছেন,—"গোলোকনিরূপণং; বৃন্দাবনাদীনাং নিত্যকৃষ্ণধামত্বং; গোলোক-বৃন্দাবনয়োরেকত্বঞ্চ।" গোলোক ও গোকুল অভিন্ন হইয়াও কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিবলে গোলোক—চিজ্জগতের

---

according to their different locations, upper and lower respectively.

Śrīmat Sanātana Goswāmī has stated in his *Śrī Bṛhad-Bhāgavatāmṛtam,* which embodies the essence of all Holy Scriptures: यथा क्रीडति तद्भूमौ गोलोकेऽपि तथैव सः। अधऊर्द्धतया भेदोऽनयोः कल्पते केवलम् ॥ *yathā krīḍati tad bhūmau goloke 'pi tathaiva saḥ adha-ūrddhvatayā bhedo 'nayoḥ kalpate kevalam.* The meaning is that in Gokula, which is manifest in this material world, Kṛṣṇa sports in His Divine Pastimes in exactly the same way as He does in Goloka. There is no difference between Goloka and Gokula except that Goloka is situated at the topmost region of the Spiritual Plane, and that self-same place of Kṛṣṇa's Pastimes is manifest as Gokula in this world.

Śrī Jīva Goswāmī has also elucidated in his *Ṣaṭ-sandarbha,* गोलोकनिरूपणं; वृन्दावनादीनां नित्यकृष्णधामत्वं; गोलोकवृन्दावनयोरैकत्वञ्च। *goloka-nirūpaṇaṁ; vṛndāvanādīnāṁ nitya-kṛṣṇa-dhāma-tvaṁ; goloka-vṛndāvanayor ekatvañ ca:* Although Goloka and Gokula are identical, by dint of Kṛṣṇa's inconceivable

সর্ব্বোচ্চ ভূমিস্বরূপ, এবং মথুরামণ্ডলস্থ গোকুল—জড়মায়াপ্রসূত একপাদ-বিভূতিরূপ প্রাপঞ্চিক-জগতে বিদ্যমান। চিদ্ধাম কিরূপে ত্রিপাদবিভূতিময় হইয়াও নিকৃষ্ট একপাদবিভূতিরূপ জড়জগতে অবস্থিতি লাভ করেন, তাহা—জীবের ক্ষুদ্র চিন্তা ও বুদ্ধির অতীত এবং কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাব-পরিচায়ক। গোকুল—চিন্ময়ধাম; সুতরাং তিনি প্রপঞ্চোদিত হইয়াও কোন প্রকারেই জড়দেশকালাদিদ্বারা কুণ্ঠিত হন না, পরম-বৈকুণ্ঠতত্ত্বরূপে অবিকুণ্ঠাবস্থায় বিরাজমান। কিন্তু প্রপঞ্চ-বদ্ধ জীবগণের জড়ধর্ম্মাবেশ-নিবন্ধন গোকুলসম্বন্ধেও জড়ীয়-ভাব তাহাদের মায়িক ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির গোচরীভূত হইয়া পড়ে। মেঘ যেরূপ দ্রষ্টার চক্ষুকে আচ্ছাদন করে, সূর্য্যকে আচ্ছাদন

---

Potency Goloka is the topmost plane of the Transcendental World while Gokula, situated in Mathurā-maṇḍala or Mathurā province, is revealed within the insignificant quadrant of the Lord's majesty that issues forth from His deluding Māyā potency as the mundane world. It lies beyond the faculty of the *jīva's* puny intellect to conceive how the Divine Abode, despite being the vast triquadrantal Majesty of God, comes to be accommodated in the nether-regions of the quadrant of the mundane majesty; and it is demonstrative of the greatness of Kṛṣṇa's inconceivable Potency.

The Entity of Gokula is the Divine Abode, immeasurable and unlimited in any way by material time, space or circumstances despite being manifest in the material world; Gokula remains self-effulgent, ever unrestricted as Supreme Unlimited Reality *(Parama-Vaikuṇṭha-tattva)*. Yet the conditioned souls, due to their absorption in materialism, cannot resist dragging even Gokula to the level of their mundane senses and intellect. Through their individual

[purport, verse 2



করে না, তথাপি মেঘাচ্ছাদিত জড়-চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি সূর্য্যকেই মেঘাচ্ছাদিত মনে করে, সেইরূপ বদ্ধজীবগণ নিজ নিজ মায়িক-দোষাচ্ছাদিত ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির দ্বারা গোকুল-সম্বন্ধেও মায়িকতা প্রত্যয় করে। বহুভাগ্যক্রমে যাঁহার মায়িক-ধর্ম্মসম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়াছে, তিনিই গোকুলে গোলোক ও গোলোকে গোকুল দর্শন করেন। অতন্নিরসনরূপ আত্মারামতা-জনক জ্ঞান কখনও শিথিল-সচ্চিদানন্দ-'চিন্মাত্র-ব্রহ্মে'র উপরিচর বৈকুণ্ঠতত্ত্ব দেখিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং জ্ঞান-চেষ্টাদ্বারা গোলোক বা গোকুল-দর্শনের সম্ভাবনা নাই; কেননা, জ্ঞানচর্চ্চাকারিগণ স্বীয় সূক্ষ্ম-দৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়াই তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন, পরন্তু অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন কৃষ্ণের কৃপার অনুসন্ধান করেন না। গোলোক-বৃন্দাবন-প্রাপ্তি-বিষয়ে আধ্যাত্মিক জ্ঞান-চেষ্টা নিরর্থক। কর্ম্মাঙ্গরূপ

---

defective senses and intelligence they see even the Divine Abode of Gokula in a mundane way, just as the shortsighted observer considers that the sun is covered by a cloud when in fact it is only his eyes that are covered.

Only one who by great fortune has had his relationship with mundanity completely dissipated can see Goloka in Gokula and Gokula in Goloka. The enlightenment *(jñāna)* attained from the bliss-consciousness of the soul, through its own assiduous discernment of non-reality from reality, has never been known to catch a glimpse of the area of Vaikuṇṭha. That realm is situated above the unconcentrated truth, consciousness and bliss of the elementary *Brahman* or nondifferentiative Absolute; thus, there is no chance of having a divine vision of Goloka or Gokula by such *jñāna* or self-exertive attempts at enlightenment. This is so because the cultivators of *jñāna,* the liberationists, search for the reality while wholly depending upon their own

যোগ-চেষ্টাও তদ্রূপ কৃপা-যোগ্য হয় না; কাজে কাজেই ‘কৈবল্য’ ভেদ করিয়া তদুপরিচর চিদ্বিলাসের অনুসন্ধান করিতে পারে না । যাঁহারা শুদ্ধ-ভক্তি অবলম্বন করেন, তাঁহারাই অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন কৃষ্ণের কৃপা লাভ করেন । কৃষ্ণকৃপাক্রমেই মায়িক-ধর্ম্ম-সম্বন্ধ দূরীভূত হয় এবং গোকুল-দর্শনের ভাগ্যোদয় হয় । তন্মধ্যে **ভক্তিসিদ্ধি দুইপ্রকার** অর্থাৎ **স্বরূপসিদ্ধি ও বস্তুসিদ্ধি; স্বরূপসিদ্ধির সময়ে গোকুলে গোলোকদর্শন, এবং বস্তুসিদ্ধির সময়ে গোলোকে গোকুল-দর্শন হয়,—এই এক রহস্য** । প্রেমলাভই স্বরূপসিদ্ধি; পরে কৃষ্ণের

---

finer perceptions, but they ignore the quest for the Grace of Kṛṣṇa, who is full of inconceivable Potencies. Hence the liberationists' attempt for monistic self-realization is futile in the matter of reaching Goloka-Vṛndāvana.

As a limb of the exploitational or *karmma* attempt, the meditational or *yoga* attempt is similarly impotent in drawing the Lord's Grace; therefore it cannot have any success in the quest for the Plane of Transcendental Dynamism beyond the 'oneness' of *Brahman.* Only those who adopt Pure Devotion or *Śuddha-Bhakti* can attain the Grace of Kṛṣṇa, the Lord of inconceivable Potencies; and only by Kṛṣṇa's Grace is one's relativity with the mundane illusory nature dispelled and the fortune of seeing Gokula born.

In this regard there are two basic types of perfection in Devotion or *Bhakti-siddhis,* namely, perfection of one's intrinsic divine self during his sojourn in this world or *svarūpa-siddhi,* and perfection upon departure from the mortal world or *vastu-siddhi. In svarūpa-siddhi, Goloka is seen in Gokula, and in vastu-siddhi Gokula is seen in Goloka—this is a profound mystery.*



ইচ্ছাক্রমে বদ্ধজীবের স্থূল ও লিঙ্গ, উভয়বিধ মায়িক আবরণ দূর হইলে বস্তুসিদ্ধি ঘটে । যাহা হউক, ভক্তিসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত চিন্তারূঢ় গোলোক হইতে গোকুলকে পৃথগ্‌রূপে দেখা যায় । অনন্তবৈচিত্র্য-রূপ সহস্র-সহস্র-পত্র-বিশিষ্ট চিদ্বিশেষের পীঠস্বরূপ গোকুলই কৃষ্ণের নিত্যধাম ।।২।।

---

With the attainment of *Prema* or Divine Love, *svarūpa-siddhi* is attained; after that, *vastu-siddhi* occurs when both the gross and subtle illusory coverings of the conditioned soul are removed by Kṛṣṇa's sweet will. In any case, until one attains perfection in Devotion or *Bhakti-siddhi,* he will see Gokula as separate from his conception of Goloka.

With myriads of petals, the unique Transcendental Seat of unending marvels is Gokula, the Eternal Divine Abode of Kṛṣṇa. [2]

कर्णिकारं महद्यन्त्रं षट्कोणं वज्रकीलकम्।
षडङ्ग-षट्पदी-स्थानं प्रकृत्या पुरुषेण च ॥
प्रेमानन्द-महानन्द-रसेनावस्थितं हि यत्।
ज्योतीरूपेण मनुना कामबीजेन सङ्गतम्॥ ३ ॥

---

*karṇikāraṁ mahad-yantraṁ ṣaṭ-koṇaṁ vajra-kīlakam*
*ṣaḍaṅga-ṣaṭpadī-sthānaṁ prakṛtyā puruṣeṇa ca*
*premānanda-mahānanda-rasenāvasthitaṁ hi yat*
*jyotīrūpeṇa manunā kāma-bījena saṅgatam [3]*

---

**অনুবাদ**। সেই চিন্ময় কমলের মধ্যভাগই কর্ণিকার অর্থাৎ কৃষ্ণের আবাস-স্থান। তাহা—প্রকৃতি-পুরুষাধিষ্ঠিত ও ষট্কোণময় যন্ত্রবিশেষ। হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল চিন্ময়শক্তিমৎ কৃষ্ণতত্ত্ব—কীলকরূপে মধ্যে সংস্থিত। অষ্টাদশাক্ষরময় মহামন্ত্র—ছয়-অঙ্গে ছয়-ভাগে স্থিত হইয়া ষড়ঙ্গ-ষট্পদী-স্থানরূপে ব্যক্ত ॥৩॥

**তাৎপর্য্য**। কৃষ্ণলীলা—প্রকট ও অপ্রকট-ভেদে দ্বিবিধ। সাধারণ-মানবের নয়নগোচর যে বৃন্দাবনলীলা, তাহাই প্রকট-কৃষ্ণলীলা, এবং যাহা চর্ম্মচক্ষে

---

**Translation:** The centre of the Divine Lotus is the core—Kṛṣṇa's Residence. It is presided over by the Predominated and Predominating Moiety. It is mapped as a hexagonal Mystic Symbol. Like a diamond, the Effulgent Supreme Entity of Kṛṣṇa, the Fountainhead of all Divine Potencies, presides as the Central Pivot. The Great *Mantra* of eighteen syllables, which is formed of six integral parts, is manifest as a hexagonal Place with sixfold divisions. [3]

**Purport:** Kṛṣṇa's *Līlā* or Pastimes are of two basic types, either manifest or unmanifest. The Pastimes of Vṛndāvana that may be revealed to the vision of humans is manifest *Kṛṣṇa-līlā,* whereas that which remains invisible to the eye



লক্ষিত হয় না, সেই কৃষ্ণলীলাই অপ্রকট। গোলোকে অপ্রকট-লীলা সর্ব্বদা প্রকট, এবং গোকুলে অপ্রকটলীলা কৃষ্ণের ইচ্ছা হইলে প্রাপঞ্চিক-চক্ষে প্রকট হন। কৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীজীব বলিয়াছেন,—"অপ্রকট-লীলাতঃ প্রসূতিঃ প্রকট-লীলায়ামভিব্যক্তিঃ।" অর্থাৎ অপ্রকট-লীলার অভিব্যক্তিই প্রকটলীলা। কৃষ্ণ-সন্দর্ভে আরও বলিয়াছেন,—"শ্রীবৃন্দাবনস্য প্রকাশবিশেষো গোলোকত্বম্; তত্র প্রাপঞ্চিকলোকপ্রকটলীলাবকাশত্বেনাবভাসমানং প্রকাশো গোলোক ইতি সমর্থনীয়ম্।" অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক লোকে প্রকট-লীলা হইতে যে অবকাশ, তাহাতে যে লীলার অপ্রকটভাবে অবভাস হয়, তাহাই 'গোলোক'-লীলা; সুতরাং শ্রীরূপের ভাগবতামৃতবচনই এই কথার সমাধান,—"যত্তু গোলোক-নাম

---

is unmanifest *Kṛṣṇa-līlā.* In Goloka, the unmanifest *Līlā* is ever manifest, and in Gokula the manifest *Līlā* is manifest to the worldly eye when Kṛṣṇa wills it.

Śrīla Jīva Goswāmī has stated in his *Kṛṣṇa-sandarbha,* अप्रकटलीलातः प्रसूतिः प्रकटलीलायामभिव्यक्तिः। *aprakaṭa-līlātaḥ prasūtiḥ prakaṭa-līlāyām abhivyaktiḥ:* "Manifest *Līlā* is the revelation of unmanifest *Līlā.*" It is also further said in *Kṛṣṇa-sandarbha,* श्रीवृन्दावनस्य प्रकाशविशेषो गोलोकत्वम्; तत्र प्रापञ्चिकलोकप्रकटलीलावकाशत्वेनावभासमानं प्रकाशो गोलोक इति समर्थनीयम्। *śrī-vṛndāvanasya prakāśa-viśeṣo golokatvam; tatra prāpañcika-loka-prakaṭa-līlāvakāśatvenāvabhāsamānaṁ prakāśo goloka iti samarthanīyam.* The meaning is that any 'interval' which is found in Kṛṣṇa's manifest *Līlā* in the illusory world is filled by those Pastimes that have their subtle presence in the background in an unmanifest way; they are the Pastimes of Goloka or *Goloka-līlā.*

So all these points are harmonized by Śrīla Rūpa Goswāmī in his *Laghu-Bhāgavatāmṛtam:* यत्तु गोलोकनाम

স্যাত্তচ্চ গোকুলবৈভবম্; তাদাত্ম্যবৈভবত্বঞ্চ তস্য তন্মহিমোন্নতেঃ ।।" অর্থাৎ গোকুলের তাদাত্ম্যবৈভবই তাহার মহিমার উন্নতি । অতএব গোলোক—গোকুলের বৈভব-মাত্র । শ্রীকৃষ্ণের অখিল-লীলা গোকুলে অপ্রকট হইলেও গোলোকধামে নিত্য-প্রকট । সেই গোকুলের বৈভবরূপ গোলোকে বদ্ধজীব-সম্বন্ধে অপ্রকট-লীলার যে প্রকটতা, তাহাই আবার দুইপ্রকার, অর্থাৎ মন্ত্রো-পাসনাময়ী এবং স্বারসিকী । শ্রীজীব বলিয়াছেন যে, তত্তদেকতর স্থানাদি —নিয়ত স্থিতিক ও তত্তন্মন্ত্রধ্যানময় । একটিমাত্র লীলার উপযুক্ত-স্থানেই নিয়ত-স্থিতিভাবে মন্ত্রধ্যান হইয়া থাকে, সেই ধ্যানগত গোলোক-প্রকাশই মন্ত্রো-

---

स्यात्तच्च गोकुलवैभवम् ; तादात्म्यवैभवत्वञ्च तस्य तन्महिमोन्नतेः ॥ *yat tu goloka-nāma syāt tac ca gokula-vaibhavam; tādātmya-vaibhavatvañ ca tasya tan mahimonnateḥ*—Goloka is the Transcendental manifestation of the higher Transcendental Glories of Gokula. So Goloka is simply the selfsame manifestation of the majesty of Gokula.

Although each and every Pastime of Kṛṣṇa is not manifest in Gokula, all His Pastimes are eternally manifest in Goloka. The revelation to the conditioned souls of the unmanifest *Līlā* of Goloka—Goloka being the selfsame majestic manifestation of Gokula—is of two types, namely through worship by *Mantra (Mantropāsanāmayī)* and by pure spontaneity *(Svārasikī)*. Śrī Jīva Goswāmī has explained in his writings that any one of the various locations and associated circumstances of the Divine Pastimes have their constant localized existence, and so may be meditated upon by the appropriate *Mantra*. The meditational revelation of Goloka that arises from the constant localized *Mantra* meditation upon a location corresponding





পাসনাময়ী লীলা । আবার নানাক্রীড়া-বিহারে নানা-স্থানব্যাপিনী যে লীলা, তাহা—বিবিধ স্বেচ্ছাময়ী, অতএব স্বারসিকী । এই শ্লোকে দুই প্রকারই অর্থ আছে । এক অর্থ এই যে,—অষ্টাদশাক্ষরময়ী লীলায় মন্ত্রগত পদ স্থানে স্থানে ন্যস্ত হইয়া কৃষ্ণের একটিমাত্র লীলা প্রকাশ করে; যথা—"ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা ।" এই মন্ত্রকে ষড়ঙ্গ ষট্পদী মন্ত্র বলে;— (১) কৃষ্ণায়, (২) গোবিন্দায়, (৩) গোপীজন, (৪) বল্লভায়, (৫) স্বা, (৬) হা,—এই ষড়ঙ্গ ষট্পদী উত্তরোত্তর ন্যস্ত করিয়া দেখাইলে মন্ত্রের অবস্থিতি হয় ।

ষট্কোণ মহাযন্ত্র এইরূপ,—বীজ অর্থাৎ কামবীজ 'ক্লীং' যন্ত্রকীলকস্বরূপে

---

to a singular Pastime is *Mantropāsanāmayī-līlā*. But those Pastimes that pervade many localities with manifold Divine Sports and Revelries are full of variegated spontaneity, and thus they are *Svārasikī;* that is, they are revealed to the devotees whose transcendental spontaneity has matured.

Both meanings are in this verse. Firstly, in the Pastimes indicated in eighteen syllables, the bases of the *Mantra* are delegated their appropriate localities in order that each one manifest a particular Pastime of Kṛṣṇa: क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा । *klīṁ kṛṣṇāya govindāya gopījana-vallabhāya svāhā.* This *Mantra* is said to be formed of six integral parts of six metric bases, which are (1) *Kṛṣṇāya* (2) *Govindāya* (3) *Gopījana* (4) *Vallabhāya* (5) *Svā* and (6) *Hā*. The formation of the *Mantra* is thus shown to be the consecutive placement of these six limbs.

The Great Hexagonal Mystic Symbol (or Circle of the Lord's Dominion, *mahad-yantra*) is explained as follows: the Seed *(Bīja)*, the Impelling Principle or Desire-seed

অভ্যন্তরস্থিত। এইরূপ যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া চিন্ময়তত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে চন্দ্রধ্বজের ন্যায় তত্ত্বজ্ঞান হয়। "স্বাশব্দেন চ ক্ষেত্রজ্ঞো হেতি চিৎপ্রকৃতিঃ পরা" ইতি গৌতমীয়তন্ত্রোপদেশে। শ্রীহরিভক্তিবিলাস-মতে—"উত্তরাদ্‌গোবিন্দায়েত্যস্মাৎ সুরভিং গোজাতিম্। তদুত্তরাদ্‌গোপীজনেত্যস্মাৎ বিদ্যাশ্চতুর্দ্দশ। তদুত্তরাদ্বল্লভ" ইত্যাদি। এই প্রকার অর্থ-দ্বারা মন্ত্রোপাসনাময়ী একস্থানস্থিতা লীলানুভূতি হয়,—ইহাই মন্ত্রোপাসনার তাৎপর্য্য। সাধারণ তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণের চিন্ময়লীলায় প্রবেশ করিবার যাঁহার নিতান্ত বাসনা, তিনি ভক্তিরসজনিত সম্বন্ধজ্ঞানের আলোচনার সহিত স্বীয় চিৎস্বরূপগত কৃষ্ণসেবা

---

*(Kāma-bīja)—Klīṁ*—is the Central Pivot within the Symbol. By concentrating one's thoughts upon the Transcendental Truth with the help of such a Formula, one can attain perception of the Truth as Chandradhvaja (Lord Śiva) did.

The Teachings of *Gautamīya Tantra* state, स्वाशब्देन च क्षेत्रज्ञो हेति चित्प्रकृतिः पराः। *svā-śabdena ca kṣetrajño heti cit-prakṛtiḥ parā:* The word *Svā* indicates *kṣetrajña* or the soul, and *Hā* indicates the higher Transcendental Nature. According to *Śrī-Haribhakti-vilāsa,* उत्तराद्गोविन्दायेत्यस्मात्सुरभिं गोजातिम्। तदुत्तराद्गोपीजनेत्यस्मात् विद्याश्चतुर्दश। तदुत्तराद्वल्लभ इत्यादि। *uttarād govindāyety asmāt surabhiṁ go-jātiṁ; tad uttarād gopījanety asmāt vidyāś caturddaśa, tad uttarād vallabha,* etc.

In this line, one may have realization of a localized Pastime through the agency of worship by the *Mantra*. This is the objective of worship by *Mantra.*

The general purport is that one who is deeply aspiring to enter into Kṛṣṇa's Divine Pastimes must, with proper Perspective of his Relationship in the Absolute *(Sambandha-jñāna)* born of Devotional serving disposition





বিধান করিবেন। (১) কৃষ্ণস্বরূপ, (২) কৃষ্ণের চিন্ময় ব্রজলীলা-বিলাস-স্বরূপ, (৩) তৎপরিকর গোপীজন-স্বরূপ, (৪) তদ্বল্লভ অর্থাৎ গোপীর অনুগতভাবে কৃষ্ণে আত্মনিবেদন-স্বরূপ, (৫) শুদ্ধজীবের চিৎ (জ্ঞান)-স্বরূপ এবং (৬) চিৎপ্রকৃতি অর্থাৎ কৃষ্ণসেবা-স্বভাব; —এই স্বরূপ-জ্ঞানোদয়ে সম্বন্ধস্থাপন হয়। তাহাতে আত্মসংযোগ-স্বরূপ অভিধেয়-নিষ্ঠা-ক্রমে পরমাশ্রয় শ্রীকৃষ্ণরূপ পুরুষ ও শ্রীরাধার দাসীরূপা 'অহং' প্রকৃতি,—এই ভাগবত-সেবা-সুখই একমাত্র রস,—ইহাই অর্থ। সাধনাবস্থায় গোলোকে ও গোকুলে মন্ত্রোপাসনা-ধ্যানময়ী লীলা, এবং সিদ্ধাবস্থায় অসঙ্কোচিত-বিহাররূপ লীলার উদয়;—ইহাই গেলোক

---

*(Bhakti-rasa),* render Service unto Kṛṣṇa with the Spiritual inner self. One's Relationship with the Divinity is established when this Intrinsic Knowledge is realized: (1) The Intrinsic Form of Kṛṣṇa, (2) The Intrinsic Form of Kṛṣṇa's Divine Pastimes in Vraja, (3) The Intrinsic Form of His Intimate Attendants, the Gopīs, (4) The Intrinsic Form of full self-surrender unto Kṛṣṇa, in the wake of *tad vallaba,* those who are His most beloved—the Gopīs, (5) The pure soul's divine intrinsic form (of Divine Cognition), and (6) *Cit-prakṛti* or the intrinsic divine nature, viz. the intrinsic nature of the soul to render Divine Service unto Śrī Kṛṣṇa.

One who is properly established in such Relativity in the Absolute attains firmness *(niṣṭhā)* in the soul's engagement in Divine Practice *(Abhidheya),* and comes to know the only life-nectar or Prospect *(Prayojana)* to be the Joy of Service to the Supreme Male, Śrī Kṛṣṇa, in the 'ego' of a predominated maidservant of Śrī Rādhā. This is the underlying purport.

So initially, the 'meditational' Pastimes of Goloka and

বা গোকুলের স্থিতি, তাহা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। 'জ্যোতিরূপেণ মনুনা'—এই কথার অর্থ এই যে, মন্ত্রে চিন্ময় অর্থ প্রকাশ এবং তাহাতে অপ্রাকৃতকামরূপ শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সম্মিলিত করিয়া সেবা করিতে করিতে প্রেমানন্দ-মহানন্দ-রসের সহিত অবস্থিতি হয়। এইরূপ নিত্যলীলাই গোলোকে দেদীপ্যমানা ॥৩॥

Gokula may appear in the heart of a devotee in the stage of holy practice *(sādhana)* through worship by the *Mantra,* and secondly, the unrestrained 'free-willed' Pastimes are revealed to the devotee in the stage of perfection *(siddha).* This is the general position of Goloka or Gokula, which will be further illumined as the text evolves.

The meaning of *jyotī-rūpeṇa manunā* is that the Transcendental purport is revealed in the *Mantra,* and linking that with the Transcendental Desire *(Aprākṛta-kāma)* of Pure Love for Kṛṣṇa, the life of one who goes on serving in this line becomes saturated with the Supreme Ecstasy of Joyous Love Divine or *Premānanda-mahānanda-rasa.* Such Eternal Pastimes full of Love and Joy are ever refulgent in Goloka. [3]



তৎকিঞ্জল্কং তদংশানাং তৎপত্রাণি শ্রিয়ামপি ॥ ৪ ॥

*tat-kiñjalkaṁ tad-aṁśānāṁ tat-patrāṇi śriyām api [4]*

**অনুবাদ।** সেই গোকুল-নামক নিত্যধামের কর্ণিকারই ষট্‌কোণময়ী কৃষ্ণাবাস-ভূমি। তাহার কিঞ্জল্ক অর্থাৎ কেশর বা পাপড়ীগুলিই কৃষ্ণাংশস্বরূপ পরম-প্রেমভক্ত সজাতীয় গোপদিগের আবাসভূমি। উহারা প্রাচীরাবলীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই কমলের বিস্তৃত পত্রগুলিই কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধিকাদির উপবনরূপ ধামবিশেষ ॥৪॥

**তাৎপর্য্য।** চিন্ময় গোকুল—পদ্মাকার। মধ্যগত কর্ণিকারটি—ষট্‌কোণ-ময়াকৃতি; তাহাতে অষ্টাদশাক্ষরাত্মক মন্ত্রতাৎপর্য্যরূপ শ্রীরাধাকৃষ্ণ-তত্ত্বকে মধ্যবর্ত্তী করিয়াই তদনুগত স্বরূপশক্তিপ্রকটিত কায়ব্যূহসকল বর্ত্তমান। বীজই রাধাকৃষ্ণ। গোপালতাপনী বলেন,—"তস্মাদোঙ্কার-সম্ভূতো গোপালো বিশ্ব-

**Translation:** The core of that Eternal Holy Abode which is called Gokula is the hexagonal Land of Kṛṣṇa's Abode. The stamens or petals are the Residences of the cowherds or Gopas, who are Kṛṣṇa's own, His dearmost friends and high loving devotees that are a part of His Own Self. Those Abodes appear like many walls, all beautifully effulgent. The extensive foliage of that Lotus constitutes the sub-forests that are the Abodes of the Loving Damsels of Kṛṣṇa, headed by Śrī Rādhikā. [4]

**Purport:** The Transcendental Gokula is in the Form of a Lotus Flower. Its core is hexagonal; in the centre is the Predominated and Predominating Moiety, Śrī Rādhā-Kṛṣṇa, who are the Objective of the eighteen-syllable *Mantra.* Their Various Subjective Personal Expansions (intimate serving Associates) of Intrinsic Divine Potency

সম্ভবঃ । ক্লীমোঙ্কারস্য চৈকত্বং পঠ্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ ।।" ওঁকার-অর্থে শক্তি ও শক্তিমান্ গোপাল এবং ক্লীং-শব্দে ওঁকার । সুতরাং কামবীজ—রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব-বাচক ।।৪।।

---

surround Them. The Seed is Rādhā-Kṛṣṇa.

The *Gopāla-tāpanīyopaniṣad* states, तस्मादोङ्कार-सम्भूतो गोपालो विश्वसम्भवः। क्लीमोङ्कारस्य चैकत्वं पठ्यते ब्रह्मवादिभिः ॥ *tasmād oṁ-kāra-sambhūto gopālo viśvasambhavaḥ, klīm oṁkārasya caikatvaṁ paṭhyate brahma-vādibhiḥ. Oṁkāra* means Gopāla, who is both the Potency and the Potent, and *Klīṁ* means *Oṁkāra.* Therefore, *Klīṁ* or the Primary Desire-seed *(Kāma-bīja)* expresses the Transcendental Reality of Śrī Śrī Rādhā and Kṛṣṇa. [4]



चतुरस्रं तत्परितः श्वेतद्वीपाख्यमद्भुतम्।
चतुरस्रं चतुर्म्मूर्त्तेश्चतुर्द्धाम चतुष्कृतम्॥
चतुर्भिः पुरुषार्थैश्च चतुर्भिर्हेतुभिर्वृतम्।
शूलैर्दशभिरानद्धमूर्द्धाधो दिग्विदिक्ष्वपि॥
अष्टभिर्निधिभिर्जुष्टमष्टभिः सिद्धिभिस्तथा।
मनुरूपैश्च दशभिर्दिक्पालैः परितो वृतम्॥
श्यामैर्गौरैश्च रक्तैश्च शुक्लैश्च पार्षदर्षभैः।
शोभितं शक्तिभिस्ताभिरद्भुताभिः समन्ततः॥ ५॥

---

*catur asraṁ tat-paritaḥ śvetadvīpākhyam adbhutam*
*catur asraṁ catur-mmūrtteś catur-ddhāma catuṣ-kṛtam*
*caturbhiḥ puruṣārthaiś ca caturbhir hetubhir vṛtam*
*śūlair daśabhir ānaddham ūrddhādho digvidikṣv api*
*aṣṭabhir nidhibhir juṣṭam aṣṭabhiḥ siddhibhis tathā*
*manurūpaiś ca daśabhir dikpālaiḥ parito vṛtam*
*śyāmair gauraiś ca raktaiś ca śuklaiś ca pārṣadarṣabhaiḥ*
*śobhitaṁ śaktibhis tābhir adbhutābhiḥ samantataḥ [5]*

---

অনুবাদ । (সেই গোকুলের আবরণ-ভূমি বর্ণিত হইতেছে ।) গোকুলের বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে শ্বেতদ্বীপ-নামক অদ্ভুত চতুষ্কোণ স্থান আছে। শ্বেতদ্বীপ—চারিখণ্ডে চতুর্দ্দিকে বিভক্ত । এক একভাগে বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ-ধাম । সেই বিভক্ত ধামচতুষ্টয়—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চারি

---

**Translation:** (The Area surrounding Gokula is being described.) In the outer section of Gokula there is a miraculous quadrangular Area extending in four directions, known as Śvetadvīpa. It is divided into four sections on four sides. Each of these divisions are the Residences of Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna and Aniruddha.

পুরুষার্থ, এবং তত্তৎপুরুষার্থের হেতুস্বরূপ মন্ত্রাত্মক ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব, এই চারিটি বেদের দ্বারা আবৃত। অষ্টদিক্ এবং ঊর্দ্ধ ও অধোদিক্ক্রমে দশটি শূল নিবদ্ধ আছে। অষ্টদিক্—মহাপদ্ম, পদ্ম, শঙ্খ, মকর, কচ্ছপ, মুকুন্দ, কুন্দ ও নীল, এই আটটিরত্ন-দ্বারা শোভিত। মন্ত্ররূপী দশদিক্পাল দশদিকে বর্ত্তমান। শ্যামবর্ণ, গৌরবর্ণ, রক্তবর্ণ ও শুক্লবর্ণ পার্ষদসকল এবং বিমলা প্রভৃতি অদ্ভুত শক্তিসকল সর্ব্বদিকে শোভা পাইতেছে ॥৫॥

**তাৎপর্য্য।** গোকুল—মুখ্যরূপে প্রেমভক্তিরই পীঠ, সুতরাং ভৌম-ব্রজমণ্ডল-গত যমুনা, গোবর্দ্ধন, শ্রীকুণ্ড প্রভৃতি সমস্তই তাহার অভ্যন্তরে আছে। আবার

---

Surrounding this quadruple Abode are the four aims of human life, or religiosity, gain, desire and emancipation *(dharmma-artha-kāma-mokṣa),* with their respective inceptive causes, the four *Vedas—Ṛk, Sāma, Yajuḥ* and *Atharvva,* which are *mantra* in constitution. Ten spears are fixed in eight directions[1] (East, South, West, North, North-east, South-east, South-west and North-west), above, and below. The eight directions are illumined by the eight jewels known as Mahāpadma, Padma, Śaṅkha, Makara, Kacchapa, Mukunda, Kunda and Nīla, representing the eight perfections.[2] All ten directions are presided over by ten guards in the form of *mantras*. The black, golden, red and white Associates of the Lord, and the miraculous Potencies headed by Vimalā are refulgent all around. [5]

**Purport:** Gokula is principally the Seat of Loving Devotion or *Prema-bhakti,* and thus Yamunā, Govarddhana and

---

[1]Pūrvva, Dakṣiṇa, Paścima, Uttara, Īśāna, Agni, Nairṛt and Vāyu.
[2]*Aṇimā, mahimā, laghimā, prāpti, prākāmya, īśitā, vaśitā,* and *kāmāvasāyitā*—subtleness, relationship with the elements, lightness, attainment, eternal joy, command, detachment and supreme fulfillment (*Bhā:* 11.15).



বৈকুণ্ঠের সমস্ত ঐশ্বর্য্য তথায় দিগ্ব্যাপিস্বরূপে প্রতীয়মান। চতুর্ব্যূহ-বিলাসসকল তথায় যথাস্থানে আছে। সেই চতুর্ব্যূহ-বিলাস হইতে প্রকটিত হইয়াই পরব্যোম-বৈকুণ্ঠ বিস্তৃত। বৈকুণ্ঠের মোক্ষ এবং লোকাদি-গত ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম মূল-বীজরূপে গোকুলের যথাস্থানে অবস্থিত। বেদও তথায় গোকুলনাথের গান-তৎপর। কৃষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত যাঁহারা কেবল চিন্তার দ্বারাই গোলোকগমনাদি চেষ্টা করেন, তাঁহাদের নিবারক দশদিকে দশটি নৈরাশরূপ শূল রহিয়াছে। যোগমার্গে বা জ্ঞানমার্গে আসিতে গেলে সেই দশটি শূলে বিদ্ধ হইয়া দাম্ভিক লোকগণ পরাহত হন। ব্রহ্মধামে নির্ব্বাণই উপাদেয়; তাহাই শূলরূপে গোলোকের আবরণ। 'শূল'-অর্থে ত্রিশূল; জড়ীয় ত্রিগুণ ও ত্রিকালগত

---

Śrī Rādhā-kuṇḍa of Vraja-maṇḍala, as manifest in the earthly plane, are all present there. Further, the entire Majesty of Vaikuṇṭha pervades in all directions. All the Quadruple Plenary Expansions *(Catur-vyūha-vilāsa)* of the Lord are present in Their appropriate locations, and from Them the Unlimited Transcendental Kingdom known as Paravyoma-Vaikuṇṭha extends infinitely.

The emancipation of attaining Vaikuṇṭha, and general religiosity, gain and desire, have their appropriate situation in Gokula in their original seed form. The *Vedas* are also present, ever singing the Glories of the Lord of Gokula. The ten spears of dissuasion fan out in the ten directions to arrest those persons who, without the Grace of Kṛṣṇa, attempt to approach or associate with Goloka through contemplation. The vainglorious on the paths of meditation and knowledge-cum-renunciation *(yoga, jñāna)* who attempt to approach Goloka are thwarted, being pierced by those ten spears. *Nirvvāṇa* or 'self-annihilation' reaches

পরিচ্ছেদই 'ত্রিশূল'। গোলোকাভিমুখে যে অষ্টাঙ্গযোগী বা নির্ভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানী ধাবমান হন, তিনি সেই দশদিক্‌স্থিত ত্রিশূলকর্ত্তৃক ছিন্ন হইয়া নৈরাশগর্ত্তে পতিত হন। যাঁহারা ঐশ্বর্য্যমূলক ভক্তিমার্গে গোলোকাভিমুখে গমন করেন, তাঁহারা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি এবং মহাপদ্মাদি ঐশ্বর্য্যনিধি দেখিয়া শ্রীগোলোকের আবরণ-ভূমিরূপ বৈকুণ্ঠতত্ত্বেই মুগ্ধ থাকেন। যাঁহাদের বুদ্ধি আরও শিথিল, তাঁহারা মন্ত্ররূপী দশদিক্‌পালের অধীন হইয়া সপ্তলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এইরূপে গোলোক দুর্জ্ঞেয় ও দুষ্প্রাপ্য হইয়াছেন। কেবল শুদ্ধপ্রেমভক্তিদ্বারাই

---

its acme in the plane of *Brahman;* that plane is only the outer covering of Goloka, in the form of those sharp spears.

From the meaning of *śūla* or 'spear' is derived *triśūla* or 'trident'; the trident symbolizes the divisions of the triple worldly qualities *(rajas, tamas, sattva)* and the threefold aspects of time, or past, present and future. The *yogīs* on the path of eightfold mysticism or the *jñānīs* or liberationists in the monism of non-differentiative *Brahman* who rashly approach Goloka are summarily cut asunder by those tridents which are situated in the ten directions, and they plunge down to the abyss of hopelessness.

Those who approach Goloka through the path of devotion inspired by opulence and majesty become enamoured by the eight perfections of *aṇimā,* etc., and the majestic treasures of Mahāpadma, etc.; they remain there, charmed by the Vaikuṇṭha aspect which constitutes the outskirts surrounding Goloka. Those who are even less intelligent are subordinated by the ten *mantra*-guards that keep watch over the ten directions, and they regress to the sevenfold mundane plane (headed by Bhūrloka).

[purport, verse 5



সমাগত ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য যুগধর্ম্ম-প্রচারক ভগবৎস্বরূপসকল তথায় সর্ব্বদা অগ্রসর; তাঁহারা নিজ-নিজ বর্ণানুরূপ পার্ষদ-পরিবেষ্টিত; গোকুলে শ্বেতদ্বীপই তাঁহাদের ধাম। এইজন্যই ব্যাসাবতার "শ্বেতদ্বীপ-নাম, নবদ্বীপগ্রাম" ইত্যাদি বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। সেই শ্বেতদ্বীপ-মধ্যেই গোকুল-লীলার পরিশিষ্ট নবদ্বীপলীলা নিত্য বর্ত্তমান। সুতরাং নবদ্বীপমণ্ডল, ব্রজমণ্ডল এবং গোলোক—একই অখণ্ড-তত্ত্ব; কেবল প্রেমবৈচিত্র্যগত অনন্তভাববিশেষে উদিত হইয়া বিবিধ হইয়াছেন। ইহাতে আর একটি নিগূঢ় তত্ত্ব পরমপ্রেমভক্ত মহাজন-গণ সাক্ষাৎ কৃষ্ণকৃপা হইতে অবগত হইয়াছেন। তাহা এই যে, জড়জগতে

---

Thus, Goloka is practically unknowable and unattainable. There, all the Intrinsic Forms of the Supreme Lord who propound the Dispensations of Pure Religion for the different ages are ever eager to bestow Their Grace upon the devotees who alone reach there through Pure Loving Devotion, *Śuddha-Prema-Bhakti.* In accordance with Their particular hues, those Forms of the Lord are surrounded by Their appropriate Associates, and in Gokula, Their Abode is Śvetadvīpa.

Therefore, Śrīla Vṛndāvana Dāsa Ṭhākur, the Vyāsa of *Chaitanya-līlā,* has described Nabadwip town as bearing the Name of Śvetadvīpa. The culmination of Gokula Pastimes —Nabadwip Pastimes—are eternally present in Śvetadvīpa. Thus Nabadwip-maṇḍala, Vraja-maṇḍala and Goloka are One Identical Indivisible Truth; They have manifested diversity only by dint of Their endless Aspects in the unlimited variegatedness of Divine Love. In this respect there is another hidden Truth that is known, by the direct Grace of Kṛṣṇa, to the great saintly devotees who are

ঊর্দ্ধাধঃক্রমে চতুর্দ্দশলোক; কামী কর্ম্মী গৃহস্থগণ ভূঃ, ভুবঃ, ও স্বঃ-রূপ ত্রিলোকী-মধ্যে গমনাগমন করেন। বৃহদ্‌ব্রতব্রহ্মচারী, তাপস ও সত্যপরায়ণ শান্তপুরুষগণ নিষ্কামধর্ম্ম-যোগে মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক পর্য্যন্ত গমনা-গমন করেন। তাহারই ঊর্দ্ধভাগে চতুর্ম্মুখধাম এবং তদূর্দ্ধে ক্ষীরোদকশায়ীর বৈকুণ্ঠ। সন্ন্যাসী পরমহংসগণ এবং হরিহত দৈত্যগণ বিরজা পার হইয়া অর্থাৎ চতুর্দ্দশলোক অতিক্রম করতঃ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধামে আত্মলোপ-রূপ নির্ব্বাণ লাভ করেন। ভগবানের পরমৈশ্বর্য্যপ্রিয় জ্ঞানভক্ত, শুদ্ধভক্ত, প্রেমভক্ত,

---

imbued with Loving Devotion.

This material world is graded in fourteen basic planes*; the fruitive worker *(karmmī) gṛhasthas* desirous of enjoyment wander throughout the three planes of Bhūḥ, Bhuvaḥ and Svaḥ. Pacified personalities who are indefatigable in the great vow of *brahmacaryya,* austere and absorbed in truthfulness, by engaging in utterly selfless works move throughout the planes of Maharloka, Janaloka and Tapoloka, up to Satyaloka. In the upper section of Satyaloka is the abode of Lord Brahmā, and above that is the Transcendental Infinite Plane of Vaikuṇṭha which is the Abode of Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, who reclines on the Ocean of Milk.

The *sannyāsī paramahaṁsas* (perfected renunciates) and demons slain by Lord Hari cross the River of Passivity, Virajā; that is, they surpass the entire fourteen planes of the world and attain to the *nirvvāṇa* of extinction of the soul's individuality by merging in the effulgent plane of

---

*The seven upper planes are Bhūrloka, Bhuvarloka, Svarloka, Maharloka, Janaloka, Tapoloka, and Satyaloka. The seven lower planes are Tala, Atala, Vitala, Nitala, Talātala, Mahātala and Sutala. Earth is within the plane of Bhūrloka.





প্রেমপরভক্ত ও প্রেমাতুর ভক্তগণ বৈকুণ্ঠে অর্থাৎ পরব্যোমাত্মক অপ্রাকৃত নারায়ণ-ধামে স্থিতি লাভ করেন। ব্রজানুগত পরম-মাধুর্য্যগত ভক্তগণ কেবল গোলোকধাম লাভ করেন। রসভেদে ভক্তগণের গোলোকে পৃথক্ পৃথক্ স্থিতি কৃষ্ণের অবিচিন্ত্য-শক্তিদ্বারা নির্ণীত আছে। শুদ্ধব্রজানুগত ভক্তগণ কৃষ্ণলোকে এবং শুদ্ধনবদ্বীপানুগত ভক্তগণ গৌরলোকে অবস্থিত হন। ব্রজ ও নবদ্বীপের ঐক্যগত ভক্তগণ কৃষ্ণলোক ও গৌরলোকে যুগপৎ সেবা-সুখ লাভ করেন। অতএব শ্রীগোপালচম্পূ-গ্রন্থে শ্রীজীব বলিয়াছেন,—"যস্য খলু লোকস্য গো-লোকস্তথা গোগোপাবাসরূপস্য শ্বেতদ্বীপতয়া চানন্যস্পৃষ্টঃ পরমশুদ্ধতা-

---

*Brahman.* The devotees who adore the Supreme Majesty of the Lord—devotees desirous of emancipation, pure devotees, devotees of loving sentiment, devotees absorbed in Love and devotees overwhelmed in Love—they all attain a place in Vaikuṇṭha, the Transcendental Infinite Abode of Lord Nārāyaṇa. Only the devotees who are given to the highest sweetness and charm of the Love of Vraja, and who faithfully follow the residents of Vraja, can reach Goloka-dhāma, the Divine Abode of Goloka.

By the inconceivable Potency of Kṛṣṇa, those devotees are delegated different positions according to their *Rasas* or Divine serving dispositions. The devotees who faithfully follow the Pure Devotion of residents of Vraja are situated in Kṛṣṇaloka, and the devotees who faithfully follow the Pure Devotion of the residents of Nabadwip are situated in Gauraloka. Those devotees who have equal Devotion for both Vraja and Nabadwip attain to the Joy of Service in both Kṛṣṇaloka and Gauraloka.

Thus, Śrī Jīva Goswāmī has stated in his Holy Book *Śrī*

সমুদ্বুদ্ধ-স্বরূপস্য তাদৃশ-জ্ঞানময়-কতিপয়মাত্র-প্রমেয়-পাত্রতয়া তত্তৎপরমতা মতা, পরম-গোলোকঃ পরমঃ শ্বেতদ্বীপ ইতি ।" অর্থাৎ সেই পরমলোককে গো-গোপাবাস বলিয়াই 'গোলোক' বলা যায় অর্থাৎ ইহাই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ-রসলীলা-পীঠ; আবার সেই পরমলোককেই অনন্যস্পৃষ্ট পরমশুদ্ধতা-প্রকটিত কোন অবিচিন্ত্যস্বরূপের তাদৃশ-জ্ঞানময় কতিপয় রসবিষয়-স্বরূপের আস্বাদন-পীঠরূপ 'শ্বেতদ্বীপ' বলা যায়। এইরূপ পরম-গোলোক এবং পরম-শ্বেতদ্বীপরূপ স্বরূপদ্বয়ই অখণ্ডরূপে গোলোকধাম । মূল তাৎপর্য্য এই যে, ব্রজলীলারূপ কৃষ্ণলীলা আস্বাদন করিয়াও রসের সর্ব্বাংশের আস্বাদনরূপ সুখ লাভ করিতে না পারিয়া কৃষ্ণরসাশ্রয়রূপিণী রাধিকার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকারপূর্ব্বক কৃষ্ণ আস্বাদনরূপা যে নিত্যলীলা করিয়া থাকেন, তজ্জন্য শ্বেতদ্বীপরূপ গোলোক

---

*Gopālacampū,* यस्य खलु लोकस्य गोलोकस्तथा गोगोपावासरूपस्य श्वेतद्वीप-तया चानन्यस्पृष्टः परमशुद्धता-समुद्बुद्धस्वरूपस्य तादृश-ज्ञानमय-कतिपयमात्र-प्रमेय-पात्रतया तत्तत्परमता मता, परमगोलोकः परमः श्वेतद्वीप इति। *yasya khalu lokasya golokas tathā go-gopāvāsa-rūpasya śvetadvīpatayā cānanyaspṛṣṭaḥ paramaśuddhatā-samudbuddha-svarūpasya tādṛśa-jñānamaya-katipayamātra-prameya-pātratayā tat-tat-paramatā matā, parama-golokaḥ paramaḥ śvetadvīpa iti:* That Supreme Plane is called 'Goloka' because it is the Abode of cows and cowherds—being the Supreme Abode of Ecstatic Pastimes, it is Kṛṣṇa's Own Self; further, that Supremely Holy Plane is known as 'Śvetadvīpa' (White Island) due to a unique quality of its unsullied purity, manifest by its peculiar inconceivable Nature as the Seat of certain Nectarine Experiences of a similarly Transcendental Inconceivable Form. Both the Supreme Goloka and the Supreme Śvetadvīpa Forms are inseparably Goloka-dhāma.

The underlying purport is that although Kṛṣṇa enjoys





নিত্য-প্রকটিত। তদ্ভাব যথা,—"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবাস্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ। সৌখ্যঞ্চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাৎ তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ ।।" অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কি-প্রকার, আমার অদ্ভুত মধুরিমা—যাহা শ্রীরাধা আস্বাদন করেন, তাহাই বা কি-প্রকার, এবং আমার মধুরিমার অনুভূতি হইতে শ্রীরাধারই বা কি-সুখের উদয় হয়,—এই তিনটী বিষয়ে লোভবশতঃ কৃষ্ণচন্দ্র শচীগর্ভসমুদ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীজীব-গোস্বামীর গূঢ় আশয় ইহাতে প্রকাশিত হইল। বেদেও বলিয়াছেন,—"রহস্যং তে বদিস্যামি,—জাহ্নবীতীরে নবদ্বীপে

---

His Pastimes in Vraja, He is nonetheless unable to taste the Joy of the entirety of *Rasa* or Divine Ecstasy, and He therefore accepts the Heart and Halo of Śrī Rādhikā, the Female Reservoir of His Love—and for this purpose, Goloka is manifest eternally as Śvetadvīpa.

We find this illustrated herein: श्रीराधायाः प्रणयमहिमा कीदृशो वानयैवास्वाद्यो येनाद्भुतमधुरिमा कीदृशो वा मदीयः। सौख्यञ्चास्या मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात्तद्भावाढ्यः समजनि शचीगर्भसिन्धौ हरीन्दुः॥ *śrī-rādhāyāḥ praṇaya-mahimā kīdṛśo vānayaivā-, svādyo yenādbhuta-madhurimā kīdṛśo vā madīyaḥ; saukhyañ cāsyā mad anubhavataḥ kīdṛśaṁ veti lobhāt, tad bhāvāḍhyaḥ samajani śacīgarbha-sindhau harīnduḥ.* " 'What is that Great Glory of Śrī Rādhā's Love? What is My extraordinary Loving sweetness and charm that Śrī Rādhā enjoys? And what is the Joy Śrī Rādhā feels by experiencing My sweetness and charm?' Yearning to taste these three sentiments, the moon—Kṛṣṇachandra—was born from the ocean of the womb of mother Śacī." Herein is revealed the hidden, deep purport of Śrī Jīva Goswāmī.

গোলোকাখ্যে ধাম্নি গোবিন্দো দ্বিভুজো গৌরঃ সর্ব্বাত্মা মহাপুরুষো মহাত্মা মহাযোগী ত্রিগুণাতীতঃ সত্ত্বরূপো ভক্তিং লোকে কাশ্যতীতি। তদেতে শ্লোকা ভবন্তি,—একো দেবঃ সর্ব্বরূপী মহাত্মা গৌর-রক্ত-শ্যামল-শ্বেতরূপ-শ্চৈতন্যাত্মা। স বৈ চৈতন্যশক্তির্ভক্তাকারো ভক্তিদো ভক্তিবেদ্যঃ ॥" অর্থাৎ তোমাকে রহস্য বলি, শুন,—গোলোকাখ্য-ধামে নবদ্বীপে জাহ্নবীতীরে দ্বিভুজ, সর্ব্বাত্মা, মহাপুরুষ, মহাত্মা, মহাযোগী, ত্রিগুণাতীত, শুদ্ধসত্ত্বরূপ গোবিন্দ গৌরচন্দ্র লোকে শুদ্ধভক্তি প্রকাশ করেন। তিনি—এক দেব, সর্ব্বরূপী,

---

It is also stated in the *Vedas*, रहस्यं ते वदिस्यामि,—जाह्नवीतीरे नवद्वीपे गोलोकाख्ये धाम्नि गोविन्दो द्विभुजो गौरः सर्व्वात्मा महापुरुषो महात्मा महायोगी त्रिगुणातीतः सत्त्वरूपो भक्तिं लोके काश्यतीति। तदेते श्लोका भवन्ति,—एको देवः सर्व्वरूपी महात्मा गौर-रक्त-श्यामल-श्वेतरूपश्चैतन्यात्मा। स वै चैतन्यशक्तिर्भक्ताकारो भक्तिदो भक्तिवेद्यः ॥

*Rahasyaṁ te vadisyāmi—jāhnavī-tīre navadvīpe golokākhye dhāmni govindo dvibhujo gauraḥ sarvvātmā mahāpuruṣo mahātmā mahāyogī triguṇātītaḥ sattva-rūpo bhaktiṁ loke kāśyatīti; tad ete ślokā bhavanti—eko devaḥ sarvva-rūpī mahātmā gaura-rakta-śyāmala-śveta-rūpaś caitanyātmā; sa vai caitanya-śaktir bhaktākāro bhaktido bhaktivedyaḥ.*

"Let me divulge this mystery to you: 'On the bank of the Ganges, in the Holy Abode of Nabadwip, the selfsame Goloka-dhāma, Govinda Gaurachandra appears in a human feature. He is the Soul of all souls, the Supreme Lord, the Great Saintly Personality, the Great *Sannyāsī* who is the Embodiment of Pure Existence transcendental to the three qualities of material nature. He reveals Pure Devotion to the world. He is the Lord, One without a





মহাত্মা এবং গৌর, রক্ত, শ্যাম ও শ্বেতরূপী যুগাবতার। তিনি—সাক্ষাৎ চৈতন্যস্বরূপ, চিচ্ছক্তিসম্পন্ন, ভক্তরূপ, ভক্তিদাতা এবং ভক্তিদ্বারা বেদ্য। "আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ঃ", "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং", "যদা পশ্যঃ পশ্যতি রুক্মবর্ণং", "মহান্ প্রভুর্বৈ" ইত্যাদি বহুশাস্ত্র-বাক্য-দ্বারা প্রতিষ্ঠিত গৌরচন্দ্র কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন হইয়াও যে গৌররূপে নিত্য-নবদ্বীপরূপ গোলোকে রাধাকৃষ্ণ-লীলা-রসাস্বাদন-পর হইয়া বিরাজমান, তাহা এইসকল বেদবাক্যেও প্রতীত হয়। যোগমায়া-বলে শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের যেরূপ ভৌম-গোকুলে জন্মাদি, সেইরূপ যোগমায়া-বলেই শ্রীগৌরস্বরূপের ভৌম-নবদ্বীপে শচীগর্ভে জন্মাদিলীলা হইয়া

---

second, the Embodiment of all aspects of the Absolute, the Supreme Soul and *Avatāra* through the ages in golden, red, black and white hues. He is directly the Supreme Personality of Divine Cognition replete with all Transcendental Potency. He Advents in the feature of His devotee, He is the Bestower of Devotion, and He is knowable by Devotion.' "

In many Scriptural references such as "आसन् वर्णास्त्रयः", "कृष्णवर्णं त्विषाऽकृष्णं", "यदा पश्यः पश्यति रुक्मवर्णं", "महान् प्रभुर्वै" *"āsan varṇās trayaḥ", "kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣā 'kṛṣṇaṁ", "yadā paśyaḥ paśyati rukma-varṇaṁ", "mahān prabhur vai"*, etc., Gaurachandra is established as identical with Kṛṣṇa. Yet the Golden Form in which He graciously appears in the Eternal Abode of Nabadwip, identical with Goloka, where He is ever devoted to tasting the Nectar of the Divine Pastimes of Śrī Śrī Rādhā and Kṛṣṇa—that Golden (Gaura) Form also appears in every one of these Vedic statements.

As by the Potency of Yogamāyā, or the Current of Kṛṣṇa's Internal Personal Potency, His Birth and other Pastimes occur in Gokula localized in the earthly plane,

থাকে;—ইহা স্বাধীন চিদ্বিজ্ঞান-তত্ত্ব, মায়াধীনচিন্তা-প্রসূতা কল্পনা নয় ।।৫।।

---

similarly, by the same Potency of Yogamāyā the Golden Lord Gaura's Advent from the womb of mother Śacīdevī and all His Divine Pastimes occur in Śrī Nabadwip Dhāma in the earthly locality.

This Divine Truth is an axiomatic principle of Spiritual Science, and not a figment of the imagination subordinate to Māyā, the deluding potency. [5]



एवं ज्योतिर्म्मयो: देवः सदानन्दः परात्परः ।
आत्मारामस्य तस्यास्ति प्रकृत्या न समागमः ॥ ६ ॥

---

*evaṁ jyotirmmayo devaḥ sadānandaḥ parātparaḥ*
*ātmārāmasya tasyāsti prakṛtyā na samāgamaḥ [6]*

---

**অনুবাদ** । সেই গোকুলেশ্বর চিন্ময় পরমেশ্বর—সদানন্দ-স্বরূপ; তিনি—পরাৎপর এবং চিন্ময় আত্মজগতেই রমণপরায়ণ; জড়া প্রকৃতি মায়ার সহিত তাঁহার সঙ্গ নাই ।।৬।।

**তাৎপর্য্য** । সেই কৃষ্ণের একমাত্র পরা শক্তি স্বয়ং চিচ্ছক্তিরূপে গোলোক বা গোকুললীলা প্রকট করিয়াছেন । তাঁহার কৃপায় তটস্থ-শক্তিগত জীবগণও সেই লীলায় প্রবেশ প্রাপ্ত হন । সেই চিচ্ছক্তির ছায়ারূপা অপরা বহিরঙ্গা মায়াশক্তি—গোলোকের আবরণ-স্বরূপ মহাবৈকুণ্ঠের শেষ-সীমা ব্রহ্মধাম এবং তাহার পর যে বিরজা-নদী, তাহার অপর-পারে অবস্থিতি করেন । এরূপ

---

**Translation:** That Lord of Gokula is the Transcendental Supreme Personality of Godhead—the Own Self of Eternal Ecstasy. He is beyond the purview of mundanity, and He ever enjoys in the all-conscious Spiritual Realm; He is never associated with the beguiling mundane nature. [6]

**Purport:** Kṛṣṇa's Exclusive Divine Potency, His Own Personified Potency, has manifest the Pastimes of Goloka or Gokula. By Her Grace, the *jīvas,* who are of the marginal potency, may also enter into those Pastimes. The secondary external Māyā potency, who is like the shadow of that Divine *(Cit)* Potency, is situated on the far (lower) shore of the Virajā river, which is at the lower limit of the *Brahman* plane; and the *Brahman* is situated at the lowest boundary of Mahā-Vaikuṇṭha, which is the surrounding locality or

পরিশুদ্ধ অবস্থায় সেই বহিরঙ্গা মায়াশক্তি, কৃষ্ণের সঙ্গ পাওয়া দূরে থাকুক, তাহার দৃষ্টিপথের পথিক হইতেও লজ্জা বোধ করেন ।।৬।।

---

outskirts of Goloka. In the face of such infinite purity, the external Māyā potency feels ashamed to appear in Kṛṣṇa's view, to say nothing of taking His association. [6]



माययाऽरममाणस्य न वियोगस्तया सह।
आत्मना रमया रेमे त्यक्तकालं सिसृक्षया॥ ७ ॥

---

*māyayā 'ramamāṇasya na viyogas tayā saha*
*ātmanā ramayā reme tyakta-kālaṁ sisṛkṣayā [7]*

---

**অনুবাদ** । কৃষ্ণ—বহিরঙ্গা মায়ার সহিত অ-রমমাণ পুরুষ, অর্থাৎ তিনি বহিরঙ্গা মায়াকে রমণ করেন না । তথাপি সেই পরমতত্ত্বের সহিত মায়ার সর্ব্বতোভাবে বিয়োগ বা বিচ্ছেদ নাই । প্রাপঞ্চিক-জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছায় আত্ম-চিচ্ছক্তি রমার সহিত যুক্ত হইয়া কালশক্তি-প্রেরণ-রূপ ঈক্ষণ-দ্বারা যে রমণ করেন, তাহা—গৌণ ।।৭।।

**তাৎপর্য্য** । মায়াশক্তির সহিত কৃষ্ণের সঙ্গ সাক্ষাদ্ভাবে হয় না, গৌণভাবে হয়; তদীয় বিলাস-পীঠ-বৈকুণ্ঠের মহা-সঙ্কর্ষণাংশ কারণার্ণবশায়ী পুরুষাবতার-দ্বারা (রূপে) মায়াকে ঈক্ষণ করেন । তদীক্ষণ-কার্য্যেও মায়ার সহিত সঙ্গ নাই; কেননা, চিচ্ছক্তি রমা তৎকালে তদ্বশবর্ত্তিনী অনপায়িনী শক্তিরূপে সেই

---

**Translation:** Kṛṣṇa is the indifferent Predominator of the external deluding nature, Māyā: He does not consort with external Māyā. Yet Māyā is not wholly separate or divorced from the Supreme Absolute Truth that is Kṛṣṇa. In His Will to create the world, He unites with His own Transcendental Potency, Ramā; and His enjoyment in the form of casting His glance, which is the dispatching of His potency of time, is purely indirect. [7]

**Purport:** Kṛṣṇa does not directly associate with the Māyā potency; His relationship with her is only an indirect hint of association; He glances at the Māyā potency through the Agency of (in the form of) His Predominative Descent or *Puruṣāvatāra,* Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇu (Mahā-Viṣṇu), who

ঈক্ষণ-কার্য্য বহন করেন । বহিরঙ্গা মায়া সেই রমাদেবীর দাসীরূপে রমার সহিত রমমাণ ভগবদংশের সেবা করেন, এবং কালবৃত্তিই—সেই রমার কার্য্য-করণ-বিক্রম, সুতরাং সৃষ্টি প্রভাব বা পৌরুষ ।।৭।।

---

reclines on the Causal Ocean; Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇu is a Plenary Portion of Mahā-Saṅkarṣaṇa of Vaikuṇṭha, and Vaikuṇṭha is the Plenary Abode of Kṛṣṇa.

Nor does the Lord associate with Māyā even by that act of glancing, since the Divine Potency, Ramā, as His unfailingly loyal Potency, carries the function of His glancing. The external Māyā, as a maidservant of Ramā, engages in the service of the Lord's Plenary Portion united with Ramā, and the current of time is the Supernatural Power of Ramā that accomplishes the work, and thus, the predominant influence in the universal creative power. [7]



नियतिः सा रमादेवी तत्प्रिया तद्वशं तदा।
तल्लिङ्गं भगवान् शम्भुर्ज्योतीरूपः सनातनः।
या योनिः सापरा शक्तिः कामबीजः महद्धरेः॥ ८॥

---

*niyatiḥ sā ramā-devī tat-priyā tad-vaśaṁ tadā*
*tal-liṅgaṁ bhagavān śambhur jyotīrūpaḥ sanātanaḥ*
*yā yoniḥ sāparā śaktiḥ kāma-bījaḥ mahadd-hareḥ [8]*

---

অনুবাদ ।(সেই গৌণরূপ মায়াসঙ্গের প্রক্রিয়া বর্ণিত হইতেছে।) চিচ্ছক্তিরূপা রমাদেবী—নিয়তিরূপা ভগবৎপ্রিয়া । সৃষ্টিকালে প্রপঞ্চ-রচনোন্মুখ কৃষ্ণাংশের যে স্বাংশ-জ্যোতিঃ উদিত হয়, তাহাই ভগবান্ শম্ভুরূপ ভগবল্লিঙ্গ অর্থাৎ প্রকটিতচিহ্ন-বিশেষ; তাহাই সনাতন-জ্যোতির আভাস । সেই লিঙ্গ—নিয়তির বশীভূত প্রপঞ্চোৎপাদকাংশ । নিয়তি হইতে যে প্রসবিনী শক্তির উদয় হয়, তাহাই অপরা শক্তি যোনিরূপা মায়ার স্বরূপ । তদুভয়-সংযোগই হরির মহত্তত্ত্ব-রূপ প্রতিফলিত কামবীজ ।।৮।।

---

**Translation:** (That indirect association with Māyā is being described.) The Personification of the Transcendental Potency of the Lord, Ramādevī, is Destiny, Beloved Consort of the Supreme Lord. At creation, the appearance of the effulgence of the Portion of Kṛṣṇa's Plenary Portion is Bhagavān Śambhu, the manifest male organ of the Divinity—the reflection of the Eternal Effulgence. Subject to the Potency of Destiny, that male symbol is the portion of the Absolute responsible for the generation of the material world. The reproductive potency that evolves from Destiny appears as the female organ, the embodiment of Māyā, the inferior potency. The union of these organs brings forth the existence of the *Mahat-tattva,* which is only a

**তাৎপর্য্য** । সৃষ্টিকামযুক্ত সঙ্কর্ষণই প্রপঞ্চোৎপাদনোন্মুখ কৃষ্ণাংশ; কারণ-বারিতে আদ্যাবতার-পুরুষরূপে শয়ন করত তিনি মায়ার প্রতি ঈক্ষণ করেন। সেই ঈক্ষণই সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ। তৎপ্রতিফলিত জ্যোতির আভাস-রূপই শম্ভু-লিঙ্গ; তাহাই রমা-শক্তির ছায়ারূপা মায়ার প্রসব-যন্ত্রে সংযুক্ত হয়। তখন মহত্তত্ত্বরূপ কামবীজের আভাস আসিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। মহাবিষ্ণুসৃষ্ট কামের প্রথম উদয়কে হিরণ্ময় মহত্তত্ত্ব বলে; তাহাই সৃষ্ট্যুন্মুখ মনোরূপি-তত্ত্ব। ইহাতে গূঢ়-বিচার এই যে, নিমিত্ত ও উপাদান লইয়া পুরুষেচ্ছাই সৃষ্টি করেন।

---

reflection of the Supreme Lord Hari's Original Seed of Desire *(Kāma-bīja).* [8]

**Purport:** Being endowed with the creative desire, the Plenary Expansion of Kṛṣṇa, Saṅkarṣaṇa, takes the initiative in bringing about the creation of the mundane world. Taking the Form of the first Predominative Descent *(Puruṣāvatāra),* He reclines on the Causal Waters and casts a glance at Māyā.

That glance is instrumental in the cause of the creation. The twilight image of that reflected effulgence of the Almighty is effectively the organ of generation, Śambhu, which unites with the reproductive paraphernalia of Māyā, the shadow of the Ramā Potency. Then, the reflection of the Original Seed of Desire, *Kāma-bīja,* emerges as the *Mahat-tattva,* the great or universal seminal principle, and engages in the creative function. The initial manifestation of the desire created by Mahā-Viṣṇu is known as *Hiraṇmaya Mahat-tattva*; it is the mental principle of readiness for universal creation.

The inner conception here is that assuming both the



নিমিত্তই মায়া অর্থাৎ যোনি, এবং উপাদানই শম্ভু অর্থাৎ লিঙ্গ। মহাবিষ্ণু—পুরুষ অর্থাৎ ইচ্ছাময় কর্ত্তা। দ্রব্যময় প্রধানরূপ তত্ত্বই উপাদান, এবং আধারময় প্রকৃতি-তত্ত্বই মায়া। তদুভয়ের সংযোগকারী ইচ্ছাময়-তত্ত্বই প্রপঞ্চ-প্রকটনকারী শ্রীকৃষ্ণাংশরূপ পুরুষ। এই তিনই সৃষ্টিকর্ত্তা। গোলোকে যে কামবীজ, তাহা—বিশুদ্ধ চিন্ময়, এবং প্রপঞ্চে যে কামবীজ, তাহা—ছায়াশক্তিগত কাল্যাদি-শক্তির কামবীজ। প্রথমোক্ত কামবীজ—মায়ার আদর্শ হইয়াও অত্যন্ত দূরবর্ত্তী, এবং দ্বিতীয়োক্ত কামবীজ—মায়িক প্রতিফলন। পরবর্ত্তী দশম ও

---

instrumental and efficient causes *(nimitta-upādāna),* the Will of the Predominator or *Puruṣa* creates. The instrumental cause is personified as Māyā, who represents the female reproductive organ; the efficient cause is personified as Śambhu, who represents the male generative organ; and Mahā-Viṣṇu is the Predominator, or the Inaugurator by His Will.

The primordial ingredients or substance *(Pradhāna)* is efficient, while the female receptacle principle *(Prakṛti)* is Māyā; and the Willing Factor that unites them is the Manifestor of the illusory mundane world, the Predominator *(Puruṣa),* who is a Plenary Expansion of Kṛṣṇa. These three form the Agency of universal creation.

The Original Seed of Desire, *Kāma-bīja,* that exists in Goloka, is Pure Transcendental Cognition, and the seed of desire that exists in the material world is a manifestation of the shadow potency personified as Kāli and other forms. Despite being the prototype of Māyā, the Original Seed of Desire is infinitely distant from Māyā; the mundane seed of desire is an illusory reflection. The process of Śambhu's

পঞ্চদশ শ্লোকে শম্ভুর উদয়প্রক্রিয়া লিখিত হইয়াছে ॥৮॥

birth is described in verses ten and fifteen. [8]



लिङ्गयोन्यात्मिका जाता इमा माहेश्वरी प्रजाः ॥ ९ ॥

*liṅga-yony-ātmikā jātā imā māheśvarī prajāḥ [9]*

**অনুবাদ** । এই জগতের সমস্ত মাহেশ্বরী প্রজাই—লিঙ্গ-যোনিস্বরূপ ॥৯॥

**তাৎপর্য্য** । ভগবানের চতুষ্পাদ-বিভূতিই তাঁহার ঐশ্বর্য্য । তন্মধ্যে অশোক, অমৃত ও অভয়—এই ত্রিপাদ-বিভূতিই বৈকুণ্ঠ-গোলোকাদি-গত ঐশ্বর্য্য । এই মায়িক-জগতে দেব-মানবাদি, সকলেই সমস্ত-লোক-সহ মায়িক মহৈশ্বর্য্য-বিশেষ; সকল-বস্তুই উপাদান-নিমিত্ত-ভেদে লিঙ্গ-যোন্যাত্মক, অর্থাৎ লিঙ্গযোনি-সংযোগ-বিধানক্রমে উৎপন্ন । জড়ীয়বিজ্ঞানদ্বারা যত কিছু সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, সকলই এইরূপ সংযোগ-স্বভাব-সম্পন্ন; বৃক্ষ, লতা, এমন কি, সমস্ত জড়বস্তুই পুরুষ-প্রকৃতি-সংযোগস্বরূপ । বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, যদিও লিঙ্গ-যোন্যাদি শব্দসকল অশ্লীল, তথাপি বিজ্ঞান-শাস্ত্রে এইসকল তত্ত্বসূচক

**Translation:** The world's entire progeny in Māyā's kingdom is the embodiment of the sexual union of male and female organs. [9]

**Purport:** The Sovereignty of the Supreme Personality of Godhead covers the entire four quadrants of the Infinite Majesty of God. Lamentation, death and apprehension are absent in the three quadrants of the Lord's Majesty that are the Divine Abodes of Vaikuṇṭha, Goloka, etc. In this illusory world, all beings from gods to men, etc., along with all their planes of existence, are under the reign of Māyā; here, all that be is efficiently and instrumentally generated, that is, born of sexual union. With all the discoveries of material science, everything knowable is of sexual origin. Trees, plants and even insentient beings are all produced of the union of male and female.

বাক্য—অত্যন্ত উপাদেয় এবং অর্থপ্রসূ । অশ্লীলতা—কেবল সামাজিক-ব্যবহারগত ভাবমাত্র, কিন্তু বিজ্ঞান ও পরম-বিজ্ঞান সামাজিক-ব্যবহারকে অপেক্ষা করিয়া সত্যবস্তু ধ্বংস করিতে পারে না । সুতরাং জড়-জগতের মূলতত্ত্ব যে মায়িক কামবীজ, তাহা দেখাইতে হইলে অনিবার্য্যরূপে ঐসমস্ত শব্দই ব্যবহার্য্য হয় । এই সমস্ত শব্দের ব্যবহারদ্বারা কেবল পুরুষশক্তি অর্থাৎ কর্ত্তৃপ্রধান ক্রিয়াশক্তি এবং স্ত্রীশক্তি অর্থাৎ কর্ম্মপ্রধান ক্রিয়াশক্তি বুঝিতে হইবে ॥৯॥

---

It deserves mention here that although the allusion to male and female organs presupposes a kind of vulgarity, in a scientific context the exposition based on the principle of sexuality is most appropriate and excellent for its profoundness in illustrating elementary principles. The vulgarity felt is nothing more than a concept of social formality, but science and transcendental science cannot compromise the element of truth with mere social formality.

So the application is indispensable in expounding on the primordial principle of the material world, that is, the illusory seed of desire. The predominating potency or masculine active potency and the female potency or predominated active potency are all that is to be understood by the use of such terms herein. [9]



शक्तिमान् पुरुषः सोऽयं लिङ्गरूपी महेश्वरः ।
तस्मिन्नाविरभूल्लिङ्गे महाविष्णुर्जगत्पतिः ॥ १० ॥

---

*śaktimān puruṣaḥ so 'yaṁ liṅga-rūpī maheśvaraḥ*
*tasminn-āvir abhūl-liṅge mahāviṣṇur jagat-patiḥ [10]*

---

**অনুবাদ** । উপাদানময় পুরুষ লিঙ্গরূপী মহেশ্বর শম্ভুই—নিমিত্তাংশ-মায়ারূপ-শক্তি-যুক্ত । জগৎপতি মহাবিষ্ণু তাঁহাতে ঈক্ষণাংশে আবির্ভূত ॥১০॥

**তাৎপর্য্য** । চিদৈশ্বর্য্যপ্রধান পরব্যোমে কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন শ্রীনারায়ণ বিরাজমান । তাঁহার ব্যূহগত মহাসঙ্কর্ষণও শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবিগ্রহাংশ । তিনি চিচ্ছক্তিবলে একাংশে সৃষ্টিকালে চিজ্জগৎ ও মায়িক-জগতের মধ্যসীমা-রূপা বিরজায় নিত্য শয়ন করিয়া দূরস্থিতা ছায়া-রূপা মায়াশক্তির প্রতি ঈক্ষণ করেন । তৎকালে সেই চিদীক্ষণ-স্বরূপাভাসরূপ রুদ্ররূপী দ্রব্যশক্তিময় প্রধান-পতি শম্ভু

---

**Translation:** Maheśvara Śambhu, the male principle of the efficient cause representing the primal male organ, is united with the instrumental cause represented by his Māyā potency. Mahā-Viṣṇu, the Lord of the universe, partially advents within him by the casting of His glance. [10]

**Purport:** Śrī Nārāyaṇa, nondifferent from Kṛṣṇa, presides in the Paravyoma, the area of the Spiritual World predominated by majesty and reverence. Mahā-Saṅkarṣaṇa is one of Śrī Nārāyaṇa's Quadruple Expansions or *Catur-vyūha,* so even He is a Plenary Portion of Kṛṣṇa's Nārāyaṇa Form. By His Spiritual Potency, Mahā-Saṅkarṣaṇa's Plenary Expansion eternally reclines on the Virajā river, which is situated at the point midway between the Transcendental World and the mundane world; and at the time of universal creation He casts a glance at the distant shadow Māyā potency.

নিমিত্তাংশ-মায়ার সহিত সঙ্গ করেন, কিন্তু কৃষ্ণের সাক্ষাৎ চিদ্‌বলরূপ মহাবিষ্ণুর প্রভাব ব্যতীত কিছুই করিতে পারেন না। সুতরাং শিবশক্তিরূপা মায়া ও প্রধানগত উপাদান, এতদুভয়ের ক্রিয়া-চেষ্টায় কৃষ্ণাংশ অর্থাৎ কৃষ্ণাংশ-সঙ্কর্ষণের অংশ-রূপ মহাবিষ্ণু আদ্যাবতাররূপে অনুকূল হইলেই মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়। মহাবিষ্ণুর অনুকূলে শিবশক্তি ক্রমশঃ অহঙ্কার এবং আকাশাদি পঞ্চভূত, তন্মাত্র ও জীবের মায়িক ইন্দ্রিয়সকলকে সৃষ্টি করেন। মহাবিষ্ণুর কিরণকণরূপ অংশ-সমূহই জীবরূপে উদিত। তাহা পরে বিবৃত হইবে ॥১০॥

---

At that moment, the reflection of the Intrinsic Form of Godhead in the Form of His Divine glance—Śambhu, the lord of the *Pradhāna* or primordial material elements, the energy of which is personified by his Rudra form—unites with the mundane instrumental cause, Māyā; but he is unable to act without being empowered by Mahā-Viṣṇu, who represents the direct Divine Power of Kṛṣṇa. Therefore, the material seminal element *(Mahat-tattva)* can come forth only when Kṛṣṇa's Plenary Expansion, that is—the Primal *Avatāra* Mahā-Viṣṇu who is a Plenary Portion of Mahā-Saṅkarṣaṇa, who is a Plenary Expansion of Kṛṣṇa—sanctions the mutual function of Śiva's Māyā potency and the efficient causal primordial material elements.

With Mahā-Viṣṇu's sanction, the Śiva potency progressively creates ego *(ahaṅkāra)* and the five basic elements *(pañca-bhūta)* of ether, etc., the subtle form of their attributes (sense objects, *tanmātra*), and the mundane senses of the (conditioned) soul. The individual souls or *jīvas* emanate as particles of the rays of the Effulgence of Mahā-Viṣṇu. This will be elucidated later in this commentary. [10]



सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्।
सहस्रबाहुर्विश्वात्मा सहस्रांशः सहस्रसूः ॥ ११ ॥

---

*sahasra-śīrṣā puruṣaḥ sahasrākṣaḥ sahasra-pāt*
*sahasra-bāhur viśvātmā sahasrāṁśaḥ sahasra-sūḥ [11]*

---

অনুবাদ। সেই জগৎপতি মহাবিষ্ণুর সহস্র-সহস্র মস্তক, সহস্র-সহস্র লোচন, সহস্র-সহস্র চরণ, সহস্র-সহস্র বাহু, সহস্র-সহস্র অংশে সহস্র-সহস্র অবতার এবং তিনি বিশ্বাত্মা এবং সহস্র-সহস্র জনকে সৃষ্টি করেন ॥১১॥

তাৎপর্য্য। সেই সর্ব্ববেদ-স্তবনীয় মহাবিষ্ণু—অনন্ত-কারণশক্তি-বিশিষ্ট এবং অবতারসকলের মূল আদ্যাবতার পুরুষ ॥১১॥

---

**Translation:** That Lord of the universe, Mahā-Viṣṇu, possesses thousands upon thousands of Faces, thousands upon thousands of Eyes, thousands upon thousands of Feet, thousands upon thousands of Arms, thousands upon thousands of Incarnations in thousands upon thousands of Plenary Expansions; He is the Soul of the universe and the Creator of thousands upon thousands of living beings. [11]

**Purport:** Mahā-Viṣṇu, the Object of worship of the hymns of all the *Vedas,* is endowed with Infinite Senses and Potencies, and He is the Original *Avatāra* from whom all other *Avatāras* descend. [11]

नारायणः स भगवानापस्तस्मात् सनातनात्।
आविरासीत् कारणार्णो-निधिः सङ्कर्षणात्मकः।
योगनिद्रां गतस्तस्मिन् सहस्रांशः स्वयं महान्॥ १२॥

---

*nārāyaṇaḥ sa bhagavān āpas tasmāt sanātanāt*
*āvir āsīt kāraṇārṇo-nidhiḥ saṅkarṣaṇātmakaḥ*
*yoganidrāṁ gatas tasmin sahasrāṁśaḥ svayaṁ mahān [12]*

---

**অনুবাদ** । সেই মহাবিষ্ণুই মায়িক-জগতে 'নারায়ণ'-নামে উক্ত । সেই সনাতন-পুরুষ হইতেই কারণসমুদ্র-জল উৎপন্ন হইয়াছে । পরব্যোমস্থ-সঙ্কর্ষণাংশ সেই সহস্রাংশ পরম-পুরুষ ভগবান্ তাহাতে যোগনিদ্রা-গত হইয়া শয়ন করিয়া থাকেন ॥১২॥

**তাৎপর্য্য** । স্বরূপানন্দ-রূপ আনন্দ-সমাধিই 'যোগনিদ্রা' বলিয়া উক্ত হইয়াছে । পূর্ব্বোক্ত রমাদেবীই যোগমায়ারূপা 'যোগনিদ্রা' ॥১২॥

---

**Translation:** Mahā-Viṣṇu is known as 'Nārāyaṇa' in the mundane world. From this eternal Personality the water of the Causal Ocean is born. A Plenary Portion of Saṅkarṣaṇa of the Paravyoma, with thousands upon thousands of Plenary Expansions, He is the Supreme Personality of Godhead, the Supreme Male; for His Divine Sleep *(Yoga-nidrā)* He reclines upon those waters of the Causal Ocean. [12]

**Purport:** The Supreme Lord's Ecstatic Trance in the intrinsic Joy of His Own Self is called *Yoga-nidrā*. Ramādevī, mentioned previously, is Herself Yoganidrā Personified as Yogamāyā, the Divine Potency of the Lord. [12]



तद्रोमबिल-जालेषु बीजं सङ्कर्षणस्य च।
हैमान्यण्डानि जातानि महाभूतावृतानि तु॥ १३॥

---

*tad-roma-bila-jāleṣu bījaṁ saṅkarṣaṇasya ca*
*haimāny-aṇḍāni jātāni mahābhūtāvṛtāni tu [13]*

---

**অনুবাদ** । মহাবিষ্ণুর রোমবিবরসমূহে সঙ্কর্ষণের চিদ্‌বীজসমূহ অনন্ত-হৈমাণ্ডরূপে জাত হয়; সেই সকল হৈমাণ্ড মহাভূতদ্বারা আবৃত থাকে ॥১৩॥

**তাৎপর্য্য** । কারণার্ণবে শয়ান আদ্যাবতার পুরুষ এরূপ বৃহদ্ব্যাপার যে, তাঁহার শরীরের লোমকূপসমূহে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডবীজ উৎপন্ন হয় । ঐ ব্রহ্মাণ্ডচয় —চিজ্জগতের অনন্তধামের অনুকরণ; যতক্ষণ পুরুষাবতারের দেহে থাকে, ততক্ষণ তাহারা—চিদাভাসরূপ স্বর্ণাণ্ডের ন্যায়; অথচ, মহাবিষ্ণুর জগৎসঙ্কল্প-ক্রমে মায়িক-নিমিত্তোপাদানাংশ-গত মহাভূতগণের ভূতসূক্ষ্মাংশ তাহাদিগকে

---

**Translation:** The Divine Seeds of Saṅkarṣaṇa are born from the Pores of Mahā-Viṣṇu as infinite golden egg-cells; those golden cells are covered by the five predominant material elements. [13]

**Purport:** Such is the colossal magnitude of the function of the Primal *Avatāra* Personality who reclines on the waters of the Causal Ocean. Infinite billions of 'seeds,' each a universe, are produced from the cavities of His Bodily Pores. Those universes are copies of the Infinite Abode of the Spiritual World; as long as they remain within the Body of the *Puruṣāvatāra,* they are, as a lower or hazy aspect of Divinity *(Cidābhāsa),* something like golden eggs; but when Mahā-Viṣṇu decides to bring about the creation of this world, the subtle existence of the predominant material elements—which participates as a

আবরণ করিয়া থাকে। পুরুষের নিশ্বাসের সহিত সেই সকল হৈমাণ্ড বাহির হইয়া যখন মায়ার অসীম-প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে, তখন অপঞ্চীকৃত ভূতদ্বারা পরিবর্দ্ধিত হয় ॥১৩॥

---

factor of the Māyik instrumental and efficient causes—envelops them. Those golden 'cosmic eggs' emanate with the exhalation of the Supreme Personality, and when they enter into the unlimited womb-chamber of Māyā they are augmented by the unamalgamated five mundane elements (earth, water, fire, air and ether). [13]



प्रत्यण्डमेवमेकांशादेकांशाद्विशति स्वयम्।
सहस्रमूर्द्धा विश्वात्मा महाविष्णुः सनातनः ॥ १४ ॥

---

*praty-aṇḍam evam ekāṁśād ekāṁśād viśati svayam*
*sahasra-mūrddhā viśvātmā mahāviṣṇuḥ sanātanaḥ [14]*

---

**অনুবাদ**। সেই মহাবিষ্ণু প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক-এক-অংশে প্রবেশ করিলেন। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবিষ্ট তদীয়াংশসকল—তদীয় বিভূতিময় অর্থাৎ সনাতন মহাবিষ্ণুরূপে সহস্র-সহস্র-মস্তকবিশিষ্ট বিশ্বাত্মা ॥১৪॥

**তাৎপর্য্য**। কারণাব্ধিতে শয়ান মহাবিষ্ণু—মহা-সঙ্কর্ষণের অংশ; তাঁহা হইতে যত ব্রহ্মাণ্ড বাহির হইল, সে-সকল ব্রহ্মাণ্ডে স্বয়ং অংশরূপে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই প্রত্যেক-অংশই গর্ভোদকশায়ী পুরুষ এবং সর্ব্বভাবেই মহাবিষ্ণু-সদৃশ। তাঁহাকে সমষ্ট্যন্তর্য্যামি-পুরুষও বলা যায় ॥১৪॥

---

**Translation:** That Mahā-Viṣṇu enters into each and every universe (or cosmic egg) in His individual Plenary Portions. All those Divine Portions are His Supramundane Almighty Form—the Eternal Form of Mahā-Viṣṇu with thousands upon thousands of heads—the Soul of the universe. [14]

**Purport:** Mahā-Viṣṇu reclining on the Causal Ocean is the Plenary Portion of Mahā-Saṅkarṣaṇa; as many universes emanate from Him, He enters into every one of them as His Personal Portions. Every one of those Portions is the Garbhodakaśāyī *Puruṣa,* who is in all respects similar to Mahā-Viṣṇu. Garbhodakaśāyī Viṣṇu is known as the aggregate *Antaryyāmi* or the collective, omnipresent Super-soul of the universes. [14]

वामाङ्गादसृजद्विष्णुं दक्षिणाङ्गात् प्रजापतिम्।
ज्योतिर्लिङ्गमयं शम्भुं कूर्च्चदेशादवासृजत्॥ १५॥

*vāmāṅgād asṛjad viṣṇuṁ dakṣiṇāṅgāt prajāpatim*
*jyotir-lliṅgamayaṁ śambhuṁ kūrcca-deśād avāsṛjat [15]*

**অনুবাদ ।** সেই মহাবিষ্ণু স্বীয় বামাঙ্গ হইতে বিষ্ণুকে, দক্ষিণাঙ্গ হইতে প্রজাপতিকে এবং কূর্চ্চদেশ অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়-মধ্য হইতে জ্যোতির্লিঙ্গময় শম্ভুকে সৃষ্টি করিলেন ॥১৫॥

**তাৎপর্য্য ।** ব্যষ্ট্যন্তর্য্যামী ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষই শ্রীবিষ্ণু । হিরণ্যগর্ভরূপ ভগবদংশই প্রজাপতি; ইনি—চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মা হইতে পৃথক্; এই হিরণ্যগর্ভই অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক-ব্রহ্মার বীজতত্ত্ব। জ্যোতির্লিঙ্গময় শম্ভু—তদীয় মূলতত্ত্ব আদিলিঙ্গরূপ শম্ভুর (যাঁহার বিষয় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাঁহার) প্রভূত প্রকাশ-মাত্র । বিষ্ণু—মহাবিষ্ণুর স্বাংশতত্ত্ব, অতএব সর্ব্বমহেশ্বর; এবং প্রজাপতি ও শম্ভু—মহাবিষ্ণুর বিভিন্নাংশ, অতএব আধিকারিক দেববিশেষ । স্বীয় শক্তি বামে থাকেন বলিয়া শ্রীমহাবিষ্ণুর চিচ্ছক্তি শুদ্ধসত্ত্ব হইতেই বামাঙ্গে বিষ্ণুর উদয় । বিষ্ণুই ঈশ্বররূপে প্রত্যেক-জীবের অন্তর্য্যামী পরমাত্মা । বেদে 'অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ' বলিয়া তাঁহারই বর্ণন শুনা যায়; তিনিই পালনকর্ত্তা; কর্ম্মিলোকসমূহ তাঁহাকেই 'যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ' বলিয়া পূজা করেন এবং যোগিগণ 'পরমাত্মা' বলিয়া ধ্যান করত সমাধি প্রত্যাশা করেন ॥১৫॥

**Translation:** Mahā-Viṣṇu created Viṣṇu from His left side, Prajāpati from His right side, and He created Śambhu, the Divine manifested masculine effulgence, from between His Eyebrows. [15]

**Purport:** Here, Śrī Viṣṇu refers to the individual *Antar-yyāmi* or Supersoul present in the hearts of all *jīvas,* the Kṣīrodakaśāyī *Puruṣa* reclining on the ocean of milk. Prajā-pati or 'primal progenitor' as the Supreme Lord's Portion, Hiraṇyagarbha, is distinct from four-headed Brahmā in that he is the seed principle of all the Brahmās of the countless universes. The Divine manifested masculine effulgence form of Śambhu is the plenary manifestation of his origin, the original primal male generative Śambhu (who has been described previously).



Viṣṇu is the Plenary Expansion Entity *(Svāṁśa-tattva)* of Mahā-Viṣṇu, and thus He is *Sarvva-Maheśvara* or the Supreme Lord of all; and Prajāpati *Brahmā* and Śambhu are Mahā-Viṣṇu's separated parts *(vibhinnāṁśa),* and thus they are gods of delegated office. Since the Lord's Personal Potency always stays at His left side, Viṣṇu, who appears from Mahā-Viṣṇu's Transcendental Potency of Unalloyed Reality, appears from the left side of His Body.

Viṣṇu is the Supersoul present within the hearts of all *jīvas.* He is the Personality of Godhead described in the *Vedas* as being the measure of a thumb; He is the Pre-server; the *karmmīs* or elevationists worship Him as 'Yajñeśvara Nārāyaṇa' or the Lord of sacrifices, and the *yogīs* meditate on Him as *Paramātman,* desiring to become one with Him. [15]

अहङ्कारात्मकं विश्वं तस्मादेतद्व्यजायत ॥ १६ ॥

*ahaṅkārātmakaṁ viśvaṁ tasmād etad vyajāyata [16]*

অনুবাদ। জীবসম্বন্ধে শম্ভুর ক্রিয়া এই যে, সেই শম্ভু হইতেই অহঙ্কারাত্মক বিশ্ব উৎপন্ন হইয়াছে ॥১৬॥

তাৎপর্য্য। মূলতত্ত্বে ভগবত্তত্ত্ব—পৃথগভিমান-শূন্য সর্ব্বসত্ত্বময়। মায়িক-জগতে যে বিভিন্নাভিমানরূপ লিঙ্গের অর্থাৎ চিহ্নিত পৃথক্ সত্তার উদয় হয়, তাহা সেই শুদ্ধসত্তারই মায়িক প্রতিফলন এবং তাহাই আদি-শম্ভুরূপে রমাদেবীর বিকার-রূপ মায়িক-যোন্যাত্মক আধার-তত্ত্বে মিলিত; সে-সময়ে শম্ভু—কেবল-দ্রব্য-ব্যূহাত্মক উপাদান-তত্ত্ব মাত্র। আবার, যে সময়ে তত্ত্ববিকাশক্রমে প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশিত হয়, তখন ভ্রূদেশ-জাত শম্ভুতত্ত্বেও বিকাশরূপ রুদ্রতত্ত্ব উদিত

**Translation:** This world of mundane ego has been born of Śambhu. This is Śambhu's function in relationship with the *jīvas*. [16]

**Purport:** The most original unadulterated Entity is the Supreme Personality of Godhead, the All-Truth, free from any conception of separate egoism. The separate masculine organic egoism, that is, the separate symbolic existence that appears in the mundane world, is only an illusory reflection of that Pure Existence; and represented by the original Śambhu, that existence unites with the distorted representation of Ramādevī, the Māyik or mundane female womb receptacle principle; at that point, Śambhu is represented as the efficient cause only in terms of elementary matter. Again, when in the course of evolution all the universes are manifest the evolved conception of 'Rudra' also appears within the entity of Śambhu who is, as previously explained,



হয়; তথাপি সকল-অবস্থায়ই শম্ভুতত্ত্ব—অহঙ্কারাত্মক। পরমাত্মার চিৎকিরণ হইতে উদিত হইয়া চিৎকণ অনন্ত জীবসমূহ আপনাদিগকে 'ভগবদ্দাসমাত্র' অভিমান করিলে মায়িক-জগতের সহিত তাহাদের আর সম্বন্ধ থাকে না; তাহারা বৈকুণ্ঠগত হয়। সেই অভিমান ভুলিয়া তাহারা যখন মায়ার ভোক্তা হইতে চায়, তখনই সেই শম্ভুর অহঙ্কার-তত্ত্ব তাহাদের সত্তায় প্রবেশ করত তাহাদিগকে পৃথগ্‌ভোক্তৃতত্ত্ব করিয়া দেয়। সুতরাং শম্ভুই অহঙ্কারাত্মক বিশ্ব এবং জীবের মায়িক-দেহাত্মাভিমানের মূলতত্ত্ব ॥১৬॥

born from the brow of Mahā-Viṣṇu; however, the entity of Śambhu is constitutionally egoistic *(ahaṅkārātmaka)* in all circumstances.

When the endless *jīvas*—who are sparks of *Cit* or transcendental consciousness emanating from the *Cit*-rays of the *Paramātman*—identify themselves in the (pure) ego of exclusive servitors of the Supreme Lord, their relationship with the Māyik world no longer endures; they become members of the Vaikuṇṭha World. When they forget that ego and want to become enjoyers of Māyā, the egoistic principle of Śambhu enters their existence and gives them the frame of reference of being separate enjoyers.

Thus, Śambhu is the basic truth underlying the egoistic world and the mundane bodily ego of the *jīvas*. [16]

अथ तैस्त्रिविधैर्वेशैर्लीलामुद्वहतः किल।
योगनिद्रा भगवती तस्य श्रीरिव सङ्गता॥ १७॥

*atha tais trividhair veśair līlām udvahataḥ kila*
*yoganidrā bhagavatī tasya śrīr iva saṅgatā [17]*

**অনুবাদ** । তদনন্তর সেই মহাপুরুষ ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ড-প্রবিষ্ট বিষ্ণু, প্রজাপতি ও শম্ভু, এইরূপ ত্রিবিধ বেশ ধারণ করতঃ পালন, সৃষ্টি ও সংহার-রূপা লীলা করিতে থাকেন। এই লীলা—জড়ীয়-মায়ার অন্তর্গত; সুতরাং তুচ্ছ বলিয়া, ভগবানের নিজসত্তারূপ বিষ্ণু স্বীয় চিচ্ছক্তির অংশভূতা স্বরূপানন্দ-সমাধিময়ী ভগবতী যোগনিদ্রার সহিত সঙ্গ করেন ॥১৭॥

**তাৎপর্য্য** । বিভিন্নাংশগত প্রজাপতি ও শম্ভু, উভয়েই ভগবত্তত্ত্ব হইতে পৃথগভিমান-বশতঃ চিচ্ছক্তির ছায়াবিশেষ স্বীয় স্বীয় সাবিত্রী ও উমারূপা অপরা শক্তির সহিত বিলাস করেন। ভগবান্ বিষ্ণুই একমাত্র চিচ্ছক্তিরূপা রমার বা শ্রীর পতি ॥১৭॥

**Translation:** Thereafter, that Supreme Personality of Godhead, having entered the universe in the guises of Viṣṇu, Brahmā and Śambhu, enacts His pastimes of sustenance, creation and annihilation. These pastimes pertain to the mundane world; thus, since they are of a lower order, the Lord remains aloof, consorting with His Yoganidrā who is an Aspect of His Divine Potency in His Inherent Existence as Viṣṇu. She is the Female Embodiment of His Trance of Intrinsic Divine Ecstasy. [17]

**Purport:** As separated parts *(vibhinnāṁśa)* of the Entity of the Lord, both Prajāpati and Śambhu are within the purview of separate egoism and thus each consort with their own *alternate* potencies in the forms of Sāvitrī and



Umā. Only *Bhagavān,* the Supreme Personality of Godhead Viṣṇu, is the Lord of the Divine or *Cit*-Potency Personified in the Form of Ramā or Śrī. [17]

सिसृक्षायां ततो नाभेस्तस्य पद्मं विनिर्य्ययौ।
तन्नालं हेमनलिनं ब्रह्मणो लोकमद्भुतम्॥ १८ ॥

*sisṛkṣāyāṁ tato nābhes tasya padmaṁ viniryyayau*
*tan-nālaṁ hema-nalinaṁ brahmaṇo lokam adbhutam [18]*

**অনুবাদ** । গর্ভোদকশায়ি-বিষ্ণুর সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইলে তদীয় নাভি হইতে এক হেমপদ্মের উদয় হয়। সেই নাল-যুক্ত সুবর্ণ-পদ্মই ব্রহ্মার আবাস-স্থানরূপ ব্রহ্মালোক বা সত্যলোক ॥১৮॥

**তাৎপর্য্য** । এস্থলে 'স্বর্ণ'-শব্দে চিদাভাস ॥১৮॥

**Translation:** When Garbhodakaśāyī Viṣṇu desires to create the universe, a golden lotus flower appears from His Navel. Situated on a stem, that lotus is Brahmaloka or Satyaloka, the abode of Lord Brahmā. [18]

**Purport:** Here the word 'gold' refers to *cidābhāsa*—the hazy aspect or reflection of Divinity. [18]



तत्त्वानि पूर्व्वारूढानि कारणानि परस्परम्।
समवायाप्रयोगाच्च विभिन्नानि पृथक् पृथक्॥
चिच्छक्त्या सज्जमानोऽथ भगवानादिपूरुषः।
योजयन् मायया देवो योगनिद्रामकल्पयत्॥ १९ ॥

*tattvāni pūrvvārūḍhāni kāraṇāni parasparam*
*samavāyāprayogāc ca vibhinnāni pṛthak pṛthak*
*cic-chaktyā sajjamāno 'tha bhagavān ādi-pūruṣaḥ*
*yojayan māyayā devo yoganidrām akalpayat [19]*

**অনুবাদ** । পঞ্চীকরণের পূর্ব্বে মূল-ভূতসকল রূঢ়ভাবে ভিন্নভিন্ন রূপে পৃথক্ পৃথক্ ছিল। একত্রীকরণ বা সমবায়ের অপ্রয়োগই তাহার কারণ। আদিপুরুষ ভগবান্ মহাবিষ্ণু স্বীয় চিচ্ছক্তি-সঙ্গদ্বারাই মায়াকে চালনপূর্ব্বক সমবায়-প্রয়োগ-দ্বারা সেই পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্বগুলিকে যোগ করতঃ সৃষ্টি করিলেন। তাহা করিয়া স্বয়ং চিচ্ছক্তি-সম্ভোগরূপ যোগনিদ্রা-রত রহিলেন ॥১৯॥

**তাৎপর্য্য** । "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।" এই গীতাবাক্যের

**Translation:** Prior to their amalgamation, the five predominant material elements remained in their crude state, separate in different forms. At this point, the process of combining them had not yet ensued. By associating with His Divine Potency, the Primeval Personality of Godhead Mahā-Viṣṇu moved Māyā and united those separate elements by His process of amalgamating or harmonizing them, and executed the creation of the material world. And He remained absorbed in Yoganidrā, which is His consorthood with His Divine Potency. [19]

**Purport:** मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् । *mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sacarācaram:* "All moving and nonmoving

তাৎপর্য্য এই যে, আদৌ চিচ্ছক্তির ছায়ারূপা মায়া নিশ্চলা ছিল এবং তাহার উপাদানাংশগত দ্রব্যব্যূহও পৃথক্ পৃথক্ অসংযুক্ত ছিল। কৃষ্ণেচ্ছায় অর্থাৎ মহাবিষ্ণুর বিক্রমে সেই মায়ার নিমিত্তাংশ ও উপাদানাংশ সংযোজিত হওয়ায় কার্য্যরূপি-জগৎ প্রকটিত হইল। তাহা হইলেও ভগবান্ স্বয়ং তৎসম্বন্ধে চিচ্ছক্তি-যোগনিদ্রা-যুক্ত রহিলেন। 'যোগনিদ্রা' বা 'যোগমায়া'-শব্দে এইরূপ বুঝিতে হইবে;—চিচ্ছক্তির স্বভাব প্রকাশময়, কিন্তু তাহার ছায়ার স্বভাব—জড়-তমোময়। কৃষ্ণের যখন জড়-তমোময়-ব্যাপারে কিছু প্রকাশ করিতে ইচ্ছা হয়, তখন স্বীয় চিচ্ছক্তি-বিক্রমকে নিশ্চলা ছায়ারূপা মায়াতে যোগ করিয়া সেই কার্য্য সম্পাদন করেন; তাহাই 'যোগমায়া'। তাহাতে দুই-প্রকার প্রতীতি

---

beings are created by Mother Nature, according to My direction." The purport of this statement in *Śrī Gītā* is as follows. Initially, Māyā, the shadow of the *Cit* Potency or Divine Potency, was inactive; also, the elements of her expanse of ingredients that would form the efficient cause of creation were separate and unamalgamated. By Kṛṣṇa's will, that is, by the agency of the Power of Mahā-Viṣṇu, the instrumental and efficient parts of Māyā were united, and the effect in the form of the material world was manifest. Despite that, throughout that entire function the Supreme Lord Himself remained united with His Divine Potency, Yoganidrā.

The word 'Yoganidrā' or 'Yogamāyā' should be understood as follows: the nature of the Divine Potency is illuminating or revelatory, while the nature of Her shadow potency is to manifest the darkness of mundane ignorance. When Kṛṣṇa wishes to illuminate or reveal something in the affairs of the material world of darkness, He executes



আছে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠনিষ্ঠ-প্রতীতি ও জড়তমোনিষ্ঠ-প্রতীতি। কৃষ্ণ, কৃষ্ণের স্বাংশ ও শুদ্ধ বিভিন্নাংশ-জীবসকল ঐ কার্য্যে বৈকুণ্ঠনিষ্ঠ-প্রতীতি অনুভব করেন; আর জড়বদ্ধ জীবগণ ঐ কার্য্যে জড়তমো-নিষ্ঠ-প্রতীতি অনুভব করেন। জড়বদ্ধ-জীবের অনুভব-ক্রিয়ায় চিদনুভবের যে আবরণ, তাহারই নাম—'যোগনিদ্রা'; ইহাও ভগবচ্ছক্তিপ্রভাব। এই তত্ত্ব পরে আরও বিশদরূপে বিচারিত হইবে ॥১৯॥

---

the task by contacting *(yoga)* the inert shadow of Māyā with the Super-Power of His Divine Potency; and this is the constitution of 'Yogamāyā.'

Herein are two connotations—the Vaikuṇṭha connotation and the worldly, ignorant connotation. Kṛṣṇa, Kṛṣṇa's Plenary Expansions *(Svāṁśa),* and those of His separated particles or souls *(vibhinnāṁśa-jīvas)* that are completely pure, experience the Vaikuṇṭha connotation in that revelation, while the materially conditioned souls feel a mundane, ignorant connotation. A screen veils the spiritual experience in the perceptual faculties of the materially conditioned souls, and this screen goes by the name 'Yoganidrā'; this is also the influence of the Potency of the Supreme Lord. This principle will be dealt with more elaborately later. [19]

योजयित्वा तु तान्येव प्रविवेश स्वयं गुहाम्।
गुहां प्रविष्टे तस्मिंस्तु जीवात्मा प्रतिबुध्यते ॥ २० ॥

*yojayitvā tu tāny eva praviveśa svayaṁ guhām*
*guhāṁ praviṣṭe tasmiṁs tu jīvātmā pratibudhyate [20]*

**অনুবাদ** । সেইসকল পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্বকে যোজন করিয়া অনন্ত মায়িক-ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করতঃ তিনি স্বয়ং 'গুহায়' অর্থাৎ প্রত্যেক বিরাড়্বিগ্রহের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিলেন । তৎকালে প্রলয়-কালীন-নিদ্রাগত জীবসমূহ প্রতিবুদ্ধ অর্থাৎ জাগ্রত হইল ॥২০॥

**তাৎপর্য্য** । শাস্ত্রে অনেকস্থলে 'গুহা'-শব্দের অনেক অর্থ । কোন-স্থলে অপ্রকটলীলাকে 'গুহা' বলিয়াছেন, কোন-স্থলে বা ব্যষ্টি-অন্তর্য্যামীর স্থানকে 'গুহা' বলিয়াছেন; এবং অনেক-স্থলে প্রতিজীবের হৃদয়বিবরকে 'গুহা' বলিয়াছেন; মূল কথা এই যে, সাধারণের অপ্রকাশিত স্থানই 'গুহা' । জীবাত্মা অর্থাৎ পূর্ব্বকল্পে যেসকল জীব মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার জীবনাবসানে হরিতে লয়প্রায়

**Translation:** Amalgamating all those disjointed elements, He manifested endless mundane universes and Personally entered into the *guhā,* that is, He entered the inner region of the aggregate of universal forms. At that time, the *jīvas* who slept at the cataclysm were awakened. [20]

**Purport:** The word *guhā* has been given many interpretations in the Scriptures. In certain places the unmanifest Pastimes of the Lord have been referred to as *guhā,* and elsewhere the place of location of the individual Supersoul of each universe has been referred to as *guhā*; also in many places, the innermost recess of each *jīva's* heart has been called *guhā.* The basic point is that any place that is unrevealed to the general observer is known as *guhā.*



ছিল, তাঁহারা পূর্ব্ব-কর্ম্মবাসনানুসারে পুনরায় জগতে প্রকাশিত হইলেন ॥২০॥

In the previous millennium, all the *jīvas* that were merged in the Body of the Supreme Lord Hari during the great universal devastation that occured at the end of Lord Brahmā's lifetime were again manifest in the world in positions according to the impulses of their previous worldly actions or *karmma (jīvātmā pratibudhyate).* [20]

स नित्यो नित्यसम्बन्धः प्रकृतिश्च परैव सा ॥ २१ ॥

*sa nityo nitya-sambandhaḥ prakṛtiś ca paraiva sā [21]*

**অনুবাদ।** সেই জীব—নিত্য এবং ভগবানের সহিত অনাদি-অনন্তকালব্যাপী নিত্যসম্বন্ধবিশিষ্ট; তিনি—পরা-প্রকৃতি ।।২১।।

**তাৎপর্য্য।** সূর্য্য ও তদীয় রশ্মিজালের যেরূপ নিত্যসম্বন্ধ, চিন্ময়-সূর্য্য ভগবান্ ও জীবগণেরও সেইরূপ নিত্যসম্বন্ধ। জীবগণ—তাঁহার চিৎকিরণকণ, সুতরাং মায়িক বস্তুর ন্যায় তাঁহারা অনিত্য নহেন। কিরণকণত্ব-প্রযুক্ত জীবগণ কৃষ্ণের গুণগণের কণস্বরূপ লাভ করিয়াছেন; সুতরাং জীব—জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞাতৃস্বরূপ, অহংতা-ভাবস্বরূপ, ভোক্তৃস্বরূপ, মন্তৃস্বরূপ ও কর্ত্তৃস্বরূপ। কৃষ্ণ—বিভু, আর জীব—অণু, ইহাই পরস্পর ভেদ-লক্ষণ। নিত্যসম্বন্ধ এই যে, জীব—নিত্য ভগবদ্দাস এবং ভগবান্—তাহার নিত্য প্রভু। ভগবদ্রস-সম্বন্ধেও

**Translation:** The *jīva* is eternal, and has an eternal relationship with the Lord for beginningless and endless time; he is of the superior or transcendental energy. [21]

**Purport:** As there is a perpetual relationship between the sun and its rays of effulgence, the Supreme Lord and the *jīvas* similarly have an eternal relationship. The *jīvas* are atomic particles of His rays of consciousness or Divine Potency, and thus they are not temporary like any mundane substance. Being particles of the rays of His Effulgence, they have inherited a minute proportion of Kṛṣṇa's Qualities; therefore, the *jīva* is an embodiment of perception, the perceiver, egoism, the enjoyer, the thinker and the doer.

The mutual distinction between Kṛṣṇa and the *jīva* is that Kṛṣṇa is Almighty while the *jīva* is atomic. Their eternal relationship is that the *jīva* is the eternal servitor of the



জীবের যথেষ্ট অধিকার। "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।"—এই গীতাবাক্যের দ্বারা, জীব যে কৃষ্ণের পরা-প্রকৃতি, তাহা জানা যাইতেছে; শুদ্ধ জীবাত্মার সমস্ত গুণই অপরা-প্রকৃতিগত অহঙ্কারাদি অষ্টগুণের অতীত; সুতরাং জীবশক্তি ক্ষুদ্রা হইলেও মায়া অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা। এই শক্তির অপর নাম—তটস্থা-শক্তি অর্থাৎ ইহা—মায়া ও চিৎতত্ত্বের মধ্যরেখায় অবস্থিতা; অণুত্বপ্রযুক্ত মায়াবশ-যোগ্যা, কিন্তু মায়ার প্রভু কৃষ্ণের বশীভূত থাকিলে আর মায়াবশ হইতে হয় না। অনাদি-মায়াবদ্ধ-জীবেরই সংসার-ক্লেশ ও পুনরাবৃত্তি ।।২১।।

Supreme Lord, and the Lord is his Eternal Master. The *jīva* is also endowed with ample eligibility in respect to *Rasa* or a Divine Ecstatic Relationship with the Lord.

The statement of *Śrī Gītā* अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परम्। *apareyam itas tv anyāṁ prakṛtiṁ vidhi me parām* informs us that the *jīvas* are of Kṛṣṇa's superior or transcendental energy; all the qualities of the pure soul are transcendental to the eight material qualities of ego, etc. Therefore, the *jīva*-potency, despite the minuteness of its magnitude, is constitutionally superior to illusion or *māyā.*

Another name of the *jīva*-potency is *taṭasthā-śakti,* or 'marginal potency,' being that he is located on the line of demarcation between the plane of Māyā and Divinity; due to his minuteness he is prone to be captivated by illusion, but when he remains submissive to Kṛṣṇa, the Master of Māyā, he is no longer susceptible to the thralldom of Māyā. The conditioned soul who is captivated by Māyā since time immemorial must undergo worldly tribulation and sorrow, and be reborn again and again. [21]

एवं सर्व्वात्मसम्बन्धं नाभ्यां पद्मं हरेरभूत्।
तत्र ब्रह्माभवद्भूयश्चतुर्व्वेदी चतुर्म्मुखः ॥ २२ ॥

*evaṁ sarvvātma-sambandhaṁ nābhyāṁ padmaṁ harer abhūt*
*tatra brahmābhavad bhūyaś caturvvedī caturmmukhaḥ [22]*

**অনুবাদ** । বিষ্ণুর নাভিদেশে যে পদ্ম উদিত হয়, তাহাই সর্ব্বাত্মসম্বন্ধযুক্ত । চতুর্ম্মুখ চতুর্ব্বেদী ব্রহ্মা সেই পদ্মে উদিত হন ॥২২॥

**তাৎপর্য্য** । গুহা-প্রবিষ্ট পুরুষ হইতে সমষ্টি-জীবাধিষ্ঠানরূপ সেই পদ্ম উদিত । সমষ্টি-দেহাভিমানী হিরণ্যগর্ভরূপ মূল-ব্রহ্মা হইতেই ভোগবিগ্রহরূপ চতুর্ম্মুখ-ব্রহ্মার জন্ম । ব্রহ্মার যেরূপ আধিকারিক-দেবত্ব, তদ্রূপ বিভিন্নাংশরূপে কৃষ্ণাংশত্বও সিদ্ধ ॥২২॥

**Translation:** The lotus that appears from the Navel of Viṣṇu is linked in the relativity of all souls. Four-headed Brahmā, the knower of the four *Vedas,* takes his birth within that lotus. [22]

**Purport:** That lotus, which is the residence of the aggregate *jīvas,* appears from the *Puruṣa* omnipresent within the universal forms. The personification of worldly pleasure, four-headed Brahmā, is born from the Original Brahmā, Hiraṇyagarbha, who represents the aggregate *jīvas* in conditioned bodily existence. Thus, the position of Lord Brahmā is elucidated: as a god of delegated power, he similarly has the property of being a part of Kṛṣṇa as a separated portion *(vibhinnāṁśa).* [22]



सञ्जातो भगवच्छक्त्या तत्कालं किल चोदितः।
सिसृक्षायां मतिं चक्रे पूर्व्वसंस्कारसंस्कृतम्।
ददर्श केवलं ध्वान्तं नान्यत् किमपि सर्व्वतः ॥ २३ ॥

*sañjāto bhagavac-chaktyā tat-kālaṁ kila coditaḥ*
*sisṛkṣāyāṁ matiṁ cakre pūrvva-saṁskāra-saṁskṛtam*
*dadarśa kevalaṁ dhvāntaṁ nānyat kim api sarvvataḥ [23]*

**অনুবাদ** । উৎপন্ন হইয়া ভগবচ্ছক্তি-পরিচালিত ব্রহ্মা পূর্ব্ব-সংস্কারানুসারে সৃষ্টিবিষয়ে মতি করিলেন, কিন্তু সর্ব্বদিকে অন্ধকার ব্যতীত কিছুই দেখিতে পাইলেন না ॥২৩॥

**তাৎপর্য্য** । ব্রহ্মার সৃষ্টি-চেষ্টা কেবল পূর্ব্বসংস্কার-ক্রমেই হয় । সকলজীবই পূর্ব্ব-সংস্কারানুসারে স্বভাব লাভ করিয়া থাকেন; সেই স্বভাবানুসারেই জীবের চেষ্টার উদয় হয়,—ইহাকেই 'অদৃষ্ট' বা 'কর্ম্মফল' বলে । পূর্ব্বকল্পে তিনি যে-সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তদনুসারেই তাঁহার স্বভাব-চেষ্টা হয় । কোন-কোন যোগ্যজীবের ব্রহ্মত্ব-লাভও এইরূপেই হয় ॥২৩॥

**Translation:** Upon his birth, Lord Brahmā, directed by the Potency of the Supreme Lord, contemplated the matter of creation according to the tendencies shaped by his previous lives *(pūrvva-saṁskāra)*; but he could see nothing but darkness in all directions. [23]

**Purport:** Lord Brahmā's attempt to create is only the result of impulses shaped by his previous situations. Every *jīva* accrues a nature and personality according to such a process, and by dint of that nature the *jīva's* attempts take shape. This is known as the 'unseen' or the 'fruit of action' *(karmma-phala).* Lord Brahmā's natural impulse ensues by dint of his deeds in the previous age. In the same way, certain eligible *jīvas* also attain to the post of Brahmā. [23]

उवाच पुरतस्तस्मै तस्य दिव्या सरस्वती।
कामकृष्णाय गोविन्द-ङे गोपीजन इत्यपि॥
वल्लभाय प्रिया वह्नेर्मन्त्रं ते दास्यति प्रियम्॥ २४॥

*uvāca puratas tasmai tasya divyā sarasvatī*
*kāma-kṛṣṇāya govinda-ṅe gopījana ity api*
*vallabhāya priyā vahner mantraṁ te dāsyati priyam [24]*

**অনুবাদ।** শ্রীভগবানের দিব্যা সরস্বতী তখন সর্ব্বদিকে অন্ধকার-দ্রষ্টা ব্রহ্মাকে এইরূপ বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! "ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা"—এই মন্ত্রই তোমার অভীষ্ট সিদ্ধি করাইবে ।।২৪।।

**তাৎপর্য্য।** কামবীজ-সংযুক্ত অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রই সর্ব্বোত্তম। ইহার দুইপ্রকার প্রবৃত্তি; একপ্রকার প্রবৃত্তি এই যে, শুদ্ধ-জীবকে পরম-চিত্তাকর্ষক গোকুলপতি এবং গোপীজনপতি কৃষ্ণের প্রতি ধাবমান করায়;—ইহাই জীবের চিৎপ্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা। সাধক নিষ্কাম হইলে এইরূপ সিদ্ধ প্রেমফল প্রাপ্ত হন; কিন্তু

**Translation:** Then the Divine Vibration of the Supreme Personality of Godhead, Divyā Saraswatī, said to Brahmā as he was seeing darkness all around, "O Brahman, क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा *klīṁ kṛṣṇāya govindāya gopījana-vallabhāya svāhā*—this *Mantra* will bring about the fulfillment of all your cherished desires." [24]

**Purport:** The *Mantra* of eighteen syllables including the Seed of Aspiration *(Klīṁ)* is supreme. It has two attributes, one of which is to impell the pure soul towards the Supreme Charmer of the heart, Kṛṣṇa—the Lord of Gokula, the Lord of the Gopīs. This is the acme of the soul's divine pursuit. When the devotee practitioner becomes free from selfish desire, he can attain to the perfection of Divine Love,



সকাম-সাধকের পক্ষে এই সর্ব্বোত্তম মন্ত্র অভীষ্টদায়ক হয়। চিদ্বিষয়ে কাম-বীজ—গোলোকস্থিত-পদ্মমধ্যে নিহিত এবং জড়বিষয়ে প্রতিফলিত কামবীজ মায়িক জগতে সর্ব্বপ্রকার-কাম-প্রদ ।।২৪।।

*Prema,* in this way. Yet in the case of the practitioner who harbours some personal desires, this supreme *Mantra* fulfills those desires too. In the Divine concept, the Seed of Aspiration is intrinsic within the Lotus of Goloka; and the seed of desire reflected in material objects fulfills all kinds of desires in the Māyik world. [24]

तपस्त्वं तप एतेन तव सिद्धिर्भविष्यति ॥ २५ ॥

*tapas tvaṁ tapa etena tava siddhir bhaviṣyati [25]*

**অনুবাদ** । হে ব্রহ্মন্! এই মন্ত্রের সহিত তপ(স্যা) কর, তাহা হইলেই তোমার সকল-সিদ্ধি হইবে ॥২৫॥

**তাৎপর্য্য** । ইহার তাৎপর্য্য স্পষ্টই ॥২৫॥

**Translation:** "O Brahman, execute penance while contemplating upon this *Mantra,* and you will attain to all perfection." [25]

**Purport:** The purport is self-evident. [25]



अथ तेपे स सुचिरं प्रीणन् गोविन्दमव्ययम्।
श्वेतद्वीपपतिं कृष्णं गोलोकस्थं परात्परम्॥
प्रकृत्या गुणरूपिण्या रूपिण्या पर्य्युपासितम्।
सहस्रदलसम्पन्ने कोटिकिञ्जल्कबृंहिते॥
भूमिश्चिन्तामणिस्तत्र कर्णिकारे महासने।
समासीनं चिदानन्दं ज्योतीरूपं सनातनम्॥
शब्दब्रह्ममयं वेणुं वादयन्तं मुखाम्बुजे।
विलासिनीगणवृतं स्वैः स्वैरंशैरभिष्टुतम्॥ २६ ॥

*atha tepe sa suciraṁ prīṇan govindam avyayam*
*śvetadvīpa-patiṁ kṛṣṇaṁ goloka-sthaṁ parātparam*
*prakṛtyā guṇa-rūpiṇyā rūpiṇyā paryyupāsitam*
*sahasra-dala-sampanne koṭi-kiñjalka-bṛṁhite*
*bhūmiś cintāmaṇis tatra karṇikāre mahāsane*
*samāsīnaṁ cidānandaṁ jyotīrūpaṁ sanātanam*
*śabda-brahmamayaṁ veṇuṁ vādayantaṁ mukhāmbuje*
*vilāsinīgaṇavṛtaṁ svaiḥ svair aṁśair abhiṣṭutam [26]*

**অনুবাদ** । সেই ব্রহ্মা গোবিন্দের প্রসন্নতা-লাভের বাসনায় বহুকাল যাবৎ শ্বেতদ্বীপ-পতি গোলোকস্থ-কৃষ্ণের তপস্যা করিতে লাগিলেন । তাঁহার ধ্যান এইরূপ;—চিন্তামণি-ভূমিতে সহস্র-দল-সম্পন্ন কোটি-কেশর-দ্বারা সম্বর্দ্ধিত এক পদ্ম অবস্থিত; তাহার কর্ণিকারে এক মহাসন বর্ত্তমান । তদুপরি চিদানন্দ-

**Translation:** Desiring to attain the Grace of Govinda, Brahmā took up practising long penance for the pleasure of that Lord of Śvetadvīpa, who is none other than Kṛṣṇa in Goloka. Brahmā's meditation followed in this line: in the Land made of wish-fulfilling gems is a thousand-petalled Lotus Flower that blooms with millions of stamens.

জ্যোতীরূপ সনাতন শ্রীকৃষ্ণ সমাসীন । তাঁহার মুখাম্বুজে শব্দব্রহ্মময় বেণু সুগীত হইতেছে, এবং তিনি—বিলাসিনী গোপীগণ (কর্ত্তৃক পরিবৃত) ও নিজ-নিজ-অংশ-বিলাসরূপ পরিকরগণেরদ্বারা অভিষ্টুত । সেই উপাস্য-বস্তুকে গুণময়ী রূপধারিণী প্রকৃতি (বাহিরে থাকিয়া) উপাসনা করিতেছেন ।।২৬।।

**তাৎপর্য্য** । ধ্যাত বিষয় যদিও সম্পূর্ণ চিন্ময়, তথাপি নিজের রজোগুণ-স্বভাব-বশতঃ গুণরূপিণী অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণরূপিণী দুর্গাদি-রূপধারিণী অপরাশক্তিরূপা মায়া পূজ্যভাবে কৃষ্ণকে ধ্যান করিয়াছিলেন । যেখানে হৃদয়ে জড়কাম আছে, সেখানে মায়াদেবীর উপাস্য-তত্ত্বই পূজনীয় । তথাপি মায়াদেবীর পূজা না করিয়া তাঁহার উপাস্য-বিষয়ের পূজা করাই অভীষ্টসিদ্ধির হেতু ।

---

In the centre of the Lotus there is a Grand Throne, upon which the Eternal Śrī Kṛṣṇa, the Embodiment of the Effulgence of Divine Loving Ecstasy, is seated. On His Lotus Lips the Flute of Transcendental Sound is vibrating sonorously, and His Glories are sung by the Gopīs of His Pastimes (who surround Him), along with the Gopīs' Associates who are their respective Personal Expansions.

As the Supreme Worshippable Object, He is worshipped (from outside) by *Prakṛti* (Māyā), who is the embodiment of material qualities *(guṇas)*. [26]

**Purport:** Māyā's nature is materially active *(rājasik),* and she assumes the forms of Durgā, etc., embodying the qualities of material truth, activation and inertia or *sattva, rajaḥ* and *tamoguṇa;* however, the Object of her meditation is completely Transcendental, and thus Māyā—the embodiment of the inferior potency—meditates upon Kṛṣṇa with a reverential or worshipful attitude.

Whoever has material hankering in the heart should wor-



"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ । তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ।।" এই ভাগবত-বাক্যের অর্থ এই যে, যদিও ভগবদ্‌বিভূতিরূপ অন্যান্য দেবতা—কোন কোন বিশেষ-ফলের দাতা, তথাপি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সেই সেই দেবতার পূজা না করিয়া সর্ব্বফল-প্রদানে শক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বরকেই দৃঢ়ভক্তির সহিত যজন করিবেন । ব্রহ্মা তদনুসারে দূর হইতে মায়াদেবীর উপাস্য-তত্ত্বরূপ গোলোকবিলাসী কৃষ্ণকে ধ্যান করিয়াছিলেন । অন্যাভিলাষিতা-শূন্যা শুদ্ধভক্তিই নিষ্কামভক্তি, আর ব্রহ্মাদির যে ভক্তি, তাহা—সকাম । সকাম ভক্তিতেও একপ্রকার নিষ্কাম অবস্থা আছে, তাহা এই গ্রন্থের শেষভাগে

---

ship Māyādevī's Object of worship. Even without worshipping Māyādevī, they will attain success by worshipping Māyādevī's Object of worship. The purport of the *Śrīmad-Bhāgavatam* verse अकामः सर्व्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरषं परम् ।। *akāmaḥ sarvva-kāmo vā mokṣa-kāma udāradhīḥ, tīvreṇa bhaktiyogena yajeta puruṣaṁ param* is that although the various demigods as expansions of the power of the Supreme Lord are the bestowers of certain rewards, an intelligent person nonetheless worships with resolute Devotion the Supreme Godhead, who is replete with the Potency to bestow all fruits.

Thus Brahmā meditated upon Māyādevī's reverentially worshipful Truth, Kṛṣṇa, the Supreme Enjoyer of His Pastimes in Goloka. Pure Devotion that is free from all kinds of fleeting desires is *niṣkāma-bhakti,* or Devotion devoid of vested interest or selfishness; the devotion of Brahmā and personalities of his general calibre is *sakāma* or possessing some personal interest. Still, even within such devotion with vested interest there is a selfless stage, and this will

পঞ্চশ্লোকে বিস্তারিত হইয়াছে। বদ্ধজীবের স্বরূপসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাই সুলভ ভজন ।।২৬।।

---

be elucidated in the last five verses of this Holy Book. As long as one has not attained to *svarūpa-siddhi* or perfection in one's divine self, the method given herein is the convenient way of rendering Devotional Service for the fallen conditioned soul. [26]



अथ वेणुनिनादस्य त्रयीमूर्त्तिमयी गतिः ।
स्फुरन्ती प्रविवेशाशु मुखाब्जानि स्वयम्भुवः ॥
गायत्रीं गायतस्तस्मादधिगत्य सरोजजः ।
संस्कृतश्चादिगुरुणा द्विजतामगमत्ततः ॥ २७ ॥

---

*atha veṇu-ninādasya trayī-mūrttimayī gatiḥ*
*sphurantī praviveśāśu mukhābjāni svayambhuvaḥ*
*gāyattrīṁ gāyatas tasmād adhigatya sarojajaḥ*
*saṁskṛtaś cādiguruṇā dvijatām agamat tataḥ [27]*

---

**অনুবাদ** । তদনন্তর ত্রয়ীমূর্ত্তিময়ী অর্থাৎ ওঁকারময়ী গায়ত্রী শ্রীকৃষ্ণের সুছন্দগতিময় বেণুধ্বনিরূপে বিনির্গত হইয়া ব্রহ্মার কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ পূর্ব্বক অতিশীঘ্র তাঁহার মুখপদ্মে স্ফূর্ত্তিলাভ করিল । পদ্মযোনি সেই গীত-নিঃসৃতা গায়ত্রী প্রাপ্ত হইয়া আদিগুরু ভগবানের দ্বারা সংস্কৃতি লাভ করত দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইলেন ।।২৭।।

**তাৎপর্য্য** । কৃষ্ণের মুরলীনাদ—সচ্চিদানন্দময়-শব্দবিশেষ, সুতরাং সমস্ত-বেদের আদর্শ তাহাতে বর্ত্তমান । গায়ত্রী—একটি বৈদিক ছন্দঃ; তাহাতে

---

**Translation:** Thereafter, the Gāyattrī of threefold Form, that is, of the Form of *Oṁkāra (A-u-m)*, emanated as the beautiful harmonious sequence of the Song of Śrī Kṛṣṇa's Flute. Entering the ears of Brahmā, it was swiftly manifest within his lotus mouth. Thus Brahmā, who was born of the lotus flower, received Gāyattrī as it emanated from the Divine Flute-Song of Śrī Kṛṣṇa, and so he was initiated by the Supreme Lord, the Original Guru, and elevated to the status of twice-born *(dvija)*. [27]

**Purport:** The Divine Vibration of Kṛṣṇa's Flute is a Sound of Truth, Cognizance and Ecstasy *(Saccidānandamaya)*, and

সংক্ষেপে একটি ধ্যান ও প্রার্থনা থাকে । কাম-গায়ত্রী আবার—সমস্ত-গায়ত্রীর মধ্যে শ্রেষ্ঠা, কেননা, তাহাতে যে ধ্যান ও প্রার্থনা আছে, তাহা সম্পূর্ণ চিদ্বিলাসময়; সেরূপ আর কোন গায়ত্রীতে নাই। অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রের পর যে গায়ত্রী লাভ হয়, সে কাম-গায়ত্রী; তাহা এই—"ক্লীং কামদেবায় বিদ্মহে পুষ্পবাণায় ধীমহি তন্নোঽনঙ্গঃ প্রচোদয়াৎ।" এই গায়ত্রীতে শ্রীগোপীজনবল্লভের পরিপূর্ণ ধ্যানানন্তর তদীয় লীলার অধ্যাস এবং সেই অপ্রাকৃত অনঙ্গ-লাভের প্রার্থনা উদ্দিষ্ট। চিজ্জগতে ইহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্টরসাশ্রিত প্রেম-চেষ্টা নাই। সেই গায়ত্রী ব্রহ্মার কর্ণে প্রবেশ করিবা-মাত্র ব্রহ্মা দ্বিজত্ব-সংস্কার লাভ করতঃ সেই গায়ত্রী গান করিতে লাগিলেন । যে যে জীব এই গায়ত্রী তত্ত্বতঃ লাভ

---

so the paragon of the *Vedas* is present within that Divine Sound. Gāyattrī is a Vedic metre embracing both meditation and prayer in a compact form. Furthermore, *Kāma-Gāyattrī* is topmost since the prayer and meditation contained within it are of the nature of full-fledged Divine Pastimes in a manner not found in any other Gāyattrī.

Kāma-Gāyattrī, which is the Gāyattrī taken after the eighteen-syllabled *Mantra,* is क्लीं कामदेवाय विद्महे पुष्पबाणाय धीमहि तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयात् *klīṁ kāmadevāya vidmahe puṣpabāṇāya dhīmahi tanno 'naṅgaḥ pracodayāt.* In this Gāyattrī is indicated the realization of the *Līlā* or Divine Pastimes of Śrī Gopījanavallabha, the Beloved of the Gopīs, after complete meditation upon Him; and the prayer to attain to (the Service of) that Transcendental Cupid. In the entire Transcendental World there is no higher pursuit for Divine Love in the shelter of an Ecstatic Relationship with Him.

As soon as that Gāyattrī entered into the ears of Lord Brahmā, he attained the purificatory initiation into the



করিয়াছেন, তাঁহাদের পুনরায় অপ্রাকৃত-জন্ম লাভ হইয়াছে। জড়বদ্ধ জীবদিগের মায়িক-সংসারে স্বভাব ও বংশানুসারে যে দ্বিজত্ব-লাভ হয়, তাহা অপেক্ষা অপ্রাকৃত-জগতে প্রবেশরূপ এই দ্বিজত্ব-লাভ উৎকৃষ্ট; কেননা, চিদ্বিষয়ে দীক্ষিত হইয়া যে দ্বিজত্ব বা অপ্রাকৃত-জন্ম-লাভ হয়, তদ্দ্বারাই চিজ্জগৎপ্রাপ্তিরূপ জীবের চরম-মহিমা ॥২৭॥

---

status of the twice-born or *dvija,* and he began to sing the Gāyattrī.

Any *jīva* who has properly received this Gāyattrī has attained to divine rebirth. This rebirth is entrance into the Transcendental Plane, something infinitely superior to the status of the initiation or second birth of the materially conditioned souls that is given according to their nature or lineage in the material world. By divine initiation, the rebirth that is the attainment of divine birth, one reaches the Spiritual World—the ultimate glory of the *jīva.* [27]

त्रय्या प्रबुद्धोऽथ विधिर्विज्ञाततत्त्वसागरः ।
तुष्टाव वेदसारेण स्तोत्रेणानेन केशवम् ॥ २८ ॥

*trayyā prabuddho 'tha vidhir vijñāta-tattva-sāgaraḥ*
*tuṣṭāva vedasāreṇa stotreṇānena keśavam [28]*

**অনুবাদ** । সেই ত্রয়ীময়ী গায়ত্রীর স্মরণ-দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা তত্ত্বসাগর অবগত হইলেন । তখন শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্ব-বেদ-সার এই স্তব-দ্বারা স্তুতি করিয়াছিলেন ।।২৮।।

**তাৎপর্য্য** । কাম-গায়ত্রীর স্মরণ-দ্বারা 'আমি—কৃষ্ণের নিত্যদাসী' এরূপ বোধ হইল । কৃষ্ণদাসীত্বে আর যে-কিছু রহস্য আছে, তাহা না হইলেও ব্রহ্মার চিদচিদ্‌বিবেক হইতে তত্ত্বসাগর অবগতি-পথে আসিল । সমস্ত বেদবাক্য তাঁহাতে স্ফূর্ত্তি হইলে তিনি সেই অখিল-বেদের সার-বাক্য-দ্বারা এই স্তবটি করিয়াছিলেন । এই স্তবটিতে সম্পূর্ণরূপে বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত আছে বলিয়া মহাপ্রভু

**Translation:** Becoming enlightened by meditating upon that threefold Gāyattrī, Brahmā became acquainted with the Ocean of Truth. Then he worshipped Śrī Kṛṣṇa, singing His Transcendental Glories by this Hymn, which is the Quintessence of all the *Vedas*. [28]

**Purport:** By meditating upon the Kāma-Gāyattrī, Brahmā began to conceive, 'I am an eternal maidservant of Kṛṣṇa.' Although the profound mysteries of Servitorship as a maidservant of Śrī Kṛṣṇa were not necessarily revealed to him, his discrimination between spirit and matter developed to such a degree that an Ocean of Truth came within his grasp. When all the expressions of the *Vedas* thus became manifest within him, he sung this Hymn, which expresses the Quintessence of all the *Vedas*. Because in all



স্বীয় ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়াছেন । পাঠকবর্গ সমধিক যত্নসহকারে এই স্তবটি প্রত্যহ পাঠ ও আস্বাদন করিবেন ।। ২৮ ।।

respects this hymn is replete with the *Vaiṣṇava-siddhānta* (Perfect Conclusions or Truths of Vaiṣṇavism), Śrī Chaitanya Mahāprabhu has taught it to His Personally favoured devotees.

The good readers may take the opportunity to daily sing and relish this Hymn with devotion. [28]

चिन्तामणिप्रकरसद्मसु कल्पवृक्ष-
लक्षावृतेषु सुरभीरभिपालयन्तम्।
लक्ष्मीसहस्रशतसंभ्रमसेव्यमानं
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि॥ २९॥

*cintāmaṇi-prakarasadmasu kalpavṛkṣa-*
*lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam*
*lakṣmī-sahasra-śata-saṁbhrama-sevyamānaṁ*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [29]*

**অনুবাদ** । লক্ষ-লক্ষ-কল্পবৃক্ষে আবৃত চিন্তামণিনিকর-গঠিত গৃহসমূহে সুরভি অর্থাৎ কামধেনুগণকে যিনি পালন করিতেছেন এবং শতসহস্র-লক্ষ্মীগণ-কর্ত্তৃক সাদরে পরিসেবিত হইতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ।।২৯।।

**তাৎপর্য্য** । চিন্তামণি শব্দে এখানে চিন্ময় রত্ন বুঝিতে হইবে; মায়াশক্তি যেরূপ জড় পঞ্চভূত দিয়া জড়জগৎ গঠন করেন, চিচ্ছক্তি তদ্রূপ চিদ্বস্তুরূপ চিন্তামণি দিয়া চিজ্জগৎ রচনা করিয়াছেন । তন্মধ্যে সাধারণ-চিন্তামণি অপেক্ষা

**Translation:**

Surrounded by millions of wish-fulfilling trees,
in Abodes made of multitudes of wish-yielding gems,
He who tends the ever-yielding cows
and who is perpetually served with great Affection
by hundreds of thousands of Lakṣmīs—
the Primeval Lord, Govinda, do I worship. [29]

**Purport:** Here, by the word *cintāmaṇi,* 'transcendental gem' is to be understood. As the potency of Māyā forms the mundane world from five basic material elements, the



গোলোকের ভগবদাবাস-গঠন-সামগ্রীরূপ চিন্তামণি—অধিকতর দুর্ল্লভ ও উপাদেয় । সাধারণ-কল্পবৃক্ষ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ ফল প্রদান করে, আর কৃষ্ণাবাসে কল্পবৃক্ষগণ প্রেমবৈচিত্র্যরূপ অনন্ত ফল দিয়া থাকেন। সাধারণ কামধেনুগণ দোহন করিবা-মাত্র দুগ্ধ দেয়, আর গোলোকের কামধেনুগণ শুদ্ধভক্ত-জীবগণের ক্ষুধা-তৃষ্ণা-নিবৃত্তিকারক চিদানন্দস্রাবী প্রেম-প্রস্রবণরূপ দুগ্ধ-সমুদ্র সর্ব্বদা ক্ষরণ করে । 'লক্ষ-লক্ষ' ও 'সহস্রশত' এইসকল শব্দ—অনন্ত-সংখ্যা-বাচক; 'সম্ভ্রম' বা সাদরে, অর্থাৎ প্রেমপরিপ্লুত হইয়া; 'লক্ষ্মী'-শব্দে গোপসুন্দরী; 'আদিপুরুষ' অর্থে যিনি সকলের আদি, তিনি ।।২৯।।

Divine Potency has fashioned the Transcendental World from the Transcendental Element of *cintāmaṇi.* There, the Element of *cintāmaṇi* that serves as the structural material of the Residence of the Supreme Lord is infinitely more rare and charming than the general *cintāmaṇi* known as a 'philosopher's stone.' The general wish-fulfilling tree yields the fruits of *dharmma, artha, kāma* and *mokṣa,* or religion, wealth, desire and liberation, whereas the wish-fulfilling trees in Kṛṣṇa's Abode yield unending fruits of Love Divine in full variegatedness. The general *kāma-dhenu* or cows of plenty give milk as soon as they are milked, whereas from the udders of the cows of Goloka perpetually flows an ocean of the milk that is the fountain of Love Divine, showering Transcendental Ecstasy upon the pure devotee *jīvas,* dispelling all their hunger and thirst.

The words *lakṣa-lakṣa* and *sahasra-śata* or hundreds of thousands (of Lakṣmīs) indicate infinite multitudes; *saṁbhrama* (describing the Lakṣmīs' Service to Kṛṣṇa) indicates 'with hearts saturated with Love'; *lakṣmī* means 'beautiful

cowherd damsels' or 'Gopīs'; and *ādi-puruṣa* means 'He who is the Origin of all that be.' [29]



वेणुं क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं
बर्हावतंसमसिताम्बुदसुन्दराङ्गम्।
कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ३० ॥

---

*veṇuṁ kvaṇantam aravinda-dalāyatākṣaṁ*
*barhāvataṁsam asitāmbuda-sundarāṅgam*
*kandarpa-koṭi-kamanīya-viśeṣa-śobhaṁ*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [30]*

---

**অনুবাদ** । মুরলীগান-তৎপর, কমলদলের ন্যায় প্রফুল্লচক্ষু, ময়ূর-পুচ্ছ-শিরোভূষণ, নীলমেঘবর্ণ সুন্দর-শরীর, কোটিকন্দর্পমোহন বিশেষশোভা-বিশিষ্ট সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৩০॥

**তাৎপর্য্য** । (গোলোকের পরমকান্ত কৃষ্ণের অতুল শোভা বর্ণন করিতেছেন।) বিভুচৈতন্য কৃষ্ণ—স্বরূপতঃ চিদ্দেহবিশিষ্ট । জড়জগতের রমণীয় বস্তুসকল দেখিয়া যে কৃষ্ণরূপ কল্পিত হইয়াছে, তাহা নয়। ভক্তিরূপ চিৎসমাধিতে ব্রহ্মা

---

**Translation:**

Always playing the flute,
His eyes like blooming lotus-petals,
His head adorned with a peacock feather,
His beautiful Form the hue of a blue cloud;
with the unique beauty that charms millions of Cupids—
the Primeval Lord, Govinda, do I adore. [30]

**Purport:** (The unparalleled beauty of Kṛṣṇa, the Darling of Goloka, is being described.) The Almighty Consciousness, Kṛṣṇa, has a Spiritual Form by Nature. It is not that Kṛṣṇa's Form can be imagined in comparison to anything

যাহা দেখিতেছেন, তাহাই বর্ণিত হইতেছে। কৃষ্ণ—বেণুগানে রত; সেই বেণু—রমণীয়-স্বরযোগে সমস্ত চেতন-পদার্থের চিত্ত-হরণ-শীল। যেরূপ কমলদল স্নিগ্ধতা বর্ষণ করে, সেইরূপ চিদ্দৃষ্টিপ্রকাশরূপ কৃষ্ণচক্ষুর্দ্বয় তাঁহার মুখচন্দ্রের অসীম শোভা বিস্তার করে। ময়ূরপুচ্ছবৎ-শিরোভূষণ-শোভা তদাকৃতিময় চিৎ-সৌন্দর্য্য বিধান করে। নীল মেঘ—যেরূপ স্নিগ্ধ-দর্শন, কৃষ্ণের বর্ণও তদ্রূপ চিন্ময় শ্যামল। জড়-জগতে যে কন্দর্প-রূপ, তাহার কোটি-কোটি-গুণ একত্র দেখিলে বা কল্পনা করিলেও কৃষ্ণরূপ ততোধিক মোহনস্বরূপ ॥৩০॥

---

beautiful in the material world. What is being described here is what Brahmā is seeing in his divine trance of Devotion.

Kṛṣṇa is rapt in playing His flute; the beautiful dancing notes of that flute steal away the hearts of all living beings. As the petal of the lotus flower showers sweetness into our hearts, Kṛṣṇa's Eyes, as the revelation of divine vision, expand the unlimited beauty of His moonlike face. His characteristic celestial beauty is set off by the charming ornament of the peacock feather that adorns His head. We feel tranquillity in our hearts when we see a blue rain-cloud—the hue of Kṛṣṇa's Body is of a similar Divine blackish-blue. Even if we could see or imagine the qualities of this world's Cupid multiplied billions of times, the beauty of Kṛṣṇa is yet more charming. [30]



आलोलचन्द्रक-लसद्वनमाल्यवंशी-
रत्नाङ्गदं प्रणयकेलिकलाविलासम्।
श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ३१ ॥

---

*ālola-candraka-lasad-vanamālya-vaṁśī-*
*ratnāṅgadaṁ praṇayakelikalā-vilāsam*
*śyāmaṁ tribhaṅgalalitaṁ niyata-prakāśaṁ*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [31]*

---

অনুবাদ। দোলায়িত চন্দ্রক-শোভিতা বনমালা যাঁহার গলদেশে, বংশী ও রত্নাঙ্গদ যাঁহার করদ্বয়ে, সর্ব্বদা প্রণয়কেলিবিলাসযুক্ত যিনি, ললিত-ত্রিভঙ্গ শ্যামসুন্দর-রূপই যাঁহার নিত্যপ্রকাশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৩১॥

তাৎপর্য্য। "চিন্তামণিপ্রকর"-শ্লোকে চিন্ময় ধাম এবং গোবিন্দাদি চিন্ময় নাম, "বেণুং ক্বণন্তম্"-শ্লোকে চিন্ময় নিত্য রূপ এবং এই শ্লোকে সেই স্বরূপের চতুঃ-

---

**Translation:**

Around His neck is a garland of forest-flowers
  swinging to and fro,
and adorned with a peacock feather locket;
  His flute held in hands
adorned with jewelled bracelets,
  He who eternally revels in Pastimes of Love,
whose charming threefold curved Form,
  Śyāmasundar, is His Eternal Feature—
that Primeval Lord Govinda do I adore. [31]

**Purport:** The *cintāmaṇi-prakara* verse is description of

ষষ্টি-গুণস্বরূপ কেলি-বিলাস বর্ণিত হইয়াছে। মধুর-রসবর্ণনে যত কিছু চিদ্ব্যাপার বর্ণিত হইতে পারে, সে সকলই এই প্রণয়কেলি-বিলাসের অন্তর্গত ॥৩১॥

---

the Divine Abode and the Divine Names headed by Govinda; the *veṇuṁ kvaṇantam* verse is a description of the Lord's Eternal Divine Form; and in this verse that Form's Divine Amorous Pastimes embodied in sixty-four Transcendental Qualities are described. Whatever Divine Affairs can be described in the scope of Divine Consorthood, *Madhura-rasa,* are found within these Loving Pastimes. [31]



अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति
पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ति।
आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ३२ ॥

---

*aṅgāni yasya sakalendriya-vṛttimanti*
*paśyanti pānti kalayanti ciraṁ jaganti*
*ānanda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [32]*

---

অনুবাদ। সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি; তাঁহার বিগ্রহ—আনন্দময়, চিন্ময় ও সন্ময়, সুতরাং পরমোজ্জ্বল; সেই বিগ্রহগত অঙ্গসকল প্রত্যেকেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট এবং চিদচিৎ অনন্ত জগৎসমূহকে নিত্যকাল দর্শন, পালন এবং কলন করেন ॥৩২॥

তাৎপর্য্য। চিদাস্বাদ-অভাবে জড়জ্ঞানে আবদ্ধ ব্যক্তিদিগের একটি বিষম সংশয় উদিত হয়। কৃষ্ণলীলা-বর্ণন শুনিয়া তাঁহারা মনে করেন যে, জড়গত

---

**Translation:**

I worship that Primeval Lord Govinda, whose Form
is all-Ecstatic, all-Conscious and all-Truth,
and thus, full of the most dazzling splendour;
every Part of that Transcendental Form
possesses the functions of all His Senses,
as He eternally sees, maintains and regulates
infinite universes, both spiritual and mundane. [32]

**Purport:** Due to their paucity of a taste for spirituality, a grave doubt wells up in the minds of persons bound by mundane knowledge. Hearing the descriptions of Kṛṣṇa's

ভাব হইতে কল্পনা-শক্তি-দ্বারা পণ্ডিত-লোকেরা কৃষ্ণতত্ত্বের কল্পনা করিয়াছেন। এই অনর্থজনক সংশয় ছেদন করিবার অভিপ্রায়ে, ব্রহ্মা এই শ্লোক ও ইহার পর আরও তিনটি শ্লোকে চিদচিৎ পদার্থদ্বয়কে তাত্ত্বিকরূপে পৃথক্ করিয়া শুদ্ধ-সমাধিপ্রাপ্ত কৃষ্ণলীলা বুঝাইয়া দিতে যত্ন করিতেছেন। ব্রহ্মার আশয় এই যে, কৃষ্ণবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দময়; আর মায়িক সমস্ত প্রতীতিই জড়-তমোময়ী। তদুভয়ের বিশেষগত বৈলক্ষণ্য থাকিলেও মূলতত্ত্ব এই যে, চিদ্ব্যাপারই মূল-পদার্থ; বিশেষ ও বিচিত্রতা—তাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান। তদ্দ্বারা কৃষ্ণের চিন্ময় ধাম, চিন্ময় রূপ, চিন্ময় নাম, গুণ ও লীলা প্রতিষ্ঠিত। শুদ্ধ-চিদ্বুদ্ধি-বিশিষ্ট ও মায়া-সম্বন্ধ-রহিত জনের পক্ষেই সেই লীলা আস্বাদনীয়া। চিদ্ধাম, চিচ্ছক্তি-

---

Pastimes *(Līlā)* they conjecture that the Kṛṣṇa conception has been conjured up by the fertile brains of some scholarly scribes inspired by mundane experiences. To dispell such a venomous doubt, in this and the following three verses Brahmā distinguishes between material and spiritual elements in a scientific manner, and he attempts to give an understanding of *Kṛṣṇa-līlā* as perceived in the undivided attention of pure consciousness *(śuddha-samādhi).*

Brahmā's aim is to establish that the Form of Kṛṣṇa is the Entity of Eternity, Cognizance and Bliss, while all mundane phenomena are of the nature of the darkness of ignorance. Beyond this specific distinction between the two, the basic principle to be realized is that the Transcendental is the most fundamental or original—as the Original Person, differentiation and variegatedness are ever-present in *Him*. Thereby, Kṛṣṇa's Divine Abode, Divine Form, Divine Name, Quality and Pastimes are established as Tangible Reality.

Those Pastimes are to be tasted only by a person who is

[purport, verse 32



প্রকাশিত চিন্তামণি-গঠিত লীলাপীঠ এবং কৃষ্ণবিগ্রহ—সমস্তই চিন্ময়। চিচ্ছক্তির ছায়া যেরূপ মায়াশক্তি, মায়া-গঠিত বিচিত্রতাও তদ্রূপ চিদ্বিচিত্রতার হেয় প্রতিফলন বা ছায়া। সুতরাং চিৎতত্ত্বের বিচিত্রতার সাদৃশ্যই মায়িক জগতে লক্ষিত হয়। উভয় বিচিত্রতার সাদৃশ্য থাকিলেও উহারা—পরস্পর-বিলক্ষণ। জড়ের হেয়ত্বই জড়ের দোষ, কিন্তু চিৎতত্ত্বে সেই-দোষ-শূন্যা বিচিত্রতা আছে। কৃষ্ণের আত্মা ও দেহ পরস্পর পৃথক্ নয়। জড়বদ্ধ-জীবের দেহ ও আত্মা—পৃথক্ পৃথক্; চিৎস্বরূপে দেহ-দেহী, অঙ্গ-অঙ্গী, ধর্ম্ম-ধর্ম্মীর ভেদ নাই, কিন্তু জড়বদ্ধ জীবে তাহা আছে। কৃষ্ণ 'অঙ্গী' হইলেও তাঁহার প্রত্যেক অঙ্গই পূর্ণ-কৃষ্ণ;

---

endowed with pure theistic intellect and full freedom from any relationship with mundanity. The Holy Abode, the Place of Pastimes made of Divine wish-yielding gems manifest by Divine Potency, and Kṛṣṇa's Form—all are Transcendental.

As the Māyā potency is a shadow of the *Cit* or Transcendental Potency, similarly, the variegatedness fashioned by Māyā is also a contemptible reflection or shadow of the variegatedness in the Transcendental Plane. It is for this reason that some semblance of the Transcendental variegatedness may be apparent in the mundane world. Despite that semblance, there is a gulf of distinction between the two. The loathsomeness of the mundane is its flaw, but there is variegatedness in the Transcendental Reality devoid of such a blemish.

There is no mutual distinction between Kṛṣṇa and His Body. The materially conditioned soul and his body are separate elements; in the Intrinsic Transcendental Form there is not the estrangement of body and embodied, limbs and body, nature and its possessor—this difference is to be

সমস্ত চিদ্বৃত্তি তাঁহার সমস্ত অঙ্গে আছে। সুতরাং তিনি—অখণ্ড পূর্ণ চিৎতত্ত্ব। জীবাত্মা ও কৃষ্ণ, উভয়েই চিৎস্বরূপ, সুতরাং একপ্রকার; কিন্তু উভয়ে ভেদ এই যে, ঐসমস্ত চিদ্গুণসমূহ—জীবাত্মস্বরূপে অণুরূপে এবং কৃষ্ণে বিভুরূপে বর্ত্তমান। জীব শুদ্ধচিৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইলে ঐপ্রকার গুণগণ তাঁহাতে অণুরূপে প্রকাশ পাইবে। কৃষ্ণকৃপা-ক্রমে চিদাহ্লাদিনীর বল আবির্ভূত হইলে জীবেরও আনন্ত্য-সাম্য-সিদ্ধি হয়, তথাপি কোন-কোন বিশেষগুণ-বশতঃ কৃষ্ণই সর্ব্বো-পাস্য হন। সেই বিশেষ গুণচতুষ্টয় পরব্যোমাধিপতি বা পুরুষাবতারে প্রকটিত হয় নাই; গিরীশাদি-দেবতাতেও নাই,—জীবের কথা দূরে থাকুক ॥৩২॥

---

found only in the materially conditioned soul. Although Kṛṣṇa is the owner of His limbs, each of His limbs are also Kṛṣṇa in full; all His Transcendental Faculties are present in each of His limbs. Therefore, He is the Indivisible, Complete Transcendental Truth.

The spirit soul or *jīvātmā,* and Kṛṣṇa—both are spiritual and thus of the same category. Yet the difference between the two is that all the Transcendental qualities are present in the individual soul in an atomic proportion, and present in Kṛṣṇa infinitely. When the *jīva* attains to his divine form, those qualities become openly revealed in atomic form. By the Grace of Kṛṣṇa, when the Power of the Transcendental *Hlādinī* or Ecstasy Potency makes its descent in the heart of the soul, he attains to a perfection resembling the Infinite; nonetheless, Kṛṣṇa retains certain unique Qualities that make Him worshippable by all. Those fourfold Qualities are not manifest in the Lord of Vaikuṇṭha or the *Puruṣāvatāra* Expansions; they are also absent in the gods headed by Girīśa (Lord Śiva), not to mention the *jīva.* [32]



अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूप-
माद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनञ्च।
वेदेषु दुर्ल्लभमदुर्ल्लभमात्मभक्तौ
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ३३ ॥

---

*advaitam acyutam anādim anantarūpam*
*ādyaṁ purāṇa-puruṣaṁ navayauvanañ ca*
*vedeṣu durllabham adurllabham ātmabhaktau*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [33]*

---

**অনুবাদ।** বেদেরও অগম্য, কিন্তু শুদ্ধ আত্মভক্তিরই লভ্য সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি। তিনি—অদ্বৈত, অচ্যুত, অনাদি, অনন্তরূপ, আদ্য, পুরাণ-পুরুষ হইয়াও সর্ব্বদা নবযৌবনসম্পন্ন সুন্দর পুরুষ ॥৩৩॥

**তাৎপর্য্য।** 'অদ্বৈত' অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান অখণ্ড-তত্ত্ব; অনন্তব্রহ্ম প্রভারূপে বহির্গত হইলেও এবং অংশরূপে পরমাত্মরূপ ঈশ্বর বাহির হইলেও তিনি

---

**Translation:**

I adore that Primeval Lord Govinda,
who is unapproachable by even the *Vedas,*
yet attainable by the soul's Devotion;
He is—One without a Second, the Infallible,
Beginningless and Endless; He is the Beginning;
and despite being the oldest Personality
He is the Beautiful Eternally Adolescent Male. [33]

**Purport:** *Advaita* means the One without a second Indivisible Truth; although the effulgence of the infinite *Brahman* emanates from Him, and although He expands Himself in His Portion of *Paramātman,* He is nonetheless

'অখণ্ড'; 'অচ্যুত' অর্থাৎ স্বাংশরূপে কোটি কোটি অবতার বাহির হইলেও এবং বিভিন্নাংশরূপে অনন্ত-কোটি জীব নিঃসৃত হইলেও তিনি—'পরমপূর্ণ'; জন্মাদিলীলা প্রকট করিয়াও তিনি—'অনাদি'; প্রকটলীলা অপ্রকট করিয়াও তিনি—'অনন্ত'; অনাদি হইয়াও তিনি—প্রকটলীলায় ('আদ্য') (জন্ম)-আদি বিশিষ্ট; এবং বস্তুতঃ 'সনাতন' পুরুষ হইয়াও তিনি—নিত্য-নবযৌবনাঢ্য। মূল তাৎপর্য্য এই যে, তিনি বহুবিধ বিরুদ্ধ-গুণযুক্ত হইলেও সেই গুণচয় সর্ব্বত্র অচিন্ত্যশক্তি-দ্বারা সমঞ্জস;—ইহাই চিদ্ধর্ম্ম অর্থাৎ জড়-বিলক্ষণ ধর্ম্মবিশেষ। তাঁহার সুন্দর মুরলীধর শ্যামত্রিভঙ্গ-মূর্ত্তি—সর্ব্বদাই নবযৌবনসম্পন্ন এবং মায়াতে যে কাল ও দেশ-ব্যবধান আছে, তাহাদের হেয়ত্বের অতীত। ভূত

---

Indivisible. *Acyuta* means that although He expands Himself as myriads of *Avatāras* that are His Plenary Portions, and although infinite *jīvas* emanate from Him as separated particles, He nonetheless remains as the Supreme Whole.

Despite manifesting His Pastimes beginning with His Birth, He is nonetheless *anādi,* beginningless. Despite withdrawing His manifest Pastimes, He is *ananta,* endless. Despite being beginningless, He takes Birth *(ādya)* in His Advent Pastimes. And although He is in fact the Eternal Personality, He is nonetheless filled with Eternally Fresh Youthfulness.

The underlying purport here is that although He possesses many types of contradictory qualities, they are all harmonised in every respect by His inconceivable Potency. Such is the Divine Nature, or in other words, the clear distinction of the Divine from the mundane.

His beautiful triple-curved feature, holding the flute, is forever imbued with pristine youthfulness—He is com-





ও ভবিষ্যৎ-শূন্য শুদ্ধ-বর্ত্তমানকালই চিদ্ধামে বিরাজমান। ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভেদে যে জড়দেশের পরিচ্ছেদাপরিচ্ছেদ, তাহা চিদ্ব্যাপারে নাই। সুতরাং যে সকল ধর্ম্ম জড়জগতে মায়িক-দেশকালাবচ্ছিন্ন-বুদ্ধিতে বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয়, তাহা অবিরুদ্ধভাবে চিজ্জগতে উপাদেয়রূপে বর্ত্তমান। এ-প্রকার অভূতপূর্ব্ব সত্তা জীব কিরূপে অনুভব করে? জীবের মায়িক-জ্ঞানবৃত্তি—সর্ব্বদাই দেশকালাদি-দোষে দূষিত হইয়া মায়িকভাব-পরিত্যাগে অসমর্থ। জ্ঞানবৃত্তি যদি চিৎ উপলব্ধি করে না, তবে কোন্ বৃত্তি সেই শুদ্ধ চিদ্বিশেষের অনুভব করে? তদুত্তরে ব্রহ্মা বলেন যে, চিদ্ব্যাপার—বেদের অগম্য। বেদ—শব্দমূলক এবং শব্দ—প্রকৃতি-মূলক; সুতরাং বেদ সাক্ষাদ্রূপে অপ্রাকৃত-গোলোক দেখাইতে পারেন না।

---

pletely transcendental to the unwholesomeness of the limited time and space that is present in the mundane sphere. He is ever refulgent in His Divine Abode in the pure present tense devoid of past and future. The estrangement between an object and its qualities that is found in the fluctuating mundane plane is completely absent in the Divine Realm. Therefore, all the qualities that seem to be contradictory in the estimation of a conception crippled by mundane time and space are ever harmoniously and charmingly resplendent in the Spiritual World.

How can the *jīva* experience such a sublime existence? The mundane perceptual faculty of the *jīva* is always contaminated by the imperfection of time and space, and so he is helpless to abandon his mundane conception. If the perceptual faculty does not approach transcendental realization, what faculty can ever approach it?

In reply, Brahmā says that the Divine Realm is unapproachable by the *Vedas;* the basis of the *Vedas* is

বেদ যখন চিচ্ছক্তিভাবিত হন, তখনই (তদ্বিষয়ে) কিয়ৎপরিমাণে বলেন। কিন্তু জীবমাত্রই সেই চিচ্ছক্তির হ্লাদিনী-সার-সমবেত সম্বিচ্ছক্তির প্রভাবের (যাহা জীবে ভক্তিবৃত্তিরূপে উদিত হয়, তাহার) দ্বারা গোলোকের স্ফূর্ত্তি পাইতে পারেন। ভক্তির হ্লাদিনীবৃত্তি—অসীম; তাহা—শুদ্ধচিদ্জ্ঞানময়ী। সেই জ্ঞান, ভক্তির সহিত একাত্মভাবে অর্থাৎ নিজের পৃথগ্জ্ঞানত্বের পরিচয় না দিয়া, কেবল ভক্তির পরিচয়ে, গোলোক-তত্ত্বকে আবিষ্কার করেন ।।৩৩।।

---

sound, and sound is a product of material nature. Thus, the *Vedas* cannot directly show us the supramundane Goloka. Only when the *Vedas* are infused with the Divine Potency can they somewhat indicate that Realm. Still, every *jīva* can receive the revelation of Goloka when that same Divine Potency influences them with Divine Cognition *(Saṁvit)* as a result of the concentrated essence of the Potency of Divine Ecstasy *(Hlādinī-śakti-sāra)* (which is the awakening of the current of Devotion in the soul).

The Ecstatic current of Devotion is unlimited; it is the substance of Pure Divine Consciousness. Such Perception is the heart of Devotion: without asserting itself separately as any form of 'knowledge,' it is the direct symptom of Exclusive Devotion; and it is this that reveals the Realm of Goloka. [33]



पन्थास्तु कोटिशतवत्सरसंप्रगम्यो
वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् ॥
सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसीम्न्यविचिन्त्यतत्त्वे
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ३४ ॥

---

*panthās tu koṭi-śata-vatsara-saṁpragamyo*
*vāyor athāpi manaso munipuṅgavānām*
*so 'py asti yat-prapadasīmny avicintya-tattve*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [34]*

---

**অনুবাদ**। সেই প্রাকৃত-চিন্তাতীত তত্ত্বে গমনেচ্ছু প্রাণায়ামগত যোগীদিগের বায়ু-নিয়মনপথ অথবা অতন্নিরসনকারী নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানকারী মুনিশ্রেষ্ঠ-দিগের জ্ঞানচর্চ্চারূপ পন্থা শত-কোটি বৎসর চলিয়াও যাঁহার চরণারবিন্দের অগ্রসীমামাত্র প্রাপ্ত হয়, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ।।৩৪।।

**তাৎপর্য্য**। শুদ্ধভক্তির আস্বাদনই—গোবিন্দের চরণারবিন্দ-লাভ। অষ্টাঙ্গ-

---

**Translation:**

The *yogīs* tread the path
of strictly controlling the life-breath,
or the greatest sages tread the path
of sharpening their perceptions
by assiduous rejection of the non-real,
in quest of the non-differentiative *Brahman*;
they all aspire to reach that Supramundane Truth
beyond the worldly intellect; and after trying
for billions of years, they may reach
only the boundary of His Lotus Feet—
it is that Primeval Lord Govinda who I do worship. [34]

যোগিগণ শত-কোটি বৎসর যাবৎ সমাধিক্রমে যে 'কৈবল্য' লাভ করেন এবং অদ্বৈতবাদি-মুনিশ্রেষ্ঠগণও তৎসংখ্যক-কাল চিদচিদ্ বিচার করিতে বসিয়া, 'ইহা নয়, ইহা নয়' এইরূপে মায়িকবস্তু একটি একটি করিয়া পরিত্যাগ করতঃ অবশেষে যে নির্ব্বিশেষ-চিন্তারূপ মায়াতীত নির্ভেদ-ব্রহ্মে লয় লাভ করেন, তাহা—কৃষ্ণের চরণকমলের অগ্রভাগের বহিঃস্থিত প্রদেশ-মাত্র, চরণকমল নয়। মূল কথা এই যে, 'কৈবল্য' ও 'ব্রহ্মলয়'—মায়িক-জগৎ ও চিজ্জগতের মধ্য-সীমা; কেননা ঐ দুই অবস্থা অতিক্রম না করিলে চিদ্বিশেষের বৈচিত্র্য পাওয়া যায় না। সে-সকল অবস্থা—কেবল মায়িকসম্বন্ধ-জনিত দুঃখের অভাব-মাত্র,

---

**Purport:** The nectarine relish of Pure Devotion is—the attainment of the Lotus Feet of Govinda. The 'oneness with God' attained by the *Aṣṭāṅga-yogīs* after billions of years of meditation, and the self-dissolution in the nondifferentiative *Brahman* in the form of contemplation on the indifferent that the great monist sages finally attain after sitting for a similar period and rejecting Māyik elements one by one, saying, 'This is not it, this is not it' in their philosophizing on the distinction between matter and spirit—all these attempts are only in the region of the outer area surrounding Kṛṣṇa's Lotus Feet—not Kṛṣṇa's Lotus Feet proper.

The underlying point is that *kaivalya* and *brahmalaya* —becoming one with the Absolute and ultimate dissolution in the Absolute—are situated at a region midway between the mundane plane and the Divine Realm, since without crossing beyond these two states, the variegatedness of the Divine Realm is indiscernible. All such positions are nothing more than the absence of the sorrow in mundane relativity



সুখ নয়। যদি সেই কষ্টাভাবকে কিয়ৎপরিমাণ 'সুখ'ও বলা যায়, তাহা হইলেও উহা—অত্যল্প ও তুচ্ছ। প্রাকৃত-অবস্থা নাশ করিলেই যে যথেষ্ট হয়, তাহা নয়; কিন্তু জীবের অপ্রাকৃত-অবস্থায় স্থিতি-লাভই লাভ। তাহা কেবল চিৎস্বরূপা ভক্তির কৃপায়ই পাওয়া যায়, নীরস চিন্তা-মার্গে পাওয়া যায় না ।।৩৪।।

---

by a process of elimination, but not happiness. Even if any measure of 'happiness' is professed in that state of sorrowlessness, it will be most meagre and insignificant. Merely to dissipate the mundane situation is not enough; actual attainment is alone the establishment of the *jīva's* supramundane situation. This can be attained only by the Grace of Divinity Personified in Devotion, and never by the path of tasteless and tortuous mental speculation. [34]

एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं
यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचया यदन्तः ।
अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थं
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ३५ ॥

---

*eko 'py asau racyitum̐ jagadaṇḍa-koṭim̐*
*yac-chaktir asti jagadaṇḍacayā yad antaḥ*
*aṇḍāntara-stha-paramāṇucayāntara-stham̐*
*govindam ādi puruṣam̐ tam aham̐ bhajāmi [35]*

---

**অনুবাদ** । শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব-প্রযুক্ত তিনি এক-তত্ত্ব । কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড রচনা-কার্য্যে তাঁহার শক্তি অপৃথগ্রূপে আছে। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগণ তাঁহার মধ্যে বর্ত্তমান এবং তিনি যুগপৎ সমস্ত পরমাণুতে পূর্ণরূপে অবস্থিত। এবম্ভূত আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৩৫॥

**তাৎপর্য্য** । মায়িক-তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ আর একটি স্বভাব 'চিৎ' বস্তুশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণে বর্ত্তমান। তিনি অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা স্বেচ্ছাক্রমে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন। জগৎ সমস্তই তাঁহার শক্তিপরিণাম। আবার তাঁহার স্থিতিও অলৌকিকী; কেননা,

---

**Translation:**

He—the One Truth, both Potency and Potent—
His Potency in creating billions of universes
is not separate from Him;
every universe is within Him, yet simultaneously
He is situated within every atom in complete Form.
Such is the Primeval Lord Govinda who I do worship.[35]

**Purport:** Clearly distinct from the mundane conception, there is the Superior Element of Transcendence or *Cit* present within Kṛṣṇa. By His sweet will, He creates infinite



সমস্ত চিদচিৎ জগৎ তাঁহার মধ্যেই অবস্থিত এবং তিনি সেই একই সময়ে সমস্ত জগতে, এমন কি, সমস্ত জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে পরিপূর্ণরূপে অবস্থিত। সর্ব্বব্যাপিত্ব-ধর্ম্ম—কেবল কৃষ্ণের প্রাদেশিক ঐশ্বর্য্য-মাত্র, কিন্তু সর্ব্বব্যাপিত্ব সত্ত্বেও মধ্যমাকারে সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে অবস্থানই তাঁহার লোকাতীত চিদৈশ্বর্য্য। এই বিচার-দ্বারা যুগপৎ অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্বই স্বীকৃত হইয়াছে এবং মায়াবাদাদি সমস্ত দুষ্টমত দূরীকৃত হইয়াছে ॥৩৫॥

---

universes with His inconceivable Potency. The entire world is a transformation of His Potency. Still, His location is beyond the jurisdiction of this world; all worlds, both spiritual and mundane, are situated within Him, and at the same time He, in His full Form, is situated within not only every universe but within every atom of every universe.

Omnipresence is only a localized aspect of His Almighty Majesty. Although He is all-pervading, He nonetheless exists always and everywhere in His full-fledged Form of the most charming feature *in medium (humanlike) proportions*; and this is His Supramundane, Transcendental Lordship. By this consideration, the full-fledged Theistic Axiom of Simultaneous Inconceivable Oneness and Distinction is favoured, and the contaminating viewpoint of the *Māyāvāda* and allied impersonalistic doctrines is summarily disproved. [35]

यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव
संप्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः।
सूक्तैर्यमेव निगमप्रथितैः स्तुवन्ति
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ३६ ॥

---

*yad-bhāva-bhāvita-dhiyo manujās tathaiva*
*saṁprāpya rūpa-mahimāsana-yāna-bhūṣāḥ*
*sūktair yam eva nigama-prathitaiḥ stuvanti*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [36]*

---

**অনুবাদ** । যাঁহার ভাবরূপ ভক্তিদ্বারা বিভাবিত-চিত্ত মনুষ্যগণ রূপমহিমা, আসন, যান ও ভূষণ লাভ করতঃ নিগমোক্ত মন্ত্রসূক্ত-দ্বারা তাঁহাকে স্তব করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ।।৩৬।।

**তাৎপর্য্য** । রসবিচারে ভক্তিভাব—পঞ্চপ্রকার অর্থাৎ শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গার । সেই-সেই-ভাবে আরূঢ় ভক্তগণ তদুচিত কৃষ্ণস্বরূপের

---

**Translation:**

I worship the Primeval Lord Govinda
for whom the hearts of mankind melt in Love.
Those persons attain the glory of their beauty,
their seats, conveyances and ornaments;
and they sing His Glories by the *Mantra* Hymns
of the *Vedas*. [36]

**Purport:** In the Philosophy of *Rasa* or the pure heart's disposition, the Devotional Conception may be of five types: *Śānta, Dāsya, Sakhya, Vātsalya* and *Śṛṅgāra* (Peacefulness, Servitude, Fraternity, Parenthood and Consorthood). Adopting their particular disposition, the devotees



নিয়ত সেবা করিয়া চরমে তদুচিত প্রাপ্য-স্থান লাভ করেন; সেই রসানুরূপ চিৎস্বরূপ, তদুচিত মহিমা, তদুচিত সেবা-পীঠরূপ আসন, তদুচিত গমনাগমন-রূপ যান এবং স্বীয় রূপ-সমৃদ্ধিকারী চিন্ময় গুণ-ভূষণসকল লাভ করেন । যাঁহারা শান্ত-রসের অধিকারী, তাঁহারা শান্তিপীঠরূপ ব্রহ্ম-পরমাত্ম-ধাম; যাঁহারা দাস্যরসের অধিকারী, তাঁহারা ঐশ্বর্য্যগত বৈকুণ্ঠধাম; যাঁহারা শুদ্ধ সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের অধিকারী, তাঁহারা বৈকুণ্ঠোপরিস্থিত গোলোক-ধাম লাভ করেন। সেই-সেই-স্থানে স্বীয় রসোচিত সমস্ত উপকরণ ও সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়া বেদোদ্দিষ্ট সূক্তানুসারে স্তব করেন । বেদ কোন কোন স্থলে চিচ্ছক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক ভগবল্লীলার কথা বলেন; সেই সেই লক্ষণেই মুক্ত ভক্তদিগের কীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে ।।৩৬।।

---

render their delegated Service to the appropriate Form of Kṛṣṇa, and ultimately attain to their befitting destination. According to their particular *Rasa,* they attain to their divine form, their befitting glories, the appropriate seat in the form of the holy place of their service or worship, the appropriate conveyance and the ornaments of divine qualities that enhance their personal beauty.

Those who are eligible for *Śānta-rasa* attain the places of peace that are the Abodes of *Brahman* and *Paramātman;* those who are eligible for *Dāsya-rasa* attain the majestic Vaikuṇṭha-dhāma; and those eligible for pure *Sakhya-, Vātsalya-* and *Madhura-rasa* reach Goloka-dhāma, above Vaikuṇṭha. In their particular destination, each gains the ingredients and paraphernalia appropriate to their *Rasa* and sing the Holy Hymns that are directed by the *Vedas*. In certain passages, the *Vedas* take refuge in the Divine Potency and describe (reveal) the Holy Pastimes of the

Supreme Lord; correspondingly, the fully liberated pure devotees go on singing the Glories of His Pastimes, serving Him by the various established spiritual methods (*kīrttana,* etc.), taking refuge in the Divine Potency. [36]



आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभि-
स्ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः ।
गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ३७ ॥

*ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhis-*
*tābhir ya eva nija-rūpatyā kalābhiḥ*
*goloka eva nivasaty akhilātma-bhūto*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [37]*

**অনুবাদ** । আনন্দচিন্ময়রস-কর্ত্তৃক প্রতিভাবিতা, স্বীয় চিদ্রূপের অনুরূপা চতুঃষষ্টি-কলাযুক্তা হ্লাদিনী-শক্তিরূপা রাধা ও তৎকায়ব্যূহরূপা সখীবর্গের সহিত যে অখিলাত্মভূত গোবিন্দ নিত্য স্বীয় গোলোকধামে বাস করেন, সেই আদিপুরুষকে আমি ভজন করি ।।৩৭।।

**তাৎপর্য্য** । শক্তি ও শক্তিমান্ একাত্মা হইয়াও হ্লাদিনীশক্তিকর্ত্তৃক রাধা ও কৃষ্ণরূপে পৃথক্ পৃথক্ হইয়া নিত্য অবস্থান করেন । সেই আনন্দ (হ্লাদিনী)

**Translation:**

He eternally resides in His Holy Abode of Goloka
with His Transcendental Second Nature,
the Own Self of His Ecstasy Potency
replete with the sixty-four sublime arts—Śrī Rādhā
and Her Various Personal Plenary Expansions,
Her Lady Companions, whose hearts are filled
with the Supreme *Rasa,* the Joy of Divine Love;
that Primeval Lord Govinda—
the life and soul of His beloved—do I adore. [37]

**Purport:** The Absolute, despite being One as Potency and

ও চিৎ (কৃষ্ণ), উভয়েই অচিন্ত্য শৃঙ্গাররস বর্ত্তমান। সেই রসের বিভাব—দ্বিবিধ, অর্থাৎ আলম্বন ও উদ্দীপন। তন্মধ্যে আলম্বন—দ্বিবিধ, অর্থাৎ আশ্রয় ও বিষয়; আশ্রয়—স্বয়ং রাধিকা ও তৎকায়ব্যূহগণ, এবং বিষয়—স্বয়ং কৃষ্ণ। কৃষ্ণই গোলোকপতি গোবিন্দ। সেই রসের প্রতিভাবিত আশ্রয়ই গোপীগণ; তাঁহাদের সহিতই গোলোকে কৃষ্ণের নিত্যলীলা।

"নিজরূপতয়া" অর্থাৎ হ্লাদিনী শক্তিবৃত্তি প্রকটিতরূপিণী কলা-সকলের সহিত; সেই চতুঃষষ্টি কলা, যথা—নৃত্য, গীত, বাদ্য, নাট্য, আলেখ্য, বিশেষকচ্ছেদ্য, তণ্ডুল-কুসুম-বণি-বিকার, পুষ্পাস্তরণ, দশনবসনাঙ্গরাগ, মণি-

---

Potent, eternally presides by His Ecstasy Potency in two separate Forms—Rādhā and Kṛṣṇa. Inconceivable Amorous Consorthood is ever-present in both that Ecstasy *(Hlādinī)* and Divinity (Kṛṣṇa). *Vibhāva,* or the cause of the Experience of that *Rasa* or Ecstatic Principle, is divided into two: *ālambana* or the basis, and *uddīpana* or the stimulation. Of the two, *ālambana* is further divided into two: *āśraya,* or the Repository of Love, and *viṣaya,* or the Object to whom that Love is directed. The *āśraya* is Śrī Rādhikā Herself, along with Her Various Personal Plenary Expansions; and the *viṣaya* is Śrī Kṛṣṇa Himself. Kṛṣṇa is Govinda, the Lord of Goloka. The Repository of Deep Love in that *Rasa* is embodied in the Gopīs. It is with Them that Kṛṣṇa enjoys His Eternal Pastimes in Goloka.

The expression *nija-rūpatayā* indicates 'along with all the Plenary Expansions, Charms, or Arts manifest by the Current of the Ecstasy Potency; those Arts are sixty-four in number: *nṛtyam, gītam, vādyam, nāṭyam, ālekhyam, viśeṣaka-cchedyam, taṇḍula-kusuma-vaṇi-vikārāḥ, puṣpās-*





ভূমিকা-কর্ম্ম, শয্যা-রচন, উদক-বাদ্য, উদক-ঘাত, চিত্রযোগ, মাল্যগ্রন্থন-বিকল্প, শেখরাপীড়-যোজন, নেপথ্য-যোগ, কর্ণপত্র-ভঙ্গ, গন্ধযুক্তি, ভূষণ-যোজন, ঐন্দ্রজাল, কৌচুমার-যোগ, হস্ত-লাঘব, চিত্র-শাকাপূপ-ভক্ষ্যবিকার-ক্রিয়া, পানক-রসরাগাসব-যোজন, সূচীবাপ-কর্ম্মাদি, সূত্র-ক্রীড়া, প্রহেলিকা, প্রতিমালা, দুর্ব্বচক-যোগ, পুস্তক-বাচন, নাটিকাখ্যায়িকা-দর্শন, কাব্যসমস্যা-পূরণ, পট্টিকা-বেত্রবাণ-বিকল্প, তর্কু-কর্ম্ম, তক্ষণ, বাস্তুবিদ্যা, রৌপ্যরত্ন-পরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিরাগ-জ্ঞান, আকর-জ্ঞান, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদযোগ, মেষকুক্কুটশাবক-যুদ্ধবিধি, শুক-শারিকা-প্রলাপন, উৎসাদন, কেশমার্জ্জন-কৌশল, অক্ষরমুষ্টিকা-কথন, ম্লেচ্ছিতকুতর্ক-বিকল্প, দেশভাষা-জ্ঞান, পুষ্পশকটিকানিমিত্ত-জ্ঞান, যন্ত্র-মাতৃকা, ধারণ-মাতৃকা, সম্পাট্য, মানসীকাব্য-ক্রিয়া, ক্রিয়া-বিকল্প, ছলিতক-যোগ,

---

*taraṇam, daśana-vasanāṅga-rāgāḥ, maṇi-bhūmikā-karmman, śayyā-racanam, udaka-vādyam, udaka-ghātaḥ, citrayogāḥ, mālya-granthana-vikalpāḥ, śekharāpīḍa-yojanam, nepathya-yogāḥ, karṇa-patra-bhaṅgāḥ, gandha-yuktiḥ, bhūṣaṇa-yojanam, aindra-jālam, kaucumāra-yogāḥ, hasta-lāghavam, citra-śākāpūpa-bhakṣya-vikāra-kriyāḥ, pānaka-rasa-rāgāsava-yojanam, sūcī-vāpa-karmman, sūtra-krīḍā, prahelikā, prati-mālā, durvvacaka-yogāḥ, pustaka-vacanam, nāṭikākhāyikā-darśanam, kāvya-samasyā-pūraṇam, paṭṭikā-vetra-bāṇa-vikalpāḥ, tarku-karmman, takṣaṇam, vāstu-vidyā, raupya-ratna-parīkṣā, dhātuvādaḥ, maṇi-rāga-jñānam, ākara-jñānam, vṛkṣāyurvveda-yogāḥ, meṣa-kukkuṭa-śāvaka-yuddha-vidhi, śuka-śārikā-pralāpanam, utsādanam, keśa-mārjjana-kauśalam, akṣara-muṣṭikā-kathanam, mlecchita-kutarka-vikalpāḥ, deśa-bhāṣā-jñānam, puṣpa-śakaṭikā-nimitta-jñānam, yantra-mātṛkā, dhāraṇa-mātṛkā, sam-pāṭyam, mānasī-kāvya-kriyāḥ, kriyā-vikalpāḥ, chalitaka-*

অভিধান-কোষচ্ছন্দ-জ্ঞান, বস্ত্র-গোপন, দ্যূত-বিশেষ, আকর্ষ-ক্রীড়া, বালক-ক্রীড়ানক, বৈনায়িকী-বিদ্যা, বৈজয়িকী-বিদ্যা এবং বৈতালিকী বিদ্যা।

এই সমস্ত বিদ্যা মূর্ত্তিমতী হইয়া রস-প্রকরণরূপে গোলোক-ধামে নিত্য প্রকট এবং জড়জগতে চিচ্ছক্তি-যোগমায়াদ্বারা ব্রজলীলায় প্রশস্তরূপে প্রকটিত হইয়াছে। এইজন্য শ্রীরূপ বলিয়াছেন,—"সদানন্তৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ স দীব্যতি। তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিজ্জগদন্তরে। সহৈব স্বপরিবারৈর্জন্মাদি কুরুতে হরিঃ॥ কৃষ্ণভাবানুসারেণ লীলাখ্যা শক্তিরেব সা। তেষাং পরিকরাণাঞ্চ তং তং ভাবং বিভাবয়েৎ॥ প্রপঞ্চগোচরত্বেন সা লীলা প্রকটা স্মৃতা। অন্যাস্ত্বপ্রকটা ভান্তি তাদৃশ্যস্তদগোচরাঃ॥ তত্র প্রকটলীলায়ামেব স্যাতাং গমাগমৌ। গোকুলে মথুরায়াঞ্চ দ্বারকায়াঞ্চ শার্ঙ্গিনঃ॥ যাস্তত্র তত্রাপ্রকটাস্তত্র তত্রৈব সন্তি তাঃ।" অর্থাৎ গোলোকে সর্ব্বদা স্বীয় অনন্ত-লীলা-প্রকাশের সহিত কৃষ্ণ শোভা পাইতেছেন। কখনও জগতের মধ্যে সেই লীলার প্রকাশান্তর হয়। শ্রীহরি সপরিবারেই জন্মলীলাদি প্রকট করেন। কৃষ্ণভাবানুসারে লীলা-শক্তি তদীয় পরিকরগণকেও সেই-সেই-ভাবে বিভাবিত করেন। যে-সকল লীলা প্রপঞ্চ-গোচর হয়, তাহাই প্রকট-লীলা; আবার সেইরূপ কৃষ্ণের সমস্ত লীলাই প্রপঞ্চের অগোচরে অপ্রকটরূপে গোলোকে আছে। প্রকট-লীলায় কৃষ্ণের গোকুলে, মথুরায় ও দ্বারকায় গতাগতি। যে-সমস্ত লীলা ঐ স্থানত্রয়ে অপ্রকট, তাহা চিদ্ধামে বৃন্দাবনাদিস্থানে প্রকট হইয়া থাকে। এইসকল সিদ্ধান্ত-বাক্যে ইহাই জানা যায় যে, প্রকট-লীলা ও অপ্রকট-লীলায় কোন ভেদ নাই।

---

*yogāḥ, abhidhāna-koṣa-cchanda-jñānam, vastra-gopanam, dyūta-viśeṣam, ākarṣa-krīḍā, bālaka-krīḍānakam, vaināyikī-vidyā, vaijayikī-vidyā* and *vaitālikī-vidyā.*

All these Teachings are Divinely Personified and eternally manifest as the ingredients of *Rasa* in Goloka; and in the world, by the Divine Potency Yogamāyā, they have been auspiciously manifest in the Pastimes of Vraja. For this reason, Śrī Rūpa has stated, सदानन्तैः प्रकाशैः स्वैर्लीलाभिश्च स दीव्यति। तत्रैकेन प्रकाशेन कदाचिज्जगदन्तरे। सहैव स्वपरिवारैर्जन्मादि कुरुते हरिः॥ कृष्ण-भावानुसारेण लीलाख्या शक्तिरेव सा। तेषां परिकराणाञ्च तं तं भावं विभावयेत्॥ प्रपञ्चगोचरत्वेन सा लीला प्रकटा स्मृता। अन्यास्त्वप्रकटा भान्ति तादृश्यस्तदगोचराः॥ तत्र प्रकटलीलायामेव स्यातां गमागमौ। गोकुले मथुरायाञ्च द्वारकायाञ्च शार्ङ्गिनः॥ यास्तत्र तत्राप्रकटास्तत्र तत्रैव सन्ति ताः। *sadānantaiḥ prakāśaiḥ svair līlābhiś ca sa dīvyati, tatraikena prakāśena kadācij jagad antare, sahaiva svaparivārair janmādi kurute hariḥ; kṛṣṇa-bhāvānusāreṇa līlākhyā śaktir eva sā, teṣāṁ pari-*





*karāṇāñ ca taṁ taṁ bhāvaṁ vibhāvayet; prapañca-gocaratvena sā līlā prakaṭā smṛtā, anyās tv aprakaṭā bhānti tādṛśyas tad agocarāḥ; tatra prakaṭa-līlāyām eva syātāṁ gamāgamau, gokule mathurāyāñ ca dvārakāyāñ ca śārṅginaḥ; yās tatra tatrāprakaṭās tatra tatraiva santi tāḥ.* This means that in Goloka, Kṛṣṇa is ever-beautifully resplendent with His infinite Pastimes; sometimes there are variations in the manifestation of those Pastimes in the mundane world. The Supreme Lord Śrī Hari reveals the Pastimes of His Advent, etc., in His family. According to His sweet will, the *Līlā* Potency also infuses the hearts of His Personal Associates with the Devotional dispositions appropriate to their Service. All the Pastimes that are visible to the world are manifest Pastimes, while those Pastimes that are invisible to the world are unmanifest by remaining in Goloka. In His manifest Pastimes, Kṛṣṇa frequents Gokula, Mathurā and Dvārakā. All the Pastimes that are not manifest in those three places remain manifest in the Divine Abode, the original location of Vṛndāvana.

এই শ্লোকের টীকায় এবং উজ্জ্বল-নীলমণির টীকায় এবং কৃষ্ণ-সন্দর্ভাদিতে অস্মদীয় আচার্য্যচরণ শ্রীজীব-গোস্বামী বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণের প্রকট-লীলা —যোগ-মায়া-কৃতা; মায়িক-ধর্ম্মসম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট থাকায় তাহাতে মায়া-প্রত্যায়িত কতকগুলি কার্য্য দৃষ্ট হয়, তাহা স্বরূপ-তত্ত্বে থাকিতে পারে না; যথা—অসুর-সংহার, পরদার-সংগ্রহ ও জন্মাদি। গোপীগণ—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিগত তত্ত্ব, সুতরাং তদীয় স্বকীয়া; তাঁহাদের কিরূপে পরদারত্ব সম্ভব হয়? তবে যে তাঁহাদের প্রকটলীলায় পরদারত্ব, তাহা—কেবল মায়িক-প্রত্যয়-মাত্র। শ্রীজীব-গোস্বামিপাদের এই প্রণালীর কথাগুলিতে যে গূঢ়ার্থ আছে, তাহা প্রকাশ করিয়া দিলে আর সংশয় থাকিবে না। শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ—আমাদের তত্ত্বাচার্য্য;

---

All these conclusions inform us that intrinsically there is no distinction between the manifest and unmanifest Pastimes. In his commentary of this *śloka* and in his commentary of *Ujjvala-nīlamaṇi* and in *Kṛṣṇa-sandarbha* and other exalted works our most revered *Ācāryya* Śrī Jīva Goswāmī has stated that Kṛṣṇa's manifest Pastimes are conducted by Yogamāyā; because those Pastimes are associated with material nature, some Māyik or worldly traits are apparent in them, which can in no way be present in the intrinsic Transcendental Pastimes. For example, the slaying of demons, paramour relationships, birth, and so on. The Gopīs are of Śrī Kṛṣṇa's Personal Potency, so they are His own without exception; how can they be considered to be the wives of others? So the paramour affairs of the Pastimes manifest on Earth, in which they are considered to be others' wives, are only a mundane inflection of the transcendental reality.

When we can have some insight into the deep purport

[purport, verse 37



সুতরাং শ্রীরূপ-সনাতনের শাসনগর্ভে সর্ব্বদাই বর্ত্তমান, অধিকন্তু তিনি—আবার কৃষ্ণলীলায় মঞ্জরী-বিশেষ; অতএব সকল-তত্ত্বই তাঁহার পরিজ্ঞাত। তাঁহার আশয় বুঝিতে না পারিয়া কতকগুলি লোক স্বকপোল-অর্থ রচনা করতঃ পক্ষ-বিপক্ষভাবে তর্ক করিয়া থাকেন। শ্রীরূপ-সনাতনের মতে, প্রকটলীলা ও অপ্রকটলীলা—পরস্পর অভেদ; কেবল একটি—প্রপঞ্চাতীত প্রকাশ, অন্যটি —প্রপঞ্চান্তর্গত প্রকাশ, এইমাত্র ভেদ। প্রপঞ্চাতীত-প্রকাশে দ্রষ্টৃ-দৃষ্টগত সম্পূর্ণ বিশুদ্ধতা আছে। বহুভাগ্যক্রমে কৃষ্ণকৃপা হইলে যিনি প্রপঞ্চ সম্বন্ধ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চিজ্জগতে প্রবিষ্ট হন, আবার যদি তাঁহার সাধনকালীন রস-বৈচিত্র্যের আস্বাদন-সিদ্ধি থাকে, তবেই তিনি গোলোকের সম্পূর্ণ বিশুদ্ধলীলা দর্শন ও

---

of the line of thought in these explanations of Śrī Jīva Goswāmipāda, no room for any doubt about the truth can remain in our hearts. Śrī Jīva Goswāmipāda is our *Tattvācāryya,* Divine Guide in Transcendental Truth—his representation is always strictly in conformity with the line of Śrī Rūpa-Sanātana; besides, in his internal Divine identity, he is a particular *Mañjarī.* So all Transcendental Truths are fully known to him. Without understanding the gist of his line of thought, some persons have speculated and concocted their own interpretation of his words, ushering in a tirade of fruitless controversy.

According to Śrī Rūpa and Śrī Sanātana, unmanifest and manifest Pastimes are identical, with the only exception that the former is revealed beyond the material world while the latter is revealed within it. In the revelation beyond this world, there is absolute purity in regard to the seer and the seen. When by great fortune one receives the Grace of Kṛṣṇa, and is thus able to completely sever his relationship with the mundane and enter into the Transcendental

আস্বাদন করিতে পারিবেন। সেরূপ পাত্র দুর্ল্লভ, আর যিনি প্রপঞ্চে বর্ত্তমান হইয়াও ভক্তিসিদ্ধিক্রমে কৃষ্ণকৃপায় চিদ্রসের অনুভূতি লাভ করিয়াছেন, তিনি ভৌম-গোকুললীলায় সেই গোলোক-লীলা দেখিতে পা'ন। সেই অধিকারিদ্বয়ের মধ্যেও অবশ্য তারতম্য আছে; বস্তুসিদ্ধি না হওয়া পর্য্যন্ত সেই গোলোক লীলা-দর্শনে কিছু কিছু মায়িক প্রতিবন্ধক থাকে। আবার, স্বরূপসিদ্ধির তারতম্যক্রমে স্বরূপ-দর্শনের তারতম্যানুসারে ভক্তদিগের গোলোক-দর্শনের তারতম্যও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। নিতান্ত মায়াবদ্ধ ব্যক্তিগণই ভক্তি-চক্ষুশূন্য; তন্মধ্যে কেহ কেহ—কেবল মায়া-বিচিত্রতায় আবদ্ধ এবং কেহ কেহ

---

World—and further, if he attains to the perfection of tasting the variegatedness of Spiritual *Rasa* during his practising Spiritual life—such a person will be able to see and taste the complete Divine Pastimes of Goloka. Such a blessed recipient is rare; and one who despite being present in the material world has through his perfection in Devotion gained the Grace of Kṛṣṇa and thus attained to experience of the Spiritual *Rasa* will be able to see those Goloka Pastimes in the Gokula Pastimes manifest in this earthly plane.

There is a definite comparative distinction between these two classes of devotees; until the attainment of *vastu-siddhi,** the ability to have the *darśana* (vision) of Goloka Pastimes is always deterred by some mundane obstruction. Again, it must be admitted that there are different gradations of the *darśana* of Goloka in proportion to one's comparative progress in *svarūpa-siddhi,* which determines one's stage of *svarūpa-darśana* or vision of the Reality.

Those who are very tightly bound by the chains of illusion

**Vastu-siddhi* and *svarūpa-siddhi*—vide pages 10–11.





বা—ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ-জ্ঞানের আশ্রয়ে চরমনাশের প্রত্যাশী; তাহারা ভগবানের প্রকটলীলা দেখিতে পাইলেও তাহাদের নিকট ঐ প্রকটলীলায় অপ্রকটসম্বন্ধ-শূন্য কেবল জড়-প্রতীতির মাত্র উদয় হয়। অতএব অধিকারি-ভেদে গোলোক-দর্শনের গতিই এইরূপ। ইহাতে সূক্ষ্মতত্ত্ব এই যে, গোলোক যেরূপ শুদ্ধতত্ত্ব, গোকুলও তদ্রূপ শুদ্ধ ও সম্পূর্ণরূপে মলশূন্য হইয়াও যোগমায়া চিচ্ছক্তি-কর্ত্তৃক জড়জগতে প্রকটিত। প্রকট ও অপ্রকট-বিষয়ে কিছুমাত্র মায়িক মল, হেয়তা বা অসম্পূর্ণতা নাই; কেবল দ্রষ্টৃ-জীবদিগের অধিকারানুসারেই তাহা কিছু কিছু পৃথগ্‌রূপে প্রতীত হয়। মল, হেয়ত্ব, উপাধি, মায়া, অবিদ্যা, অশুদ্ধতা, ফল্গুত্ব,

---

have no eyes of Devotion; of such persons, some see everything in the variegatedness of the illusory world, and others, taking shelter of non-theistic knowledge, are aspirants of suicidal ultimate dissolution. Even if they are able to see the manifest Pastimes of the Lord, nothing more than mundane connotations devoid of any relationship with the unmanifest Pastimes appear in their minds. So in this way, the *darśana* of Goloka is attainable according to one's eligibility.

The fine point here is that as Goloka is pure Truth, Gokula is similarly pure and completely devoid of impurity; however, by the Divine *Cit* Potency Yogamāyā, Gokula is manifest in the mundane world. In either the manifest or unmanifest affairs of that plane there is not the slightest trace of contamination, unwholesomeness or imperfection as found in the limited world; only according to the varying eligibility of the *jīvas* viewing them do they appear with certain variations. Contamination, unwholesomeness, superfluity, misunderstanding, ignorance, impurity, falsity,

তুচ্ছত্ব, স্থূলত্ব—কেবল দ্রষ্টৃ-জীবের জড়ভাবিত চক্ষু, বুদ্ধি, মন ও অহঙ্কারনিষ্ঠ, কিন্তু দৃশ্যবস্তুনিষ্ঠ নয়। যিনি যতদূর তত্তৎ দোষশূন্য, তিনি ততদূর বিশুদ্ধ-তত্ত্ব-দর্শনে সমর্থ। শাস্ত্রে যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা—মলশূন্য; কেবল তদালোচক-ব্যক্তিদিগের নিকটই প্রতীতিসমূহ তত্তদধিকারক্রমে মলযুক্ত বা মলশূন্য হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে চতুঃষষ্টি-কলার বিবৃতি কথিত হইয়াছে, সেই-সকল বিষয় মূলতঃ শুদ্ধরূপে গোলোকেই বর্ত্তমান। আলোচকদিগের অধিকার-ক্রমেই সেই সেই বাক্যে হেয়ত্ব, তুচ্ছত্ব ও স্থূলত্বের প্রতীতি হয়। শ্রীরূপ-সনাতনের মতে—যত-প্রকার লীলা গোকুলে প্রকটিত হইয়াছে, সে-সমস্তই সমাহিত ও মায়া-গন্ধ-শূন্য-ভাবে গোলোকে আছে। সুতরাং পরকীয়ভাবও সেই বিচারাধীনে কোনপ্রকার অচিন্ত্য-শুদ্ধভাবে গোলোকে অবশ্য থাকিবে।

---

lowliness, grossness—all these are present in the mundane vision of the viewing *jīvas'* eyes, intellect, mind and ego. They are not inherent in the observable object. The more one is free from those particular stigmas, the more he will be capable of having the vision of the Transcendental Truth.

The Truth that is revealed in the *śāstra* or Holy Scriptures is completely devoid of contamination; the purity or impurity of the realizations of the different viewers are dependent on their individual qualifications. All the above-mentioned sixty-four arts exist in Goloka in their original pure form, devoid of any trace of mundanity. The qualification of purity of the deliberator on these matters will determine whether he sees any connotation of unwholesomeness, lowliness or grossness in them.

According to Śrī Rūpa and Śrī Sanātana, whatever types of Pastimes are manifest in Gokula, all are in Goloka intrinsically and devoid of any scent of mundanity. So by





যোগমায়াকৃত সমস্ত প্রকাশই শুদ্ধ; পরদার-ভাবটী যোগমায়াকৃত, সুতরাং কোন শুদ্ধতত্ত্বমূলক। সে শুদ্ধতত্ত্বটি কি, তাহা বিচার করা যাউক। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন,—"পূর্ব্বোক্ত-ধীরোদাত্তাদি-চতুর্ভেদস্য তস্য তু। পতিশ্চোপপতিশ্চেতি প্রভেদাবিহ বিশ্রুতৌ ॥ তত্র পতিঃ স কন্যায়াঃ যঃ পাণিগ্রাহকো ভবেৎ। রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং পরকীয়াবলার্থিনা। তদীয়-প্রেম-সর্ব্বস্বং বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ ॥ লঘুত্বমত্র যৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত-নায়কে। ন কৃষ্ণে রসনির্য্যাস-স্বাদার্থমবতারিণি ॥" তত্র নায়িকাভেদ-বিচারঃ,—"নাসৌ নাট্যেরসে মুখ্যে যৎ পরোঢ়া নিগদ্যতে। তত্তু স্যাৎ প্রাকৃত-ক্ষুদ্রনায়িকাদ্যনুসারতঃ ॥" এইসকল

---

that consideration, *parakīya-bhāva* or the mode of paramour relationship must certainly also be in Goloka, in a kind of inconceivably pure posing. Everything that is manifest by Yogamāyā is pure; when paramourship is arranged by Yogamāyā, its roots in pure Absolute Reality are indicated. Let us consider the constitution of that pure Absolute Reality.

Śrī Rūpa has written, पूर्व्वोक्तधीरोदात्तादि-चतुर्भेदस्य तस्य तु। पतिश्चोपपतिश्चेति प्रभेदाविह विश्रुतौ॥ तत्र पतिः स कन्यायाः यः पाणिग्राहको भवेत्। रागेणोल्लङ्घयन् धर्म्मं परकीयाबलार्थिना। तदीय-प्रेमसर्व्वस्वं बुधैरुपपतिः स्मृतः॥ लघुत्वमत्र यत् प्रोक्तं तत्तु प्राकृतनायके। न कृष्णे रसनिर्य्यास-स्वादार्थमवतारिणि॥ तत्र नायिकाभेद-विचारः,— नासौ नाट्येरसे मुख्ये यत्परोढा निगद्यते। तत्तु स्यात्प्राकृत-क्षुद्रनायिकाद्यनुसारतः॥ *pūrvvokta-dhīrodāttādi-caturbhedasya tasya tu, patiś copapatiś ceti prabhedāv iha viśrutau; tatra patiḥ sa kanyāyāḥ yaḥ pāṇigrāhako bhavet, rāgeṇol-laṅghayan dharmmaṁ parakīyābalārthinā, tadīya-prema-sarvvasvaṁ budhair upapatiḥ smṛtaḥ; laghutvam atra yat proktaṁ tat tu prākṛta-nāyake, na kṛṣṇe rasa-niryyāsa-svādārtham avatāriṇi. Tatra nāyikā-bheda-vicāraḥ,—nāsau*

শ্লোকে শ্রীজীব-গোস্বামী অনেক বিচার করিয়া পরদার-ভাবকে যোগমায়া-কৃত জন্মাদিলীলার ন্যায় বিভ্রম-বিলাসরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। "তথাপি পতিঃ পুরবনিতানাং দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাং"—এই ব্যাখ্যাদ্বারা তিনি স্বীয় গম্ভীর আশয় ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রীরূপ-সনাতন-সিদ্ধান্তেও যোগমায়াকৃত বিভ্রমবিলাস স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি শ্রীজীব-গোস্বামী যখন গোলোক ও গোকুলের একত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তখন গোকুলের সমস্ত লীলায় যে মূল-তত্ত্ব আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যিনি বিবাহবিধিক্রমে কন্যার পাণিগ্রহণ করেন, তিনি 'পতি', এবং যিনি রাগদ্বারা পারকীয়া রমণীকে প্রাপ্তি হইবার জন্য তদীয়-প্রেমসর্ব্বস্ব-বোধে ধর্ম্মোল্লঙ্ঘন করেন, তিনিই 'উপপতি'। গোলোকে

---

*nāṭye-rase mukhye yat paroḍhā nigadyate, tat tu syāt prākṛta-kṣudra-nāyikādy anusārataḥ.* Śrī Jīva has deeply considered all these *ślokas* and substantiated that as the Pastimes of Birth, etc., are Pastimes of Divine Delusion *(vibhrama-vilāsa)* attributed to Yogamāyā, the same is applicable in the case of the Paramour Conception. तथापि पतिः पुरवनितानां द्वतीयो व्रजवनितानां *tathāpi patiḥ pura-vanitānāṁ dvitīyo vraja-vanitānāṁ*—by this statement he has revealed his deep purport. In the conclusions established by Śrī Rūpa and Śrī Sanātana, the Pastimes of Divine Delusion arranged by Yogamāyā have also been admitted. Yet when Śrī Jīva Goswāmī has determined Goloka and Gokula to be identical, it cannot but be admitted that the basis of the Gokula Pastimes is the fundamental Transcendental Reality.

One who accepts the hand of a maiden according to the injunction of marriage is a husband, while one who, thinking his love to be all-in-all, crosses the injunctions of religious duty in order to gain another's wife, is a paramour. In





বিবাহবিধি-বন্ধনরূপ ধর্ম্মই নাই; সুতরাং তথায় তল্লক্ষণ পতিত্বও নাই; আবার তদ্রূপ স্বীয়-স্বরূপাশ্রিতা গোপীদিগের অন্যত্র বিবাহ না থাকায়, তাঁহাদের উপপত্নীত্বও নাই। তথায় স্বকীয় ও পারকীয়,—এই উভয়বিধভাবের পৃথক্-পৃথক্ স্থিতি হইতে পারে না। প্রকট-লীলায় প্রাপঞ্চিক-জগতে বিবাহবিধি-বন্ধনরূপ 'ধর্ম্ম' আছে;—কৃষ্ণ সেই ধর্ম্ম হইতে অতীত। সুতরাং মাধুর্য্যমণ্ডলরূপ ধর্ম্ম—যোগমায়াদ্বারা ঘটিত। সেই ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কৃষ্ণ পরকীয়-রস আস্বাদন করিয়াছেন। এই যে যোগমায়াকর্ত্তৃক প্রকটিতা ধর্ম্মোল্লঙ্ঘন-লীলা, তাহা প্রপঞ্চেই প্রপঞ্চাচ্ছাদিত চক্ষুর্দ্বারা দৃষ্ট হয়; বস্তুতঃ কৃষ্ণলীলায় তাদৃশ লঘুত্ব নাই। পারকীয়-রসই সর্ব্বরসের নির্য্যাস; 'তাহা গোলোকে নাই'—এই

---

Goloka there is no religious obligation binding anyone to the injunction of marriage, so no husbandhood of that order is to be found there either; on the other hand, since there can be no marriage with others for the Gopīs, who are in that way constitutionally Kṛṣṇa's own, there is no question of them becoming lady paramours. There, the concepts of wedded and paramour *(svakīya-pārakīya)* cannot exist independently of one another. In Kṛṣṇa's Pastimes manifest in the material world, the binding religious code of marriage is present; Kṛṣṇa is transcendental to that religious duty. So the circle of Divine Amorous Affairs is thus an arrangement of Yogamāyā. Crossing that religious obligation, Kṛṣṇa enjoyed the taste of paramourship. These Pastimes of 'overstepping morality' manifest by Yogamāyā are seen in the world by eyes enveloped in mundanity; in actuality there is no trace of such pettiness or superficiality in the Pastimes of Kṛṣṇa at all.

*Pārakīya-rasa* is the essence of all *Rasas;* to deny its

কথা বলিলে গোলোককে তুচ্ছ করিতে হয় । পরমোপাদেয় গোলোকে পরমোপাদেয়-রসাস্বাদন নাই,—এরূপ নয়। অবতারী কৃষ্ণ তাহা কোন আকারে গোলোকে এবং কোন আকারে গোকুলে আস্বাদন করেন। সুতরাং পরদারত্বরূপ ধর্ম্মলঙ্ঘন-প্রতীতি মায়িক-চক্ষে প্রতীত হইলেও তাহার কোনপ্রকার সত্যতা গোলোকেও আছে। "আত্মারামোঽপ্যরীরমৎ", "আত্মন্যবরুদ্ধ-সৌরতঃ", "রেমে ব্রজসুন্দরীভির্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রবচনদ্বারা প্রতীত হয় যে, আত্মারামতাই কৃষ্ণের নিজ-ধর্ম্ম । কৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যময়-চিজ্জগতে আত্মশক্তিকে লক্ষ্মীরূপে প্রকট করিয়া স্বকীয়া বুদ্ধিতে রমণ করেন। এই স্বকীয়া বুদ্ধি প্রবলা থাকায় দাস্যরস পর্য্যন্তই রসের সুন্দর গতি । কিন্তু গোলোকে আত্মশক্তিকে

---

existence in Goloka would be tantamount to sacrilege. The Superexcellent, Transcendental Ecstatic Experience cannot be absent in the Superexcellent Goloka. Kṛṣṇa, the Origin of all *Avatāras,* tastes that in a certain way in Goloka, and He tastes that in a certain way in Gokula. So despite the immoral connotation seen in paramourship by the mundane eye, paramourship nonetheless has its peculiar wholesome existence in Goloka also. From the Scriptural statements "आत्मारामोऽप्यरीरमत्," "आत्मन्यवरुद्ध-सौरतः," "रेमे व्रजसुन्दरीभिर्यथार्भकः स्वप्रतिबिम्बविभ्रमः" *"ātmārāmo 'py arīramat," "ātmany avaruddha-saurataḥ," "reme vrajasundarībhir yathārbhakaḥ svapratibimba-vibhramaḥ"* etc., it is evident that self-satisfaction is Kṛṣṇa's Personal Nature.

In the Majestic Area of the Transcendental World, He manifests His Personal Potency as Lakṣmī and consorts with Her in the mood of wedlock. Since this mood of ownership in wedlock *(svakīyā-buddhi)* predominates there, the scope of *Rasa* naturally and charmingly goes up to Servitude or





শতসহস্র-গোপীরূপে পৃথক্ করিয়া স্বকীয়-বিস্মৃতিপূর্ব্বক তাঁহাদের সহিত নিত্য রমণ করেন । স্বকীয়-অভিমানে রসের অত্যন্ত-দুর্ল্লভতা হয় না, তজ্জন্য অনাদিকাল হইতেই গোপীদিগের নিঃসর্গতঃ 'পরোঢ়া'-অভিমান আছে, এবং কৃষ্ণও সেই অভিমানের অনুরূপ স্বীয় 'ঔপপত্য'-অভিমান স্বীকারপূর্ব্বক বংশীপ্রিয়সখীর সাহায্যে রাসাদি-লীলা করেন। গোলোক—নিত্যসিদ্ধ, মায়িক প্রত্যয়ের অতীত রসপীঠ; সুতরাং তথায় সেই অভিমানমাত্রেরই রসপ্রবাহ সিদ্ধ হয়। আবার বাৎসল্যরসও অবতারীকে আশ্রয়পূর্ব্বক বৈকুণ্ঠে নাই;—ঐশ্বর্য্যের গতিই এইরূপ। কিন্তু পরমমাধুর্য্যময় গোলোকে ঐ রসের মূল অভিমান ব্যতীত আর কিছু নাই। তথায় নন্দ-যশোদা প্রত্যক্ষ আছেন, কিন্তু জন্ম-ব্যাপার নাই,

---

*Dāsya-rasa.* But in Goloka, Kṛṣṇa expands His Personal Potency into millions of Gopīs and He consorts with Them, forgetting all ownership. The extreme rarity of the paramour relationship is absent in the sentiment of marriage, so naturally the Gopīs since time immemorial are endowed with the innate sentiment of being "others' wives" or female paramours; and Kṛṣṇa Himself also reciprocates by accepting the sentiment of paramourship, and with the help of His beloved companion the flute, He enjoys *Līlā* or Pastimes such as the *Rāsa* Dance.

Goloka is eternally perfect—the Seat of Transcendental Ecstasy or *Rasa*—transcendental to any mundane inflection; so in that Realm, the Divine current of the sentiment of Paramourship flows in its perfection. Further, the way of Majesty *(aiśvaryya)* is such that the Parental sentiment *(Vātsalya-rasa)* directed to the Origin of all Incarnations is also absent in Vaikuṇṭha. Yet in the Paramount Plane of Divine Consorthood—the *Parama-mādhuryya-maya*

জন্মাভাবে নন্দ-যশোদার যে পিতৃ-মাতৃত্বাদি অভিমান, তাহা বস্তুতঃ নয়,—পরন্তু অভিমান-মাত্র; যথা—"জয়তি জন-নিবাসো দেবকী-জন্মবাদঃ" ইত্যাদি। রস-সিদ্ধির জন্য ঐ অভিমান—নিত্য। শৃঙ্গার-রসেও সেইরূপ 'পরোঢ়াত্ব' ও 'ঔপপত্য'-অভিমান-মাত্র নিত্য হইলে, দোষ-মাত্র থাকে না এবং কোনরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধও হয় না। ব্রজে যখন গোলোক-তত্ত্ব প্রকট হন, তখন প্রাপঞ্চিক-জগতে প্রপঞ্চময়-দৃষ্টিতে ঐ অভিমানদ্বয় কিছু স্থূল হয়, এইমাত্র ভেদ। বৎসলরসে নন্দ-যশোদার পিতৃত্বাদি-অভিমান কিছু স্থূলাকারে কৃষ্ণ-জন্মাদি-লীলারূপে প্রতীত হয় এবং শৃঙ্গাররসে সেই সেই গোপীগত পরোঢ়াত্ব-অভিমান স্থূলরূপে অভিমন্যু-গোবর্দ্ধনাদির সহিত বিবাহ আকারে প্রতীত হয়। বস্তুতঃ

---

Goloka—there is only the original *mood* of that sentiment. There, Nanda and Yaśodā are personally present, but there is no direct occurence of Kṛṣṇa's birth; without the function of giving birth to a son, the egos of fatherhood and motherhood of Nanda and Yaśodā are their hearts' sentiments only. जयति जन-निवासो देवकी-जन्मवादः *jayati jana-nivāso devakī-janmavādaḥ*. For the perfection of the *Rasa* that sentiment is eternal. Similarly in *Śṛṅgāra-rasa* also, since only the *sentiment* of male and female paramourship is eternal, absolutely no stigma or any type of Scriptural violation can be present there. When the Goloka Principle is manifest in Vraja, the only difference is that these two sentiments *appear* to possess some grossness in the mundane vision. The parental sentiment of Nanda and Yaśodā appears in a more 'earthly' way, in the form of the Pastimes of Kṛṣṇa's birth, etc. The consorthood sentiment of the Gopīs as "others' wives" appears in a more 'earthly' way in the form of their marriages to





গোপীদিগের পৃথক্-সত্তাগত পতিত্ব না আছে গোলোকে, না আছে গোকুলে। এই জন্যই শাস্ত্র বলেন যে, "ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ।" এই জন্যই রসতত্ত্বাচার্য্য শ্রীরূপ লিখিয়াছেন যে, উজ্জ্বল-রসে নায়ক—দুই প্রকার; যথা—"পতিশ্চোপপতিশ্চেতি প্রভেদাবিহ বিশ্রুতৌ" ইতি। শ্রীজীব তাঁহার টীকায় "পতিঃ পুরবনিতানাং দ্বিতীয়ো ব্রজবনিতানাং" এই কথাতেই বৈকুণ্ঠ ও দ্বারকাদিতে কৃষ্ণের পতিত্ব এবং গোলোক ও গোকুলে কৃষ্ণের নিত্যোপপতিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। গোলোকনাথ ও গোকুলনাথে উপপতি-লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। কৃষ্ণ-কর্ত্তৃক স্বীয় আত্মারামত্ব-ধর্ম্মের যে লঙ্ঘন, পরোঢ়া-মিলন-জন্য রাগই সেই ধর্ম্মলঙ্ঘনের হেতু। গোপীদিগের নিত্য পরোঢ়াত্ব-অভিমানই সেই

---

Abhimanyu and Govarddhana, etc.

In reality, in neither Goloka nor Gokula is there any separate existence of lordship or husbandhood over the Gopīs. Therefore the Scriptures have said न जातु व्रजदेवीनां पतिभिः सह सङ्गमः *na jātu vraja-devīnāṁ patibhiḥ saha saṅgamaḥ:* there is never sexual union of the Gopīs with their husbands. So the *Rasatattvācāryya,* the Divine Guide in the Science of Transcendental *Rasa,* Śrī Rūpa, has written that the Hero of *Ujjvala-rasa* (Consorthood) is of two types —पतिश्चोपपतिश्चेति प्रभेदाविह विश्रुतौ। इति *patiś copapatiś ceti pra-bhedāv iha viśrutau, iti*—husband and paramour.

In his commentary Śrī Jīva has admitted the Husband-hood of Kṛṣṇa in Dvārakā and Vaikuṇṭha, etc., and the Eternal Paramourship of Kṛṣṇa in Goloka and Gokula, in the statement पतिः पुरवनितानां द्वितीयो व्रजवनितानां *patiḥ pura-vanitānāṁ dvitīyo vraja-vanitānāṁ*. In the Lord of Goloka, Golokanātha, and in the Lord of Gokula, Gokulanātha, the expression of paramourship is found in its complete

পরোঢ়াত্ব । বস্তুতঃ তাঁহাদের পৃথক্-সত্তাযুক্ত পতি কখনও না থাকিলেও অভিমান সেই স্থানে তাঁহাদের পারকীয়া অবলত্ব সম্পাদন করে । সুতরাং "রাগেণোল্লঙ্ঘয়ন্ ধর্ম্মং" ইত্যাদি সকল লক্ষণই মাধুর্য্যপীঠে নিত্য বর্ত্তমান । ব্রজে তাহাই কিয়ৎপরিমাণে প্রাপঞ্চিকচক্ষু ব্যক্তিদিগের নিকট স্থূলাকারে লক্ষিত হয় । সুতরাং গোলোকে পারকীয় ও স্বকীয়রসের অচিন্ত্যভেদাভেদ; —ভেদ নাই বলিলেও হয়, অভেদ নাই বলিলেও হয় । পারকীয়-সার যে স্বকীয়-নিবৃত্তি এবং স্বকীয়-সার যে পারকীয়-নিবৃত্তিরূপ স্বরূপশক্তি-রমণ অর্থাৎ পারকীয়-নিবৃত্তিরূপ স্বরূপশক্তি-রমণ অর্থাৎ বিবাহবিধি-শূন্য রমণ, তদুভয়

---

form. Kṛṣṇa's overstepping *(laṅghana)* of His Own Nature *(dharmma)* of Self-satisfaction *(ātmārāmatva)* is the only cause of His apparently overstepping religious duty *(dharmma-laṅghana)* through His Passion for Paramourship. That Paramourship is the root cause of the Gopis' corresponding eternal sentiment of their being 'wives of others.'

Although in reality there are no husbands of separate interest for the Gopīs at all, their sentiment causes them to have the nature of others' wives. Thus रागेणोल्लङ्घयन् धर्म्मं *rāgeṇollaṅghayan dharmmaṁ*—'love above law,' and all such symptoms are eternally present in the Divine Plane of Love. In Vraja, a general outline of this can be appreciated to some degree by the worldly eye.

Thus in Goloka the *Rasas* of wedlock and paramourship are inconceivably one and distinct—neither their distinction nor their similarity can be admitted. The essence of Paramourship Sentiment denies Ownership and the essence of Ownership denies Paramourship in the Lord's Consorthood





এক-রস হইয়া উভয়বৈচিত্র্যের আধাররূপে বিরাজমান । গোকুলে সেইরূপই বটে, কেবল প্রপঞ্চগত-দ্রষ্টৃগণের অন্যপ্রকার প্রত্যয় । গোলোকবীর গোবিন্দে ধর্ম্মাধর্ম্মশূন্য পতিত্ব ও উপপতিত্ব নির্ম্মলরূপে বিরাজমান; গোকুলবীরে সেইরূপ হইয়াও যোগমায়াদ্বারা প্রতীতি-বৈচিত্র্য হইয়া থাকে । যদি বল,—যোগমায়া যাহা প্রকাশ করেন, তাহা চিচ্ছক্তিকৃত পরম-সত্য, সুতরাং পরদারত্বরূপ প্রতীতিও যথাবৎ সত্য—তদুত্তর এই যে, রসাস্বাদনে সেরূপ অভিমানের প্রতীতি থাকিতে পারে এবং তাহাতেও দোষ নাই; কেননা তাহা অমূলক নয় ।

---

with His Personal Divine Potency, yet the denial of Paramourship Sentiment in His Consorthood with His Personal Divine Potency means Consorthood beyond the religious injunction of marriage. Accommodating the variegatedness of both Concepts, Their Consummation in the Ultimate Singular *Rasa* or Divine Ecstatic Relationship is ever gloriously refulgent there in Goloka. Indeed, the same is true for Gokula; some other inference is fostered by the mundane observers only. In Govinda, the Hero of the Pastimes of Goloka, husbandhood and paramourship beyond both religiosity or irreligiosity preside in their pristine glory; and although the same is true for the Hero of Gokula, a varied connotation appears by the Agency of Yogamāyā.

If it is suggested that whatever Yogamāyā manifests is Divine Truth created by Divine Potency so even the idea of adultery is to be taken as an actual reality, it must be replied that in the experience of the Spiritual *Rasa,* the *idea* of such a sentiment can exist, and that too without any flaw since it is not without foundation; it is based on the presence of a correspondingly Perfect Sentiment in its Origin of

কিন্তু জড়বুদ্ধিতে যে হেয়-প্রতীতি হয়, তাহাই দুষ্ট; তাহা শুদ্ধজগতে থাকিতে পারে না । বস্তুতঃ শ্রীজীব-গোস্বামী যথাযথই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং প্রতিপক্ষের সিদ্ধান্তও অচিন্ত্যরূপে সত্য; কেবল স্বকীয়-বাদ ও পরকীয়-বাদ লইয়া বৃথা জড়বিবাদই মিথ্যা ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ । যিনি শ্রীজীব-গোস্বামীর টীকা-সমূহ এবং প্রতিপক্ষের টীকা-সকল নিরপেক্ষ হইয়া ভালরূপে আলোচনা করিবেন,—তাঁহার কোন সংশয়াত্মক বিবাদ থাকিবে না । শুদ্ধ বৈষ্ণব যাহা বলেন তাহা সকলই সত্য; তাহাতে পক্ষ-প্রতিপক্ষই নাই তবে তাঁহাদের বাক্-কলহে রহস্য আছে । যাঁহাদের বুদ্ধি—মায়িকী, তাঁহারা শুদ্ধবৈষ্ণবতার অভাবে শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের প্রেমরহস্য-কলহ বুঝিতে না পারিয়া পক্ষ-বিপক্ষগত

---

Fundamental Truth; but the ugly connotation of the mundane is a contaminated conception that can never stand in the plane of pure existence.

Actually, Śrī Jīva Goswāmī has presented the correct conclusion, while the opposing conclusion also carries the truth in an inconceivable way; to engage in fruitless empirical wrangling for the case of wedlock or paramourship is a baseless endeavour of so much verbiage. One who, with an unprejudiced view, thoroughly examines the commentaries of Śrī Jīva Goswāmī and all the opposing commentaries cannot but come to the end of all arguments born of doubts.

Whatever is spoken by the pure Vaiṣṇava is truth, utterly free from any form of prejudice, yet there is the element of mystery in their controversies. Those whose intellects are possessed by illusion and mundanity, in their paucity of pure Vaiṣṇava qualification are unable to grasp the significance of the mysterious affectionate controversies among





দোষের আরোপ করেন। "গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ" এই রাসপঞ্চাধ্যায়ী-শ্লোকের বিচারে শ্রীসনাতন-গোস্বামী স্বীয় 'বৈষ্ণবতোষণী'তে যাহা বিচার করিয়াছেন, তাহা ভক্ত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বিনা-আপত্তিতে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছেন।

গোলোকাদি-চিদ্বিলাস-সম্বন্ধে কোন বিচার করিতে হইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামি-পাদদিগের উপদিষ্ট একটী কথা স্মরণ রাখা উচিত । তাহা এই,—ভগবত্তত্ত্ব সর্ব্বদা চিদ্‌বিশেষ-দ্বারা বিচিত্র অর্থাৎ জড়-বিশেষাতীত, কখনই নির্ব্বিশেষ নয়। ভগবদ্‌রস—'বিভাব', 'অনুভাব', 'সাত্ত্বিক' ও 'ব্যভিচারী', এই চারি-প্রকার বিশেষগত বিচিত্রতাদ্বারা সুন্দর এবং তাহা সর্ব্বদা গোলোক

---

the pure Vaiṣṇavas, and they thus ascribe to them the defect of wrangling and party spirit.

गोपीनां तत्पतीनाञ्च *gopīnāṁ tat-patīnāñ ca*. The conclusion given by Śrī Sanātana Goswāmī in his commentary *Vaiṣṇava-toṣaṇī* on this *śloka* from the five chapters of *Śrīmad-Bhāgavatam* dealing with the *Rāsa-līlā* has been unhesitatingly embraced with the utmost reverence by the pure devotee Śrī Viśvanātha Cakravarttī Ṭhākur.

When we attempt to deliberate on the matters of Transcendental Pastimes of Places such as Goloka, we would be best advised to bear in mind a point that has been graciously taught by Śrīman Mahāprabhu and the Goswāmīs: the Reality of the Supreme Absolute Truth is always variegated with Divine Attributes; that is, it is always transcendental to mundane attributes, and never unvariegated or nondifferentiative. The Beauty of *Rasa* in relationship with the Supreme Lord is manifest by its variegatedness, with four basic attributes known as *vibhāva* (subject and object), *anubhāva* (illuminating symptoms), *sāttvika* (particular

ও বৈকুণ্ঠে বর্ত্তমান। গোলোকের রস যোগমায়া-বলে ভক্তদিগের উপকারার্থ জগতে প্রকটিত হইয়া ব্রজরস-রূপে প্রতীত এবং এই গোকুলরসে যাহা যাহা দেখা যাইতেছে, সে সকলই আবার গোলোকরসে বিশদরূপে প্রতীত হওয়া আবশ্যক। সুতরাং নাগর-নাগরীগণের বিচিত্র ভেদ, তত্তৎ জনে রস-বিচিত্রতা, ভূমি, জল, নদী, পর্ব্বত, গৃহদ্বার, কুঞ্জ ও গাভী প্রভৃতি সকল গোকুলোপকরণই যথাযথ সমাহিত-ভাবে গোলোকে আছে; কেবল জড়বুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের তৎসম্বন্ধে যে জড়-প্রতীতি, তাহা গোলোকে নাই। বিচিত্রব্রজলীলায় অধিকার-ভেদে গোলোকের পৃথক্ পৃথক্ স্ফূর্ত্তি; সেই সেই স্ফূর্ত্তির কোন্ কোন্ অংশ—মায়িক, ও কোন্ কোন্ অংশ—শুদ্ধ, এ-বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত হওয়া কঠিন। ভক্তিচক্ষু প্রেমাঞ্জনদ্বারা যতই ছুরিত বা শোভিত হইবে, ততই ক্রমশঃ

---

emotional symptoms) and *vyabhicārī* (particular secondary transitory symptoms); such *Rasa* full of variegatedness is ever-present in Goloka and Vaikuṇṭha.

By the Power of Yogamāyā the *Rasa* of Goloka is manifest in this world for the benefit of the devotees, appearing as the *Rasa* of Vraja; whatever is seen in that *Gokula-rasa* must also appear graphically in *Goloka-rasa.* So different varieties in the Nature of the Male and Female Paramour, variegatedness in *Rasa* of those identities, the soil, water, rivers, mountains, gateways, groves and cows, etc.—all these ingredients of Gokula are correspondingly and intrinsically present in Goloka; only the mundane connotation ascribed to this Realm by persons of mundane conception is absent. According to the eligibility of the devotee, there are distinctly varied revelations in the variegated Pastimes of Vraja. To form a single criterion to determine which portions of those revelations may be illusory and which may





বিশদ-স্ফূর্ত্তির উদয় হইবে। সুতরাং কোন বিতর্কের প্রয়োজন নাই; বিতর্কের দ্বারা অধিকার উন্নত হয় না; কেননা, গোলোকতত্ত্ব—অচিন্ত্য-ভাবময়। অচিন্ত্য-ভাবকে চিন্ত্য-দ্বারা অনুসন্ধান করিলে তুষাবঘাতীর নিরর্থক-পরিশ্রমের ন্যায় নিষ্ফল-চেষ্টা হইবে। সুতরাং জ্ঞানচেষ্টা হইতে নিরস্ত হইয়া ভক্তি-চেষ্টায় অনুভূতি লাভ করা কর্ত্তব্য। যে বিষয় স্বীকার করিলে চরমে নির্ব্বিশেষ-প্রতীতির উদয় হয়, তাহা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। মায়া-প্রতীতিশূন্য শুদ্ধপরকীয়-রস—অতিদুর্ল্লভ। তাহা গোকুললীলায় বর্ণিত আছে, তাহা অবলম্বন করিয়াই রাগানুগ ভক্তগণ সাধন করিবেন এবং সিদ্ধিকালে অধিকতর উপাদেয় মূল-তত্ত্ব প্রাপ্ত হইবেন। জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণের পারকীয়-চেষ্টাময়ী ভক্তি অনেকস্থলে জড়গত-

---

be pure is difficult. The more the eyes of Devotion are anointed or adorned with the salve of Love, the more the Pure will gradually reveal itself. So there is no necessity of argument; argument does not enhance anyone's eligibility—the depth of the Plane of Goloka is of inconceivable subtleness. To try to conceive the inconceivable, like the futile pounding of empty grain-husk, can only come to nought. Therefore one must desist from the attempt of knowledge and attain realization by the devotional pursuit. Any pursuit that ultimately leads one to a nondifferentiative impression must be shunned in all respects.

The pure *Rasa* of Paramourship free from all mundane conception is extremely rarely attained. It is described in the Pastimes of Gokula, and it must be embraced and served by the devotees following the line of Divine Love, the *Rāgānuga-bhaktas,* and upon perfection they will attain to the higher fundamental Truth of Reality the Beautiful. That devotional service which aims at paramourship, but is

বৈধর্ম্মরূপে পরিণত হয়। তাহা দেখিয়া আমাদের তত্ত্বাচার্য্য শ্রীজীব উৎকণ্ঠিত হইয়া যে-সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার সার গ্রহণ করাই শুদ্ধবৈষ্ণবতা। আচার্য্যাবমাননা-দ্বারা মতান্তর-স্থাপনে যত্ন করিলে অপরাধ হয় ॥৩৭॥

---

performed by persons of mundane attitude, is repeatedly condemned as illicit, perverse anti-religion. Pained at seeing such hypocrisy rampant, our *Tattvācāryya,* Śrī Jīva, was most eager to deliver his exposition. To embrace the essence of his delivery is in itself the quality of pure Vaiṣṇavism. It is an offence, *aparādha,* to disrespect the *Ācāryya* by attempting to establish an opposing doctrine. [37]



प्रेमाञ्जनच्छुरितभक्तिविलोचनेन
सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति।
यं श्यामसुन्दरमचिन्त्यगुणस्वरूपं
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ३८ ॥

---

*premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena*
*santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti*
*yaṁ śyāmasundaram acintya-guṇa-svarūpaṁ*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [38]*

---

**অনুবাদ।** প্রেমাঞ্জনদ্বারা রঞ্জিত ভক্তিচক্ষুবিশিষ্ট সাধুগণ যে অচিন্ত্য-গুণবিশিষ্ট শ্যামসুন্দর-কৃষ্ণকে হৃদয়েও অবলোকন করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৩৮॥

**তাৎপর্য্য।** শ্যামসুন্দররূপই কৃষ্ণের অচিন্ত্য যুগপৎ সবিশেষ-নির্ব্বিশেষাদি বিরুদ্ধ রূপ; সাধুগণ ভক্তিসমাধিতে স্বীয়-হৃদয়ে তাহা দর্শন করিয়া থাকেন। শ্যামরূপটি—জড়ীয় শ্যামবর্ণ নয়, কিন্তু চিদ্বৈচিত্র্যগত নিত্যসুখদ বর্ণ;

---

**Translation:**

The *sādhus,* their eyes tinted with the unguent of Love,
see within their hearts
that Śyāmasundar Kṛṣṇa of inconceivable qualities;
that Primeval Lord, Govinda, do I adore. [38]

**Purport:** The Form of Śyamasundar is Kṛṣṇa's inconceivable simultaneously personal and impersonal paradoxical Form. The *sādhus* or pure devotees see Him within their own hearts, in their trance of Devotion *(Bhakti-samādhi).* The Śyama Form is not of the *śyama* or black colour of this world, but it is the colour of the Transcendental

জড়চক্ষে তাহা দেখা যায় না। "ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে। অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণম্" ইত্যাদি ব্যাস-সমাধি আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ—পূর্ণ-পুরুষ, কেবল ভক্তিভাবিত-সমাধির আসনস্বরূপ ভক্তহৃদয়ে উদিত হন। ব্রজে প্রকটসময়ে ভক্ত ও অভক্ত, সকলেই এই চক্ষে তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু কেবল ভক্তগণ মাত্র ব্রজপীঠস্থ কৃষ্ণকে হৃদয়ের পরম-ধন বলিয়া আদর করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ভক্তগণ সেরূপ চাক্ষুষ-দর্শন লাভ না করিয়াও ভক্তিভাবিত-হৃদয়ে ব্রজধামে কৃষ্ণকে দর্শন করেন। জীবের চিন্ময়-শুদ্ধ-বিগ্রহের চক্ষুই ভক্তিচক্ষু; তাহা ভক্তির অনুশীলনদ্বারা যেই পরিমাণে স্ফুটিত হয়, সেই পরিমাণে কৃষ্ণস্বরূপের শুদ্ধদর্শন হয়। সাধন-ভক্তি যখন 'ভাবাবস্থা' প্রাপ্ত হয়, তখন কৃষ্ণ-কৃপা-বলে

---

variegatedness that bestows eternal Joy. It cannot be seen with mundane eyes.

भक्तियोगेन मनसि सम्यक् प्रणिहितेऽमले। अपश्यत् पुरुषं पूर्णम् इत्यादि *bhaktiyogena manasi samyak praṇihite 'male, apaśyat puruṣaṁ pūrṇam* etc.: if we study the nature of the pure *samādhi* of Vyāsadeva, we will appreciate that the Intrinsic Form of Śrī Kṛṣṇa is the Whole Personality of Godhead, and He appears seated in the inner region of His devotee's heart of Devotional trance.

At the time of His Appearance in Vraja, everyone, both devotees and non-devotees, saw Him directly; but only the devotees adored Him—Kṛṣṇa of the Holy Place of Vraja—as the priceless jewel of their hearts.

Now also, even without visually seeing him in that way, the devotees see Kṛṣṇa in Vraja-dhāma within their hearts saturated with Devotion. The *jīva's* eyes of Devotion are the eyes of his pure spiritual self. The pure vision of Kṛṣṇa



প্রেমরূপ অঞ্জন সেই ভাব-ভক্তের চক্ষে প্রযুক্ত হয়; তাহা হইলেই সাক্ষাদ্ দর্শন হয়। 'হৃদয়ে' অর্থাৎ সেই সেই ভক্তির তারতম্যাধিকারগত হৃদয়ে দর্শন হয়। মূল কথা এই যে, শ্যামসুন্দর নটবর মুরলীধর ত্রিভঙ্গমূর্ত্তি কল্পিত নয়; তাহা সমাধিচক্ষে দৃষ্ট হয় ॥৩৮॥

---

is attainable in proportion to the degree that those eyes are developed by the cultivation of Devotion. When devotion in practice *(sādhana-bhakti)* reaches the budding stage of Love *(Bhāva),* by the power of Kṛṣṇa's Grace the unguent that is Love is applied to the eyes of that developed devotee; then he can have the direct *darśana* of Kṛṣṇa. The phrase 'within their hearts' means that Kṛṣṇa is seen in proportion to the degree that His devotee's heart is purified by Devotional qualification.

The essential point is that the triple-curved Form of Śyāmasundar, the Supreme Dancer who plays the flute, is not imaginary; it is seen by the eye of unalloyed consciousness. [38]

रामादिमूर्त्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्
नानावतारमकरोद्भुवनेषु किंतु।
कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान् यो
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ३९ ॥

---

*rāmādi-mūrttiṣu kalāniyamena tiṣṭhan*
*nānāvatāram akarod bhuvaneṣu kiṁ tu*
*kṛṣṇaḥ svayaṁ samabhavat paramaḥ pumān yo*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [39]*

---

**অনুবাদ** । যে পরম-পুরুষ স্বাংশ-কলাদি-নিয়মে রামাদি-মূর্ত্তিতে স্থিত হইয়া ভুবনে নানাবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ।।৩৯।।

**তাৎপর্য্য** । স্বাংশ-অবতাররূপে রামাদি-অবতার বৈকুণ্ঠ হইতে এবং কৃষ্ণ গো-লোকের ব্রজধাম-সহিত স্বয়ং প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। পরমপুরুষ কৃষ্ণাভিন্ন কৃষ্ণ-চৈতন্যও সেই স্বয়ংরূপেই প্রকটতা স্বীকার করেন,—ইহাই গূঢ় তাৎপর্য্য ।।৩৯।।

---

**Translation:**

The Lord has shown in the world many *Avatāras*
such as Rāma, by expanding His Plenary Expansions
and Expansions of those Expansions anon;
and He, Kṛṣṇa, also came Personally—
that Primeval Lord Govinda, do I worship. [39]

**Purport:** His Expanded Descents or *Avatāras* as Rāma, etc., come down from Vaikuṇṭha; and Kṛṣṇa Himself, along with the Vraja-dhāma of Goloka, graciously comes down to appear in this world. The deep purport herein is that Kṛṣṇa Chaitanya, One with the Supreme Lord Kṛṣṇa, also accepts His Advent in that Personal Appearance. [39]



यस्य प्रभा प्रभवतो जगदण्डकोटि-
कोटिष्वशेषवसुधादिविभूतिभिन्नम्।
तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेषभूतं
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ४० ॥

---

*yasya prabhā prabhavato jagad-aṇḍa-koṭi-*
*koṭiṣv aśeṣa-vasudhādi-vibhūti-bhinnam*
*tad-brahma niṣkalam anantam aśeṣa-bhūtaṁ*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [40]*

---

**অনুবাদ** । যাঁহার প্রভা হইতে উৎপত্তি-নিবন্ধন উপনিষদুক্ত নির্ব্বিশেষব্রহ্ম কোটিব্রহ্মাণ্ডগত বসুধাদি-বিভূতি হইতে পৃথক্ হইয়া নিষ্কল অনন্ত অশেষ-তত্ত্বরূপে প্রতীত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ।।৪০।।

**তাৎপর্য্য** । মায়া-প্রসূত ব্রহ্মাণ্ডনিচয়—গোবিন্দের একপাদ-বিভূতি; তদুত্তর-তত্ত্বরূপই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম; তাহা—গোবিন্দের ত্রিপাদ-বিভূতিরূপ চিজ্জগতের

---

**Translation:**

I worship that Primeval Lord Govinda.
Because His Power and Effulgence is the source
of that which is described in the *Upaniṣads*
as the nondifferentiated *Brahman,*
being distinct from the domain of
millions of planets and planes like Earth, etc.,
it appears as the Indivisible, Infinite, Absolute Truth.*[40]

**Purport:** The aggregate universes created by Māyā are as a quadrant of the Majesty of Govinda *(ekapāda-vibhūti)*; the nondifferentiated *Brahman* is a superior truth to that

---

*Vide purport of verse 34.

বহিঃপ্রাকারস্থিত তেজোবিশেষ; তাহা—নিষ্কল অর্থাৎ কলারহিত, সুতরাং 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-রূপে প্রতীত; তাহা—অনন্ত এবং অবিশিষ্ট-তত্ত্ব ॥৪০॥

---

Māyik quadrant. ***Brahman*** is an effulgence situated as the outer wall of the Transcendental World which constitutes Govinda's triquadrantal Majesty *(tripāda-vibhūti).* It is indivisible, that is, without expansion, therefore it appears, as stated (in the *Upaniṣads*), एकमेवाद्वितीयम् *ekam evādvitīyam,* as the one without a second. It is an element both infinite and undifferentiated. [40]



माया हि यस्य जगदण्डशतानि सूते
त्रैगुण्यतद्विषयवेदवितायमाना।
सत्त्वावलम्बिपरसत्त्वविशुद्धसत्त्वं
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ४१ ॥

---

*māyā hi yasya jagad-aṇḍa-śatāni sūte*
*traiguṇya-tad-viṣaya-veda-vitāyamānā*
*sattvāvalambi-parasattva-viśuddha-sattvaṁ*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [41]*

---

**অনুবাদ** । সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ-ত্রৈগুণ্যময়ী এবং জড়-ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধি-বেদজ্ঞানবিস্তারিণী মায়া—যাঁহার অপরাশক্তি, সেই সত্ত্বাশ্রয়রূপ পরসত্ত্বনিবন্ধন বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৪১॥

**তাৎপর্য্য** । উৎপত্তি—রজোগুণ; উৎপত্তি হইয়া স্থিতি—রজোমিশ্রিত সত্ত্ব-গুণ; এবং বিনাশ—তমোগুণ । ত্রিগুণ-মিশ্রিত সত্ত্ব প্রাকৃত, কিন্তু রজঃ ও তমোগুণের সহিত অমিশ্রিত যে সত্ত্ব, তাহাই অপ্রাকৃত এবং নিত্যবর্ত্তমান ধর্ম্মই পরসত্ত্ব; তাহাতে যাঁহার স্বরূপের অবস্থিতি, তিনিই বিশুদ্ধ-সত্ত্ব—

---

**Translation:**

I worship that Primeval Lord Govinda,
the All-good, Transcendental Pure Existence;
whose inferior potency is Māyā, of the trimodal nature
of *sattva, rajaḥ* and *tamoguṇa*—the propagator
of that Vedic wisdom which pertains to the world. [41]

**Purport:** Creation pertains to *rajoguṇa;* following that is sustenance, which pertains to *sattvaguṇa;* and dissolution pertains to *tamoguṇa. Sattva* that is a mixture of the three *guṇas* is mundane, whereas the *sattva* that is unmixed with

অমায়িক, প্রপঞ্চাতীত, নির্গুণ ও চিদানন্দ। মায়াই জড়জগতের সমস্ত-বিধিময় ত্রৈগুণ্যবিষয়ক বেদ বিস্তার করিয়াছেন ॥৪১॥

---

*rajaḥ* and *tamoguṇa* is supramundane and the Transcendental Truth of Eternal Existence. He whose Form abides in that Existence—He is *viśuddha-sattva,* the Pure Truth which is devoid of Māyā's influence, transcendental to the material world and devoid of the mundane qualities or *guṇas;* He is Spiritual Joy Personified. Māyā is the agent who has propagated the all-regulative Vedic knowledge that pertains to the three *guṇas (traiguṇya-viṣayaka-veda).* [41]



आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनःसु
यः प्राणिनां प्रतिफलन् स्मरतामुपेत्य।
लीलायितेन भुवनानि जयत्यजस्रं
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ४२ ॥

---

*ānanda-cinmaya-rasātmatayā manaḥsu*
*yaḥ prāṇināṁ pratiphalan smaratām upetya*
*līlāyitena bhuvanāni jayaty ajasraṁ*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [42]*

---

**অনুবাদ** । যিনি আনন্দচিন্ময়রস-স্বরূপে স্মরণকারি-প্রাণীদিগের মনে প্রতিফলিত হইয়া নিজলীলাচেষ্টিতদ্বারা নিরন্তর ভুবন-বিজয়ী হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৪২॥

**তাৎপর্য্য** । যাঁহারা সদুপদেশক্রমে নিরন্তর উজ্জ্বল-রসগত কৃষ্ণের মন্মথমন্মথ-মূর্ত্তি-সম্বন্ধীয় নাম, রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করেন, তাঁহারাই স্মরণকারী। তাঁহাদের চিত্তেই ধাম ও লীলাময় কৃষ্ণ উদিত হন। সেই উদিত ধামগত-লীলা জড়জগতের সকল ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যকে

---

**Translation:**

He whose Divine Ecstatic Form
is reflected in the minds of those who remember Him,
as He perpetually conquers the world in His Play—
that Primeval Lord Govinda do I adore. [42]

**Purport:** 'Those who remember Him' refers to persons who, having heard the advices of the true devotees or *sādhus,* recollect the Name, Form, Quality and Pastimes of that Eternal Lord of Love, the Cupid of cupids. Playful Kṛṣṇa and His Abode appears in their hearts. Whatever

সর্ব্বতোভাবে জয় করে ।।৪২।।

---

opulence and sweetness may be found in this world is summarily conquered by that revelation of the Pastimes in the Holy Abode. [42]



गोलोकनाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य
देवी-महेश-हरि-धामसु तेषु तेषु।
ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ४३ ॥

---

*goloka-nāmni nija-dhāmni tale ca tasya*
*devī maheśa-hari-dhāmasu teṣu teṣu*
*te te prabhāva-nicayā vihitāś ca yena*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [43]*

---

**অনুবাদ** । দেবীধাম, তদুপরি মহেশধাম, তদুপরি হরিধাম এবং সর্ব্বোপরি গোলোক-নামা নিজ-ধাম । সেই সেই ধামে সেই সেই প্রভাবসকল যিনি বিধান করিয়াছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ।।৪৩।।

**তাৎপর্য্য** । সর্ব্বোপরি অবস্থিত গোলোকধাম । ব্রহ্মা তাহা উর্দ্ধে লক্ষ্য করিয়া নিজের অবস্থিতি-ভূমি হইতে অবান্তর ধামগুলি বলিতেছেন—প্রথমে 'দেবীধাম' অর্থাৎ এই জড়জগৎ; ইহাতেই 'সত্যলোক' প্রভৃতি চৌদ্দটি লোক আছে ।

---

**Translation:**

First there is Devī-dhāma, then Maheśa-dhāma,
and above Maheśa-dhāma is Hari-dhāma;
and above all is His own home, Goloka.
He who has ordained the appropriate powers
pertaining to each and every one of those abodes—
that Primeval Lord, Govinda, do I worship. [43]

**Purport:** Goloka-dhāma is the Abode situated above all others. Seeing that above, from the point of *his* home ground, Brahmā is describing all the successive realms. First is Devī-dhāma, which refers to the material world;

তদুপরি শিবধাম; সেই ধাম 'মহাকাল-ধাম'-নামে একাংশে অন্ধকারময়। সেই অংশ ভেদ করিয়া মহা-আলোকময় সদাশিব-লোক। তদুপরি হরিধাম অর্থাৎ চিজ্জগত বৈকুণ্ঠলোক। দেবীধামের মায়া-বৈভবরূপ-প্রভাব এবং শিবধামের কাল ও দ্রব্যময়ব্যূহপ্রভাব, তথা বিভিন্নাংশ-গত স্বাংশাভাসময়-প্রভাব। কিন্তু হরিধামের চিদৈশ্বর্য্য-প্রভাব এবং গোলোকের সর্ব্বৈশ্বর্য্য-নিবাস-কারী মহামাধুর্য্য-প্রভাব। সেই সমস্ত প্রভাবনিচয় সেই সেই ধামে গোবিন্দই সাক্ষাৎ ও গৌণবিক্রমদ্বারা বিধান করিয়াছেন ।।৪৩।।

---

in this realm the fourteen planes headed by Satyaloka are situated. Above this is Śiva-dhāma; in that plane, a portion known as Mahākāla-dhāma is pervaded with darkness. On the other side of that portion of darkness is the immensely effulgent plane of Sadāśivaloka. Above that is Hari-dhāma or the Spiritual World, Vaikuṇṭhaloka.

The power of Devī-dhāma as Māyā's majesty, and the power of Śiva-dhāma as time and the aggregate of material elements, is present in those planes as the Power of the hazy aspect *(ābhāsa)* of the Lord's Plenary Expansion *(Svāṁśa),* reflected as separated particles *(vibhinnāṁśa).* But the Power of Hari-dhāma is its Transcendental Majesty, and the Power of All-sweetness and charm of Goloka is the mainstay of all Majesties. All these powers in each of these abodes are ordained by the direct and indirect Might of Govinda. [43]



सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका
छायेव यस्य भुवनानि विभर्त्ति दुर्गा।
इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ४४ ॥

---

*sṛṣṭi-sthiti-pralaya-sādhana-śaktir ekā*
*chāyeva yasya bhuvanāni vibhartti durgā*
*icchānurūpam api yasya ca ceṣṭate sā*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [44]*

---

**অনুবাদ ।** স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়া-স্বরূপা প্রাপঞ্চিক-জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধিনী মায়া-শক্তিই ভুবন-পূজিতা 'দুর্গা'; তিনি যাঁহার ইচ্ছানুরূপ চেষ্টা করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ।।৪৪।।

**তাৎপর্য্য ।** (পূর্ব্বোক্ত দেবীধামের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতার বর্ণন করিতেছেন।) যে-জগতে ব্রহ্মা অবস্থিত হইয়া গোলোকনাথের স্তব করিতেছেন, সেই জগৎ—চৌদ্দভুবনাত্মক 'দেবীধাম', তাহার অধিষ্ঠাতৃদেবী, 'দুর্গা'; তিনি—দশকর্ম্মরূপ

---

**Translation:**

The Intrinsic or Divine Potency's shadow is personified
as the Māyā potency who accomplishes
creation, sustenance and dissolution,
and who is worshipped in the world as 'Durgā';
by He whose wish she acts—
that Primeval Lord, Govinda, do I worship. [44]

**Purport:** (The presiding deity of the aforementioned Devī-dhāma is being described.) This world, where Brahmā is situated and singing the Glories of the Lord of Goloka, is the world of fourteen planes, 'Devī-dhāma,' of which the

দশভুজযুক্তা, বীর-প্রতাপে অবস্থিতা বলিয়া সিংহবাহিনী; পাপ-দমনীরূপা মহিষাসুরমর্দ্দিনী; শোভা ও সিদ্ধিরূপ-সন্তানদ্বয়-বিশিষ্টা বলিয়া কার্ত্তিক ও গণেশের জননী; জড়ৈশ্বর্য্য ও জড়বিদ্যা-সঙ্গিনীরূপা লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্য-বর্ত্তিনী; পাপ-দমনে বহুবিধ বেদোক্তধর্ম্মরূপ বিংশতি অস্ত্র-ধারিণী; কালশোভা-বিশিষ্টা বলিয়া সর্পশোভিনী;—এইসকল আকার বিশিষ্টা দুর্গা; সেই দুর্গা—দুর্গ-বিশিষ্টা। 'দুর্গ'-শব্দে কারাগৃহ; তটস্থশক্তিপ্রসূত জীবগণ কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে যে প্রাপঞ্চিক-কারায় অবরুদ্ধ হন, তাহাই দুর্গার 'দুর্গ'। কর্ম্মচক্রই তথায় 'দণ্ড'; বহির্ম্মুখজীবগণ-প্রতি এরূপ শোধন-প্রণালীবিশিষ্ট কার্য্যই গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ কর্ম্ম; দুর্গা তাহাই নিয়ত সম্পাদন করিতেছেন। সৌভাগ্যক্রমে সাধুসঙ্গে জীব-

---

presiding goddess is 'Durgā.' She has ten arms, representing the ten *karmmas* or purificatory rites. Her prowess as a heroine is indicated by her riding on a lion. She is the subduer of vice, represented in her punishing Mahiṣāsura, the buffalo-demon. She is the mother of Kārttika and Gaṇeśa, indicating her to be the possessor of beauty and success, represented in her sons. She is positioned midway between the aspects of Lakṣmī and Saraswatī who are the companions of worldly opulence and knowledge. For suppressing vice, she is the bearer of twenty weapons representing the manifold Vedic religious duties. She is adorned with, that is, she holds the snake, representing the beauty of time, the vanquisher. Durgā possesses all these features.

Durgā also possesses a *durga. Durga* means 'prison.' When the *jīvas,* who have their origin in the marginal potency, become averse to Kṛṣṇa, the prison in which they are interned is Durgā's *durga.* The instrument of punish-





গণের যখন সেই বহির্ম্মুখতা দূর হয় এবং অন্তর্ম্মুখতা উদিত হয়, তখন আবার গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে দুর্গাই সেই সেই জীবের মুক্তির কারণ হন। সুতরাং অন্তর্ম্মুখভাব দেখাইয়া কারাকর্ত্রী দুর্গাকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিষ্কপট-কৃপা লাভ করিতে চেষ্টা করা উচিত। ধন, ধান্য, পুত্রের আরোগ্য-প্রাপ্তি ইত্যাদি বরগুলিকে দুর্গার কপট-কৃপা বলিয়া জানা উচিত। সেই দুর্গাই দশ-মহাবিদ্যা-রূপে প্রাপঞ্চিক-জগতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবের জন্য "জড়ীয় আধ্যাত্মিক-লীলা" বিস্তার করেন। জীব—চিৎকণস্বরূপ। তাঁহার কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা-দোষ হইলেই তিনি মায়িক-জগতে মায়ার আকর্ষণ-শক্তিদ্বারা বিক্ষিপ্ত হন; বিক্ষিপ্ত হইবা-মাত্র দুর্গা তাঁহাকে, কয়েদীর পোষাকের ন্যায় পঞ্চভূত ও পঞ্চতন্মাত্র এবং একাদশ-

---

ment in that prison is the wheel of *karmma;* her duty by the wish of Govinda is to fulfill the task of reforming the averse *jīvas* by such corrective measures, a task that she executes perpetually. When the *jīvas* have the fortune of attaining *sādhu-saṅga,* the holy association of pure devotees, and their aversity is removed and they turn towards the Lord—the very same Durgā, by the wish of Govinda, becomes the cause of their liberation.

So it is conducive to show the 'warden,' Durgā, one's reformed favourable attitude, to satisfy her and gain her undeceiving grace. Wealth, successful agriculture, assurance of the health of one's family members, etc.—one should know all such benedictions as the *deceptive* grace of Durgā. For the delusion of souls averse to Kṛṣṇa, Durgā manifests in the mundane world her ten forms known as *Daśa-mahāvidyā* showing their 'worldly psychic pastimes.'

The soul is a particle of consciousness. When he commits the offence of aversity to the Service of Kṛṣṇa, he is pulled

ইন্দ্রিয়সংযুক্ত একটি স্থূলদেহে আবদ্ধ করিয়া কর্ম্মচক্রে নিক্ষেপ করেন। জীব তাহাতে ঘুর্ণায়মান হইয়া সুখ-দুঃখ, স্বর্গ-নরকাদি ভোগ করেন। এতদ্ব্যতীত স্থূলদেহের ভিতর মনোবুদ্ধি-অহঙ্কাররূপ একটী লিঙ্গদেহ দেন। জীব এক স্থূল-দেহ ত্যাগ করিয়া সেই সূক্ষ্মবৎ লিঙ্গদেহে অন্য স্থূলদেহকে আশ্রয় করেন। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবের অবিদ্যা-দুর্ব্বাসনাময় লিঙ্গদেহ দূর হয় না। লিঙ্গদেহ দূর হইলে বিরজায় স্নান করিয়া জীব হরিধামে গমন করেন। এই সমস্ত কার্য্যই দুর্গা গোবিন্দের ইচ্ছাক্রমে করিয়া থাকেন। "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ ॥" এই ভাগবত-বচনেই বহির্ম্মুখ-জীবের সহিত দুর্গার সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। জড়-জগতে যে

---

by Māyā's attracting potency; as soon as he is thus distracted, Durgā restricts him to a gross body of the five basic mundane elements, their attributes, and eleven senses, which is like a prisoner's uniform; then she hurls him into the wheel of *karmma*. Revolving within that cycle, the *jīva* experiences joy and sorrow, heaven and hell, and so on. Besides this, she gives him, within the gross body, a subtle body consisting of the mind, intelligence and ego. Upon leaving one gross body, the *jīva,* in that subtle body, takes shelter within another gross body. Until he is liberated he cannot leave his subtle body, which is composed of evil desires. When the subtle body is given up, he bathes in the waters of the Virajā river and goes to the Abode of Lord Hari.

Durgā performs all these tasks by the will of Govinda. विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षापथेऽमुया। विमोहिता विकत्थन्ते ममाहमिति दुर्द्धियः ॥ *vilajjamānayā yasya sthātum īkṣā-pathe 'muyā, vimohitā vikatthante mamāham iti durddhiyaḥ.* In this statement of



দুর্গার পূজা হয়, তিনিই এই 'দুর্গা', কিন্তু ভগবদ্ধামের আবরণে যে মন্ত্রময়ী দুর্গার উল্লেখ আছে, তিনি—চিন্ময়ী কৃষ্ণদাসী। ছায়া-দুর্গা তাঁহার দাসীরূপে জগতে কার্য্য করেন। তৃতীয় শ্লোকের টীকা দৃষ্টি করুন ॥৪৪॥

---

*Bhāgavatam,* Durgā's relationship with the *jīvas* averse to Kṛṣṇa has been described. This is the Durgā who is worshipped in the mundane world. But the Durgā mentioned in the *Mantra* which is the outer covering of the Abode of the Lord—She is the Transcendental Maidservant of Kṛṣṇa. The shadow-Durgā executes the duties of the world as Her maidservant. Vide (Śrī Jīva's Sanskrit) commentary on the third *śloka.* [44]

क्षीरं यथा दधि विकारविशेषयोगात्
सञ्जायते न हि ततः पृथगस्ति हेतोः ।
यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्य्याद्-
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ४५ ॥

*kṣīraṁ yathā dadhi vikāra-viśeṣa-yogāt*
*sañjāyate na hi tataḥ pṛthag asti hetoḥ*
*yaḥ śambhutām api tathā samupaiti kāryyād*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [45]*

**অনুবাদ** । দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষ-যোগে দধি হয়, তথাপি কারণরূপ দুগ্ধ হইতে পৃথক্ তত্ত্ব হয় না, সেইরূপ যিনি কার্য্যবশতঃ 'শম্ভুতা' প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ।।৪৫।।

**তাৎপর্য্য** । (মহেশ-ধামের অধিষ্ঠাতা পূর্ব্বোক্ত শম্ভুর স্বরূপ নিশ্চিত হইতেছে ।) শম্ভু—কৃষ্ণ হইতে পৃথক্ অন্য একটী 'ঈশ্বর' নন । যাহাদের সেরূপ ভেদ-বুদ্ধি, তাহারা—ভগবানের নিকট অপরাধী । শম্ভুর ঈশ্বরতা

**Translation:**

As milk becomes transformed
into yoghurt by reacting with an added agent,
yet yoghurt is not separate from its origin—milk,
similarly, for accomplishing a particular task,
He who assumes the nature of 'Śambhu'—
that Primeval Lord, Govinda, do I worship. [45]

**Purport:** (The innate nature of the aforementioned Śambhu, the presiding deity of Maheśa-dhāma, is being elucidated.) Śambhu is not 'another God' separate from Kṛṣṇa. Those who hold such a biased view are blasphemers



গোবিন্দের ঈশ্বরতার অধীন । সুতরাং তাঁহারা বস্তুতঃ অভেদ-তত্ত্ব । অভেদ-তত্ত্বের লক্ষণ এই যে, দুগ্ধ যেরূপ বিকারবিশেষ-যোগে দধিত্ব লাভ করে, তদ্রূপ বিকারবিশেষ-যোগে ঈশ্বর পৃথক্-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও 'পরতন্ত্র'; সে স্বরূপের স্বতন্ত্রতা নাই । মায়ার তমোগুণ, তটস্থশক্তির স্বল্পতাগুণ এবং চিচ্ছক্তির স্বল্প হ্লাদিনীমিশ্রিত সম্বিদ্গুণ, বিমিশ্রিত হইয়া একটি বিকারবিশেষ হয় । সেই বিকারবিশেষযুক্ত স্বাংশভাবাভাসস্বরূপই—ঈশ্বর জ্যোতির্ম্ময় শম্ভুলিঙ্গরূপ 'সদাশিব' এবং তাঁহা হইতে রুদ্রদেব প্রকট হন । সৃষ্টিকার্য্যে দ্রব্যব্যূহময় উপাদান, স্থিতিকার্য্যে কোন কোন অসুরের নাশ এবং সংহারকার্য্যে

of the Supreme Lord. Śambhu's control is subject to the control of Govinda, and so They are actually nondifferent Truth. The symptom of Their nondifference is illustrated by the example that, as milk is transformed to assume the properties of yoghurt with the addition of an agent, similarly, although the Lord becomes transformed to assume another form, that form is dependent; that transformed aspect has no independence.

*Tamoguṇa* or the material quality of inertia, the quality of minuteness of the marginal potency, and a minute degree of a mixture of Divine Cognizance *(Saṁvit)* and Ecstasy *(Hlādinī)*—all these elements combined constitute a particular transformation. The form of the distant aspect of the Plenary Portion of the Supreme Lord that is amalgamated with this transformation constitutes the halo of the Divinity as the masculine generative organ Lord Śambhu form of Sadāśiva; and from Śambhu, Rudradeva is manifest.

In the work of creation as the efficient cause in the form of the aggregate material elements, in the work of

সমস্ত ক্রিয়া-সম্পাদনার্থ স্বাংশভাবাপন্ন বিভিন্নাংশরূপ শম্ভু-স্বরূপে গোবিন্দ 'গুণাবতার' হন। শম্ভুরই কালপুরুষত্ব নির্ণীত আছে; প্রমাণসমূহ টীকায় ধৃত হইয়াছে। "বৈষ্ণবানাং যথা শম্ভুঃ" ইত্যাদি ভাগবতবচনের তাৎপর্য্য এই যে, সেই শম্ভু স্বীয়-কালশক্তিদ্বারা গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ দুর্গাদেবীর সহিত যুক্ত হইয়া কার্য্য করেন। তন্ত্রাদি বহুবিধ শাস্ত্রে জীবদিগের অধিকারভেদে ভক্তি-লাভের সোপান-স্বরূপ ধর্ম্মের শিক্ষা দেন। গোবিন্দের ইচ্ছামতে মায়াবাদ ও কল্পিত আগম প্রচারপূর্ব্বক শুদ্ধভক্তির সংরক্ষণ ও পালন করেন। শম্ভুতে

---

sustenance by vanquishing certain demons, and for the purpose of executing the entire work of annihilation—Govinda descends as the *Guṇāvatāra* (Descent pertaining to one of the three qualities of material nature) in the entity of Śambhu, who is a separated portion endowed with the nature of a Plenary Portion. Śambhu's aspect as 'Lord of time' has been corroborated in the Scriptures, and the authoritative quotations have been cited in the (Sanskrit) commentary (of Śrī Jīva).

The purport of such statements in the *Śrīmad-Bhāgavatam* as वैष्णवानां यथा शम्भुः *vaiṣṇavānāṁ yathā śambhuḥ,* etc., where Śambhu's glories as a Vaiṣṇava are extolled is that Śambhu, by his own potency of time, and subordinate to the will of Govinda, unites with Durgādevī and accomplishes his tasks. In many Scriptures headed by the *Tantras* he teaches religious forms that are a ladder for the *jīvas* of various qualifications to attain *Bhakti* or Devotion. By Govinda's sweet will, he (indirectly) protects and sustains *Śuddha-bhakti* or Pure Devotion by preaching the doctrine of *Māyāvāda* (illusionism) and intellectual or



জীবের পঞ্চাশগুণ প্রভূতরূপে এবং জীবের অপ্রাপ্ত আরও পাঁচটি মহাগুণ আংশিকরূপে আছে। সুতরাং শম্ভুকে 'জীব' বলা যায় না; তিনি—'ঈশ্বর' তথাপি 'বিভিন্নাংশগত' ॥৪৫॥

---

imaginary fabrications of the Scriptures.

The fifty qualities of the *jīva* are present within Śambhu in copious proportions, and five more great qualities unattainable by the ordinary *jīvas* are also found in him in partial proportion. So Śambhu cannot be categorized as a *jīva*; he is Lord of *jīvas (Īśvara),* although he partakes of the nature of a separated part *(vibhinnāṁśa)* of the Supreme Lord. [45]

दीपार्च्चिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य
दीपायते विवृतहेतुसमानधर्म्मा
यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ४६ ॥

---

*dīpārccir eva hi daśāntaram abhyupetya*
*dīpāyate vivṛta-hetu-samāna-dharmmā*
*yas tādṛg eva hi ca viṣṇutayā vibhāti*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [46]*

---

**অনুবাদ** । এক মূল প্রদীপের জ্যোতিঃ যেরূপ অন্য বর্ত্তি বা বাতি-গত হইয়া বিবৃত-(বিস্তার) হেতু সমান-ধর্ম্মের সহিত পৃথক্ প্রজ্জ্বলিত হয়, সেইরূপ (বিষ্ণুর) চরিষ্ণু-ভাবে যিনি প্রকাশ পা'ন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৪৬॥

**তাৎপর্য্য** । (এক্ষণে হরিধামের অধিষ্ঠাতা 'হরি', 'নারায়ণ', 'বিষ্ণু' ইত্যাদি নামপ্রাপ্ত স্বাংশ-তত্ত্বের বর্ণন করিতেছেন।) কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি—পরব্যোমপতি

---

**Translation:**

As the flame of one original lamp,
  when transmitted to another,
burns separately as the expanded cause
  with the same nature of intensity,
so also, He who shines in (Viṣṇu's) Dynamic Nature—
  that Primeval Lord, Govinda, do I worship. [46]

**Purport:** (Now, the presiding Deities of Hari-dhāma, the Plenary Portions of the Lord who are known as Hari, Nārāyaṇa, Viṣṇu, etc., are being described.) Kṛṣṇa's *Vilāsa-mūrtti* (Plenary Form possessing generally identical



নারায়ণ; তদীয় অংশ—আদ্যাবতারপুরুষ, তদীয় অংশ—গর্ভোদকশায়ী এবং তদীয় অংশ—ক্ষীরোদকশয়ী বিষ্ণু। 'বিষ্ণু'-শব্দবাচক তত্ত্বই—তদীয় সর্ব্বাবস্থা-ব্যাপক তত্ত্ব। এই শ্লোকে ক্ষীরোদকশায়ি-বিষ্ণুর তত্ত্ব-নিরূপণ-দ্বারা স্বাংশবিলাস নিরূপিত হইতেছে। সত্ত্বগুণাবতার বিষ্ণুতত্ত্ব—মায়িকগুণাদি-মিশ্র শম্ভু তত্ত্ব হইতে বিলক্ষণ। গোবিন্দ যে-স্বরূপ, বিষ্ণুও সেই-স্বরূপ; শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপতা উভয়েতেই আছে; বিষ্ণু—বিবৃত-হেতু অর্থাৎ প্রকটিত-হেতু-রূপে গোবিন্দের সহিত সমানধর্ম্ম-বিশিষ্ট। ত্রিগুণময়ী মায়াতে যে সত্ত্বগুণ আছে, তাহা রজোস্তমো-গুণে মিশ্রিত থাকায় অশুদ্ধ-সত্ত্ব। ব্রহ্মা—রজো-গুণোদিত স্বাংশ-প্রভাব-বিশিষ্ট বিভিন্নাংশ এবং শম্ভু—মায়ার তমোগুণোদিত স্বাংশপ্রভাব-বিশিষ্ট

---

Potency) is the Lord of Paravyoma (Vaikuṇṭha), Nārāyaṇa. Nārāyaṇa's Expansion is the first Predominative Descent or *Puruṣāvatara* (Kāraṇodakaśāyī), that *Puruṣāvatāra's* Expansion is Garbhodakaśāyī and Garbhodakaśāyī's Expansion is Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu. The Lord's Name 'Viṣṇu' indicates Him to be the Omniscient and the Omnipresent.

In this *śloka,* by elucidating the position of Kṣīrodakaśāyī, the Principle of the Plenary Expansion of the Plenary Expansion of the Lord is being elucidated. The Viṣṇu Principle or Descent of *sattva-guṇa* is quite distinct from the Śambhu Principle of mixed Māyik qualities and connotations. The Intrinsic Form of Govinda—Viṣṇu is also that Form; both are the Embodiment of Pure Existence. Viṣṇu, the Manifest Cause, is of the same Nature as Govinda.

Because it is always adulterated to some degree by *rajo-guṇa* and *tamoguṇa,* the *sattvaguṇa* of the threefold material qualities or *guṇas* is not pure. Brahmā appears in *rajoguṇa,* and he is a separated portion *(vibhinnāṁśa)* possessing the

বিভিন্নাংশ। বিভিন্নাংশের হেতু এই যে, মায়ার রজঃ ও তমো-গুণদ্বয় নিতান্ত 'অচিৎ' বলিয়া তাহাতে উদিত-তত্ত্বদ্বয়—স্বয়ংরূপ বা তদেকাত্ম হইতে অত্যন্ত দূরে নিক্ষিপ্ত। মায়ার সত্ত্বগুণ মিশ্র হইলেও তন্মধ্যে যে বিশুদ্ধ-সত্ত্বাংশ আছে, গুণাবতার বিষ্ণু তাহাতেই উদিত; সুতরাং বিষ্ণুই পূর্ণ স্বাংশবিলাস এবং মহেশ্বরতত্ত্ব; তিনি মায়াযুক্ত ন'ন, অথচ মায়ার প্রভু। হেতু (আকর অংশী) রূপ গোবিন্দের স্বীয়ত্বের প্রকরণরূপই বিষ্ণু। তদীয় বিলাসমূর্ত্তি নারায়ণে গোবিন্দের সমস্ত ঐশ্বর্য্য অর্থাৎ ষষ্টিসংখ্যক গুণ পূর্ণরূপে আছে। অতএব ব্রহ্মা ও শিব—যেরূপ মায়াগুণ-মিশ্র-তত্ত্ব, গুণাবতার হইয়াও বিষ্ণু সেরূপ ন'ন; নারায়ণের মহাবিষ্ণুরূপে আবির্ভাব, মহাবিষ্ণুর গর্ভোদকশায়িরূপে আবির্ভাব এবং ক্ষীরোদশায়িরূপে বিষ্ণুর আবির্ভাবই চরিষ্ণুধর্ম্মের উদাহরণ। বিষ্ণুই ঈশ্বর এবং অন্য গুণাবতারদ্বয় ও সমস্ত দেবগণ—তাঁহারই অধীন আধিকারিক-তত্ত্ব-বিশেষ। মহাদীপ গোবিন্দের বিলাসমূর্ত্তি হইতে মহাবিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী, ক্ষীরোদকশায়ী এবং রামাদি স্বাংশ অবতারসকল পৃথক্ পৃথক্ বর্ত্তিগত বা দশা-গত দীপস্বরূপে গোবিন্দের চিচ্ছক্তি-দ্বারা বিরাজমান ॥৪৬॥

---

influence of a Plenary Portion *(Svāṁśa)*; and Śambhu appears in Māyā's *tamoguṇa,* and he is similarly a separated portion possessing the influence of a Plenary Portion. They are separated portions because Māyā's *rajo-* and *tamoguṇa* are so estranged from unalloyed spirituality that Brahmā and Śambhu, who appear in those modes, are also greatly distanced from the Lord Himself *(Svayaṁ-rūpa)* or the Lord Himself showing a Varied Form *(Tad ekātma).*

Despite the *sattvaguṇa* of Māyā being alloyed with the other *guṇas, guṇāvatāra* Viṣṇu makes His Advent only in the unalloyed portion of *sattvaguṇa*—the portion of completely pure, Transcendental Existence. Thus Viṣṇu is the full Plenary Portion Expansion *(Svāṁśa-vilāsa)* and the Almighty Entity *(Maheśvara-tattva)*; He is not connected with Māyā, yet He is the Master of Māyā. Viṣṇu is the Agent of Govinda's Own Nature as the Cause (of all Expansions). All the Majestic Attributes of Govinda are present in His *Vilāsa-mūrtti* Plenary Expansion Nārāyaṇa, that is, sixty qualities are present in Nārāyaṇa in full proportion.



Therefore, although Viṣṇu is a *guṇāvatāra,* or a Descent in material nature, His Personality is not alloyed with the *guṇas* or qualities of Māyā as the personalities of Brahmā and Śiva are; the Advent of Nārāyaṇa in the Form of Mahā-Viṣṇu, the Advent of Mahā-Viṣṇu in the Form of Garbhodakaśāyī, and Viṣṇu's Advent as Kṣīrodaśāyī—exemplifies the Dynamic Nature of the Absolute. Viṣṇu is the Godhead and the other two *guṇāvatāras* and all the gods are entities subordinate to Him, their offices delegated by Him.

Govinda is the original or supreme 'lamp'; from His *Vilāsa-mūrtti* all the Plenary or *Svāṁśa* Descents of Mahā-Viṣṇu, Garbhodakaśāyī, Kṣīrodakaśāyī and Rāma, etc., shine resplendently as individual lamps in Their respective locations by the Transcendental Potency of Govinda. [46]*

---

*अनन्यापेक्षि यद् रूपं स्वयंरूपः स उच्यते॥ "ईश्वरः परमः कृष्णः . . . सर्व्वकारणकारणम्॥" यद् रूपं तदभेदेन स्वरूपेण विराजते। आकृत्यादिभिरन्यादृक् स तदेकात्मरूपकः॥ स विलासः स्वांश इति धत्ते भेदद्वयं पुनः॥ स्वरूपमन्याकारं यत्तस्य भाति विलासतः। प्रायेणात्मसमं शक्त्या स विलासो निगद्यते॥ परमव्योमनाथस्तु गोविन्दस्य यथा स्मृतः। परमव्योमनाथस्य वासुदेवश्च यादृशः॥ तादृशो न्यूनशक्तिं यो व्यनक्ति स्वांश ईरितः। सङ्कर्षणादिर्मत्स्यादिर्यथा तत्तत्स्वधामसु॥ ज्ञानशक्त्यादिकलया यत्राविष्टो जनार्द्दनः। त आवेशा निगद्यन्ते जीवा एव महत्तमाः॥ वैकुण्ठेऽपि यथा शेषो नारदः सनकादयः। अक्रूरदृष्टान्ते चामी दशमे परिकीर्त्तिताः॥ इति भेदत्रयम्॥ प्रकाशस्तु न भेदेषु गण्यते स हि नो पृथक् ॥ तथा हि,—अनेकत्र प्रकटता रूपस्यैकस्य यैकदा। सर्व्वथा तत्स्वरूपैव स प्रकाश इतीर्य्यते॥ द्वारवत्यां यथा कृष्णः प्रत्यक्षं प्रतिमन्दिरम्। "चत्रं बतैतत्" इत्यादि प्रमाणेन स सेत्स्यति ॥

The Eternal Form of Kṛṣṇa that is independent of any other Form is

known as *Svayaṁ-rūpa*; as corroborated in *Śrī Brahma-saṁhitā* 5.1. That Form which is nondifferent from *Svayaṁ-rūpa* but manifests a different Form and Character is called *Tad ekātma-rūpa. Tad ekātma-rūpa* is of two types—*Vilāsa* and *Svāṁśa*. When by the Play of Kṛṣṇa's inconceivable Potency His generally similar Form appears in a different Form, it is called *Vilāsa*. For example, the *Vilāsa* Form of Govinda is Nārāyaṇa, the Lord of Vaikuṇṭha; and the *Vilāsa* Form of the Lord of Vaikuṇṭha is Vāsudeva (of the first Quadruple Expansion). That Form which, as in the case of *Vilāsa,* is nondifferent from *Svayaṁ-rūpa* yet exhibits less Power than the *Vilāsa* Form, is called *Svāṁśa*. Examples are Saṅkarṣaṇa, Pradyumna and Aniruddha, etc., the three *Puruṣāvatāras* headed by Mahā-Viṣṇu,§ the *Līlāvatāras* of Matsya, etc., the *Manvantarāvatāras* and the *Yugāvatāras*. When Janārddana (Kṛṣṇa) allots His Potencies of Knowledge, Devotion, Creation, Service, Universal Sustenance, Gravitational Force and Discipline of miscreants, etc., and infuses and empowers specially selected Great Entities with those Potencies, they are known as *Āveśa* or *Śaktyāveśāvatāras*. Examples are the four Kumāras (Knowledge), Nārada (Devotion), Brahmā (Creation), Ananta (Gravity), Pṛthu (Sustenance), Paraśurāma (Discipline), and Śeṣa of Vaikuṇṭha (Service). In the tenth canto of *Śrīmad-Bhāgavatam* (39th chapter), Akrūra is mentioned as having had the *darśana* of Śeṣa, Nārada, the Kumāras, etc., when immersing himself in the Yamunā for bath.

This is the description of the three Forms of the Supreme Personality of Godhead called *Svayaṁ-rūpa, Tad ekātma-rūpa* and *Āveśa.*

The Forms known as *Prakaśa* cannot be reckoned as different from the Lord since They do not differ in any respect from the Lord's Intrinsic Form. Thus when the one Form of the Lord appears simultaneously in many places (with the same Form, Qualities and Pastimes), that Form is called *Prakāśa*; for example, Śrī Kṛṣṇa was observed (once by Nārada) to be present in every Palace of Dvārakā. The tenth canto *Bhāgavatam śloka, citraṁ bataitat,* etc., is the evidence of this fact. Thus establishes the *Prakāśa* Form of the Supreme Lord.

—*Śrī Laghu-Bhāgavatāmṛtam* 1.1.12–22

§*Note:* Mahā-Viṣṇu=Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu=Kāraṇārṇavaśāyī Viṣṇu; Garbhodaśāyī=Garbhodakaśāyī; Kṣīrodaśāyī=Kṣīrodakaśāyī.



यः कारणार्णवजले भजति स्म योग-
निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः ।
आधारशक्तिमवलम्ब्य परां स्वमूर्त्तिं
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ४७ ॥

---

*yaḥ kāraṇārṇava-jale bhajati sma yoga-*
*nidrām ananta-jagad-aṇḍa-saroma-kūpaḥ*
*ādhāra-śaktim avalambya parāṁ svamūrttiṁ*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [47]*

---

**অনুবাদ ।** আধার-শক্তিময়ী শেষাখ্যা শ্রেষ্ঠ-স্বমূর্ত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক যিনি রোমকূপে অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডের সহিত কারণার্ণবে শুইয়া যোগনিদ্রা সম্ভোগ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৪৭॥

**তাৎপর্য্য ।** (মহাবিষ্ণুর শয্যারূপ অনন্তের তত্ত্ব বলিতেছেন ।) মহাবিষ্ণু যে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করেন, সেই অনন্ত—কৃষ্ণের দাস-তত্ত্বরূপ 'শেষ'নামা অবতারবিশেষ ॥৪৭॥

---

**Translation:**

With infinite universes in the Pores of His Body,
He assumes His Supreme Figure called Śeṣa,
the reservoir of Almighty Power Personified;
He who reclines on the Causal Ocean,
enjoying His Trance of Divine Sleep,
that Primeval Lord, Govinda, do I worship. [47]

**Purport:** (Ananta, who takes the Form of the Couch of Mahā-Viṣṇu, is being described.) The Infinite Couch upon which Mahā-Viṣṇu reclines—that Infinite is the *Avatāra* who is by Nature a servant of Kṛṣṇa; He is known as 'Śeṣa.' [47]

यस्यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य
जीवन्ति लोमबिलजा जगदण्डनाथाः।
विष्णुर्महान् स इह यस्य कलाविशेषो
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ४८ ॥

---

*yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya*
*jīvanti loma-bilajā jagad-aṇḍa-nāthāḥ*
*viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [48]*

---

**অনুবাদ**। মহাবিষ্ণুর একটি নিশ্বাস বাহির হইয়া যে কাল পর্য্যন্ত অবস্থিতি করে, তাঁহার রোমকূপজাত ব্রহ্মাণ্ডপতি ব্রহ্মাদি সেই-কালমাত্র জীবিত থাকেন। সেই মহাবিষ্ণু—যাঁহার কলাবিশেষ অর্থাৎ অংশের অংশ, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৪৮॥

**তাৎপর্য্য**। বিষ্ণুতত্ত্বের মহৈশ্বর্য্য প্রদর্শিত হইল ॥৪৮॥

---

**Translation:**

The lifespans of Brahmā and the gods
of the universes born from the Pores
of the Divine Body of Mahā-Viṣṇu
last for only one exhalation of Mahā-Viṣṇu;
And Mahā-Viṣṇu is the Portion of a Portion of
that Primeval Lord, Govinda, who I do worship. [48]

**Purport:** The Almighty Majesty of the Entity of Viṣṇu has been illustrated herein. [48]



भास्वान् यथाश्मशकलेषु निजेषु तेजः
स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि यद्वदत्र।
ब्रह्मा य एष जगदण्डविधानकर्त्ता
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ४९ ॥

---

*bhāsvān yathāśma-śakaleṣu nijeṣu tejaḥ*
*svīyaṁ kiyat prakaṭayaty api yad-vad-atra*
*brahmā ya eṣa jagad-aṇḍa-vidhāna-karttā*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [49]*

---

**অনুবাদ**। সূর্য্য যেরূপ সূর্য্যকান্তাদি মণিসমূহে নিজ তেজঃ কিয়ৎপরিমাণে প্রকট করেন, সেইরূপ বিভিন্নাংশ-স্বরূপ ব্রহ্মা যাঁহা হইতে প্রাপ্তশক্তি হইয়া ব্রহ্মাণ্ডের বিধান করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৪৯॥

**তাৎপর্য্য**। ব্রহ্মা—দুই প্রকার; কোন কল্পে উপযুক্ত জীবে ভগবচ্ছক্তির আবেশ হইলে সেই জীবই 'ব্রহ্মা' হইয়া কার্য্য বিধান করেন, আবার কোন কল্পে সেরূপ যোগ্য জীব না থাকিলে এবং পূর্ব্বকল্পের ব্রহ্মা মুক্ত হওয়ায়,

---

**Translation:**

As the Sun, Sūryya, manifests some of his light
in the gems named after him as Sūryya-kānta,
similarly, He by whom Brahmā is empowered
to create the entire material universe—
the Primeval Lord Govinda, do I worship. [49]

**Purport:** Generally there are two types of Brahmās. In certain millennia, when there is a qualified *jīva* present in the world, the Potency of the Lord enters that *jīva* who then takes the post and executes the universal creative

কৃষ্ণ নিজশক্তির বিভাগক্রমে রজোগুণাবতার ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। তত্ত্বতঃ ব্রহ্মা—সাধারণ জীব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর ন'ন; আর পূর্ব্বোক্ত শম্ভুতে ব্রহ্মা অপেক্ষা ঈশ্বরতা অধিক পরিমাণে আছে। মূল তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মায় জীবের পঞ্চাশ-গুণ অধিকভাবে এবং তদতিরিক্ত আর পাঁচটি গুণ আংশিকরূপে, আর শম্ভুতে সেই পঞ্চাশটি গুণ এবং পাঁচটি গুণের অংশও তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে আছে ॥৪৯॥

---

duties of Brahmā. For those millennia in which such an eligible *jīva* is not available, upon the liberation of the Brahmā of the previous millennium Kṛṣṇa delegates His own Potency to create the *rajoguṇāvatāra* of Brahmā. In actuality, Brahmā is superior to a general *jīva,* yet he is not directly the Divinity; and the Divinity is present to a greater degree within Śambhu, who has been described previously.

The underlying purport is that the fifty qualities of the general *jīva* are present in Brahmā in a fuller measure than in the *jīva,* plus he possesses to a fractional degree five more qualities not found in the *jīvas*. But those fifty qualities and the fractional five qualities are found in still greater proportions in Śambhu. [49]



यत्पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ-
द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजः।
विघ्नान् विहन्तुमलमस्य जगत्त्रयस्य
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ५० ॥

---

*yat-pāda-pallava-yugaṁ vinidhāya kumbha-*
*dvandve praṇāma-samaye sa gaṇādhirājaḥ*
*vighnān vihantum alamasya jagat-trayasya*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [50]*

---

অনুবাদ। গণেশ ত্রিজগতের বিঘ্ন বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে তৎকার্য্যকালে শক্তিলাভের জন্য যাঁহার পাদপদ্ম স্বীয় মস্তকের কুম্ভযুগলের উপর নিয়ত ধারণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৫০॥

তাৎপর্য্য। বিঘ্নবিনাশ-কার্য্যরূপ অধিকার-প্রাপ্ত গণেশ—তত্তদধিকারি-জনেরই উপাস্য; এমন কি, তিনি উপাস্য সগুণব্রহ্ম বলিয়া পঞ্চদেবতার মধ্যে পর্য্যন্ত পদ লাভ করিয়াছেন। সেই গণেশ—একটি শক্ত্যাবিষ্ট আধিকারিক-দেবতা, গোবিন্দের কৃপায়ই তাঁহার সমস্ত মহিমা ॥৫০॥

---

**Translation:**

For the power to crush the obstacles of the three worlds,
He whose Lotus Feet Gaṇeśa perpetually holds
upon the pair of nodes of his elephantine head—
the Primeval Lord, Govinda, do I worship. [50]

**Purport:** Gaṇeśa holds the power to destroy all obstacles, and he is worshippable by the appropriate persons accordingly. As the worshippable *Brahman* with attributes, his qualification has afforded him a position amongst the five principal gods. Gaṇeśa holds the office of a god of delegated power. All his glory is granted by the Grace of Govinda. [50]

अग्निर्मही-गगनमम्बु-मरुद्दिशश्च
कालस्तथात्ममनसीति जगत्त्रयाणि।
यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यञ्च
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि॥ ५१ ॥

*agnir-mahī-gaganam-ambu-marud-diśaś ca*
*kālas tathātma-manasīti jagat-trayāṇi*
*yasmād bhavanti vibhavanti viśanti yañ ca*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [51]*

**অনুবাদ** । অগ্নি, ক্ষিতি, আকাশ, জল, বায়ু, দিক্, কাল, আত্মা ও মন—এই নয়টি পদার্থে ত্রিজগৎ সৃষ্টি হইয়াছে। যাঁহা হইতে ইহারা উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহাতে অবস্থিতি করে এবং প্রলয়কালে যাঁহাতে প্রবেশ করে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৫১॥

**তাৎপর্য্য** । পঞ্চভূত, দিক্, কাল, জীবাত্মা এবং বদ্ধজীবের লিঙ্গদেহরূপ মনোবুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক মনস্তত্ত্ব ব্যতীত আর ত্রিজগতে কিছু নাই। কর্ম্মিগণ যজ্ঞে অগ্নিতে হবন করেন; বহির্ম্মুখ জীবসকল এই পরিদৃশ্য নব-তত্ত্বাত্মক

**Translation:**

Fire, earth, sky, water, air, space, time, soul, mind—
the three worlds are created of these nine elements;
He from whom these elements are born, in whom they
remain, and in whom they enter in the end—
that Primeval Lord, Govinda, do I worship. [51]

**Purport:** There is nothing more in the three worlds beyond the five elements, the directions (of space), time, the *jīva* and the mental element of mind, intelligence and ego that composes the subtle body of the conditioned soul. The



জগতের অতিরিক্ত আর কিছুই জানে না। শুষ্ক জ্ঞানিগণ যে আত্মারামতার অনুসন্ধান করেন, জীব স্বয়ংই সেই আত্মা। সাংখ্য যাহাকে 'প্রকৃতি' বলেন, তাহা এবং সাংখ্যের 'আত্মা'ও ইহাতে রহিয়াছে। অর্থাৎ সকলপ্রকার তত্ত্ববাদীর নির্দ্দিষ্ট তত্ত্বই এই নয়টি তত্ত্বের অন্তর্গত। শ্রীগোবিন্দই এ-সকল তত্ত্বের জন্ম-স্থিতি-প্রলয়ের স্থান ॥৫১॥

*karmmīs* or elevationists offer oblations for sacrifice into fire; mundaners know nothing beyond this world of directly perceivable nine elements. Regarding the self-delight (state of *ātmārāma*) sought after by the *jñānīs* or dry liberationists, the *jīva* himself is that joyful self. What is considered in *Sāṅkhya* philosophy to be *prakṛti* (nature) and *ātmā* (soul) are included in the above elements.

The purport is that every element delineated by all types of philosophers are included within these nine basic elements; and Śrī Govinda is the repository of creation, sustenance and dissolution of all these elements. [51]

यच्चक्षुरेष सविता सकलग्रहाणां
राजा समस्तसुरमूर्त्तिरशेषतेजाः ।
यस्याज्ञया भ्रमति संभृतकालचक्रो
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ५२ ॥

---

*yac cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ*
*rājā samasta-sura-mūrttir-aśeṣa-tejāḥ*
*yasyājñayā bhramati saṁbhṛta-kāla-cakro*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [52]*

---

**অনুবাদ** । গ্রহসকলের রাজা, অশেষ-তেজোবিশিষ্ট, সুর-মূর্ত্তি সবিতা বা সূর্য্য—জগতের চক্ষুস্বরূপ; তিনি যাঁহার আজ্ঞায় কালচক্রারূঢ় হইয়া ভ্রমণ করেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ।।৫২।।

**তাৎপর্য্য** । অনেক বৈদিক-লোকে সূর্য্যকে 'ব্রহ্ম' বলিয়া পূজা করেন; সূর্য্য পঞ্চদেবতার মধ্যে একটী দেবতা । আবার অনেকে উত্তাপই জনক এবং সূর্য্যই উত্তাপের একমাত্র আধার ও জগতের হেতু বলিয়া সূর্য্যকে নির্দ্দিষ্ট করেন । যতই বলুন, সূর্য্য জড়-তেজঃসমষ্টি একটি মণ্ডলের অধিষ্ঠাতা সুতরাং একজন আধিকারিক দেবতা । গোবিন্দের আজ্ঞায়ই সূর্য্য স্বীয় সেবাকার্য্য করেন ।।৫২।।

---

**Translation:**

With unlimited brilliance and power,
the Sun is the king of all the planets,
the resort of all the gods—
the personified eye of the universe.
He upon whose order the Sun,
mounting the wheel of time,
runs his perpetual orbit—
that Primeval Lord, Govinda,
do I worship. [52]

**Purport:** There are many followers of Vedic religiosity that worship the Sun as *Brahman;* the Sun-god Sūryya is



one of the hierarchy of the five principal gods.* There are also many that profess heat to be the cause of the world, and therefore designate the Sun, as the sole source of heat, to be the root cause of the world. Anyway, Sūryya is the presiding deity of the aggregate worldly heat, light and power for one sphere, and thus a god of delegated power. On the order of the Supreme Lord Govinda, the Sun obediently executes his delegated service. [52]

---

*Five principal gods, or *pañca-devatā*: Sūryya, Gaṇeśa, Śakti, Śiva and Viṣṇu. This fivefold worship *(pañcopāsanā)* is professed by worshippers whose devotion is motivated by liberation. It is not admitted in the school of Pure Vaiṣṇavism where Viṣṇu or Kṛṣṇa (Govinda) is known to be the Supreme Lord. Vide pages vii, 155. Vide *Jaiva-dharmma* Chapter 4.

धर्म्मोऽथ पापनिचयः श्रुतयस्तपांसि
ब्रह्मादिकीटपतगावधयश्च जीवाः ।
यद्दत्तमात्रविभवप्रकटप्रभावा
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ५३ ॥

---

*dharmmo 'tha pāpanicayaḥ śrutayas tapāṁsi*
*brahmādi-kīṭa-patagāvadhayaś ca jīvāḥ*
*yad datta-mātra-vibhava-prakaṭa-prabhāvā*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [53]*

---

**অনুবাদ** । ধর্ম্ম, অধর্ম্ম অর্থাৎ পাপসকল, শ্রুতিগণ, তপঃসমূহ এবং ব্রহ্মা হইতে কীট-পতঙ্গ পর্য্যন্ত জীবসকল যাঁহার প্রদত্তমাত্র বিভবকর্ত্তৃক প্রকটিত-প্রভাব হইয়া বর্ত্তমান আছে, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৫৩॥

**তাৎপর্য্য** । ধর্ম্ম অর্থাৎ বেদোদিত, বিংশতি-ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রকটিত বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম; তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণের স্বভাবজধর্ম্মই 'বর্ণধর্ম্ম' এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী,—এই চারি আশ্রমীর

---

**Translation:**

I worship the Primeval Lord Govinda, by whose conferred power is manifest the potency in—religion, irreligion or all types of sins, the *Śrutis,* the penances and all beings from Brahmā to the worm and insect. [53]

**Purport:** *Dharmma,* 'religion' or 'duty,' refers to *varṇa-dharmma* and *āśrama-dharmma* or the socio-religious codes as given by the twenty books of Law *(Smṛti)* whose origin is traced in the *Vedas. Varṇa-dharmma* is the fourfold division according to men's natures of *brāhmaṇa, kṣatriya,*



আশ্রমোচিত ধর্ম্মই 'আশ্রমধর্ম্ম' । এই দুইপ্রকার ধর্ম্মে মানবের সর্ব্বপ্রকার জীবনের আচার নির্ণীত আছে। 'পাপসকল' অর্থে পাপমূল অবিদ্যা ও পাপবাসনা এবং মহাপাতক, অনুপাতক, পাতকাদি অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার অবৈধ আচরণ । 'শ্রুতিগণ'-অর্থে ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব্ববেদ এবং তদীয় শিরোভূষণরূপ উপনিষদ্‌গণ । 'তপঃসমূহ'-অর্থে ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া যতপ্রকার অভ্যাস শিক্ষা করিতে হয়, তাহা; অনেকস্থলে তাহা 'পঞ্চতপা' প্রভৃতি কার্য্যে বড়ই কঠিন; (অষ্টাঙ্গযোগ ও ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠাও তদন্তর্গত ।) এই সমস্তই—বদ্ধজীবের কর্ম্ম-চক্রান্তর্গত বিশেষমাত্র । বদ্ধজীব চৌরাশীতি-লক্ষ যোনিতে ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহারা দেব, দানব, রাক্ষস, মানব, নাগ, কিন্নর ও গন্ধর্ব্ব-ভেদে নানাপ্রকার;

---

*vaiśya* and *śūdra. Āśrama-dharmma* refers to the fourfold formal religious gradations of *brahmacārī, gṛhastha, vāna-prastha* and *sannyāsī* for persons of the appropriate qualifications. All the codes of conduct for the human being have been delineated within these twofold *dharmmas* of *varṇa* and *āśrama.*

'All kinds of sins' means the roots of sin—ignorance and sinful desire; and grave sins, less grave sins and general sins or *mahāpātaka, anupātaka, pātaka,* etc., that is, all types of illicit conduct. The *Śrutis* refers to the *Ṛg-, Sāma-, Yajur-* and *Atharvva-veda* along with the *Upaniṣads* which form the crest-jewels of the *Vedas.* 'The penances' refers to whatever practices are to be learned for the furtherance of righteousness or religion. In many instances very painful austerities called *Pañca-tapā,* etc., are indicated (in pursuance of eightfold-*yoga,* or *Brahman* liberation).

All the above forms are within the purview of the cycle of mundane work or *karmma* of the conditioned souls who

ঐ-সকল জীব—ব্রহ্মা হইতে ক্ষুদ্রকীট-পর্য্যন্ত অনন্তবিধ; উহারা—কর্ম্ম-চক্রান্তর্গত বিশেষসমূহ এবং ব্রহ্মা হইতে পতঙ্গ পর্য্যন্ত বদ্ধজীবনিচয়। সকলেই এক এক প্রকার প্রভাববিশিষ্ট এবং কোন কোন কার্য্যে ক্ষমতাশালী; কিন্তু সেই সমস্ত প্রভাব তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ নয়। শ্রীগোবিন্দ যাঁহাকে যতটুকু বিভব ও পরাক্রম দিয়াছেন, সেই বিভবের প্রকটতানুসারেই তাঁহার প্রভাব ॥৫৩॥

---

wander throughout 8,400,000 species of life, including gods, demons, humans, Nāgas, Kinnaras and Gandharvvas, etc. They range unlimitedly from Brahmā down to the insignificant insect. Each possess a certain potency giving them proficiency in certain functions, but those potencies are not axiomatic—they are only the manifestation of whatever might is sanctioned for them by Śrī Govinda. [53]



यस्त्विन्द्रगोपमथवेन्द्रमहो स्वकर्म्म-
बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति।
कर्म्माणि निर्द्दहति किंतु च भक्तिभाजां
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ५४ ॥

---

*yas tv indragopam athavendram aho svakarmma-*
*bandhānurūpa-phala-bhājanam ātanoti*
*karmmāṇi nirddahati kiṁ tu ca bhakti-bhājāṁ*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [54]*

---

অনুবাদ। 'ইন্দ্রগোপ'-নামক ক্ষুদ্রকীটই হউন, বা দেবতাদিগের ইন্দ্রই হউন, কর্ম্মমার্গি-জীবদিগকে যিনি পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাহাদের স্ব-স্ব-কর্ম্মবন্ধানুরূপ ফলভাজন করিতেছেন, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ভক্তিমান্দিগের কর্ম্মসকল সমূলে দহন করিতেছেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৫৪॥

তাৎপর্য্য। বদ্ধজীবদিগের কর্ম্মফল-দানে-পক্ষপাতশূন্য হইয়া ঈশ্বর পূর্ব্বানুষ্ঠিত-কর্ম্মের দ্বারা উত্তরকালীয় কর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রদান করেন; কিন্তু ভক্তদিগের

---

**Translation:**

Whether one may be the tiny insect 'Indragopa'
or the great King of the gods, Lord Indra,
He impartially awards all souls on the path of *karmma*
the fruits befitting their deeds;
yet it is so wonderful! He burns at the root
all the *karmma* of the souls who adore Him—
I worship Him, that Primeval Lord Govinda. [54]

**Purport:** The Supreme Lord is impartial in awarding the conditioned souls the fruits of their *karmma* or mundane

প্রতি বিশেষকৃপা-পূর্ব্বক কর্ম্মের মূল যে কর্ম্মবাসনা ও অবিদ্যা তাহার সহিত তাঁহাদের ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক কর্ম্মকে দগ্ধ করেন। কর্ম্ম—অনাদি হইলেও বিনাশ্য। যাঁহারা কর্ম্মফলের আশার সহিত কর্ম্ম করেন, তাঁহাদের কর্ম্ম অক্ষয় হয়, কখনই বিনষ্ট হয় না। সন্ন্যাস-ধর্ম্মও আশ্রমোচিত কর্ম্মবিশেষ; তাহাতে মোক্ষ-স্পৃহা-রূপা ফলকামনা থাকায় কৃষ্ণের প্রীতিকর হয় না; তাঁহারাও কর্ম্মানুরূপ ফল পাইয়া থাকেন এবং নিতান্ত নিষ্কাম হইলেও আত্মারামতা-রূপ ক্ষুদ্র ফল পাইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা—শুদ্ধ ভক্ত, তাঁহারা অন্যাভিলাষিতা-শূন্য হইয়া জ্ঞানকর্ম্মাদির স্বতন্ত্র চেষ্টা পরিত্যাগপূর্ব্বক আনুকূল্য-ভাবের সহিত নিরন্তর কৃষ্ণের অনুশীলন করেন। কৃষ্ণ সেই সকল লোকের কর্ম্ম, কর্ম্মবাসনা ও

---

deeds; according to their previous actions He awards them their future engagements. But He gives His special Grace to His devotees. He purges out, by the fire of ordeal, all their righteous or unrighteous *karmma* along with its root, that is, the desire to perform *karmma,* and nescience.

Although *karmma* is beginningless, it is nonetheless destructible. *Karmma* is indestructible for those who act in the hope of enjoying the fruits of their actions; their vicious circle of *karmma* can never be terminated. Even the religious duty of *sannyāsa* is a type of *karmma* befitting a certain religious status; in that practice, as long as the practitioner remains hankering for its fruit of liberation, his observance of *sannyāsa* cannot please Kṛṣṇa or gain His Grace. The *sannyāsīs* accrue the fruits of their *karmma,* and even when their actions become desireless to the extreme they attain the paltry fruit of self-satisfaction *(ātmārāmatā).*

But those who are true devotees perpetually cultivate Divine Service to Kṛṣṇa in a way pleasing to Him, totally



অবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া থাকেন। নিরপেক্ষ হইয়াও কৃষ্ণের ভক্ত-পক্ষপাতিত্বই আশ্চর্য্যের বিষয় ॥৫৪॥

---

abandoning all semblance of fleeting desires and independent attempts of *jñāna, karmma,* etc. Kṛṣṇa totally annihilates all their *karmma,* desires for *karmma,* and nescience. Despite His impartiality, Kṛṣṇa's partiality to His devotees is a matter of marvel. [54]

यं क्रोधकामसहजप्रणयादिभीति-
वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावैः ।
सञ्चिन्त्य तस्य सदृशीं तनुमापुरेते
गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ॥ ५५ ॥

*yaṁ krodha-kāma-sahaja-praṇayādi-bhīti-*
*vātsalya-moha-guru-gaurava-sevya-bhāvaiḥ*
*sañcintya tasya sadṛśīṁ tanum āpur ete*
*govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi [55]*

**অনুবাদ** । ক্রোধ, কাম, সখ্যরূপ সহজ প্রণয়, ভয়, বাৎসল্য, মোহ, গুরুগৌরব ও সেব্যভাবদ্বারা যাঁহাকে চিন্তা করিয়া তদনুশীলনকারিগণ তত্তদ্ভাবনা-যোগ্য রূপ-গুণ-লাভ-তারতম্যের সহিত তুল্য-তনু প্রাপ্ত হন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজন করি ॥৫৫॥

**তাৎপর্য্য** । ভক্তি—দুই প্রকার, বৈধী ও রাগাত্মিকা । কেবল শাস্ত্র ও গুরূপদেশক্রমে যে একটু শ্রদ্ধামূলা ভক্তি উদিত হয়, তাহাই শাস্ত্রবিধি-বন্ধন-প্রযুক্ত সর্ব্বদা অপ্রচুরভাবে পর্য্যবসিত হইলে কৃষ্ণানুশীলন-চেষ্টারূপ ভাবময়ী

**Translation:**

Those who cultivate their thoughts of Him
through anger, amour, natural friendship, fear,
parenthood, delusion, reverence and servitorship
attain to bodies of a form and nature
appropriate to the mood of their meditation.
I worship that Primeval Lord Govinda. [55]

**Purport:** Devotion is generally of two types: regulative and spontaneous, or *Vaidhī* and *Rāgātmikā*. Devotion of preliminary faith aroused by following the instructions of



হয় । ভাব উদিত হইলেই ভক্ত কৃষ্ণকৃপার পাত্র হইতে পারেন । এই অবস্থা প্রাপ্ত হইতে অনেক বিলম্ব ঘটে, ইহাকেই 'বৈধীভক্তি' বলে । 'রাগাত্মিকা-ভক্তি'ই শ্রেষ্ঠা, শীঘ্রফলদ এবং কৃষ্ণাকর্ষিণী । তাহা যে-যে প্রকারে দৃষ্ট হয়, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন । গুরুগৌরব শান্তভাব, সেব্যগত দাস্যভাব, সহজপ্রণয়গত সখ্যভাব, বাৎসল্যভাব ও কামগত মধুরভাব,—এই কয়েকটিই রাগাত্মিকা ভক্তির অন্তর্গত । ক্রোধ, ভীতি ও মোহ—ইহারা রাগাত্মিকা হইয়াও 'ভক্তি'

the Guru and the Scriptures is actuated by obligation to scriptural injunctions, and so devotional sentiment is always limited in that sphere. However, such regulative devotion becomes loving spontaneity when the devotee's attempts to please the Lord by his service gradually deepen. When *Bhāva* or the budding stage of Divine Love is aroused, the devotee can become a recipient of Kṛṣṇa's Grace. To attain this stage takes much time, and such an attempt through devotional service regulated by reverence and scriptural edicts is known as *Vaidhī-bhakti.*

*Rāgātmikā-bhakti,* Devotion based on the pure heart's sentiment or instinctive attachment, is superior. It bears fruits very swiftly and is the attractor of Kṛṣṇa Himself. The various forms it takes are described in this *śloka.*

*Śānta-bhāva* or the heart's aptitude for Peacefulness in reverence, *Dāsya-bhāva* or the heart's aptitude for Servitude in submission, *Sakhya-bhāva* or the heart's aptitude for Friendship in natural affection, *Vātsalya-bhāva* or the heart's aptitude for Parenthood, and *Madhura-bhāva* or the heart's aptitude for Amorous Love—these five are in the scope of *Rāgātmikā-bhakti.*

নয়; যেহেতু ঐ-সকলে প্রাতিকূল্যভাব আছে, আনুকূল্য নাই। শিশুপালাদি অসুরগণের 'ক্রোধ', কংসাদির 'ভয়' এবং মায়াবাদি-পণ্ডিতগণের 'মোহ' দৃষ্ট হয়। ক্রোধরূপ রাগচেষ্টা, ভয়রূপ রাগচেষ্টা এবং সর্ব্ববিস্মরণময় আপনাতে ব্রহ্মতা-স্ফূর্ত্তিরূপ রাগচেষ্টা, সমস্তই তাহাদের আছে। সে-সকল ভাবের মধ্যে আনুকূল্য নাই বলিয়া 'ভক্তিত্ব' নাই। আবার শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গারের মধ্যে শান্তভাবে অনেকটা ঔদাসীন্য-প্রযুক্ত, রাগ—লুপ্তপ্রায়, তবে যৎকিঞ্চিৎ আনুকূল্য থাকায়, তাহাকে ভক্তিমধ্যে গণিত করা যায়। আর চারিটী ভাবের মধ্যে প্রভূতরূপে রাগ আছে। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংস্তথৈব

---

Despite being spontaneous impulses *(rāgātmikā),* anger, fear and delusion are not Devotion *(Bhakti)* because these are hostile sentiments unconducive to Devotion. Anger is seen in demons like Śiśupāla, fear is seen in demons like Kaṁsa, and delusion is found in the paṇḍits of the *Māyāvādī* school. They all respectively have the feelings of anger, fear, and complete self-forgetfulness in identifying themselves with the *Brahman.* But none of these sentiments are conducive to Devotion for the Lord, so none can be admitted to have the qualification of Devotion. On the other hand, although of the abovementioned five *Rasas* (of *Śānta,* etc.), in the mood of Peacefulness or *Śānta* there is a predominance of indifference—it is almost devoid of devotional sentiment—it is nonetheless reckoned as Devotion due its favourability, however slight. There is abundant devotional sentiment in the other four moods.

In accordance with the Lord's promise in *Śrī Gītā* to reciprocate the attitude of a soul's surrender—ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् *ye yathā māṁ prapadyante tāṁs*



ভজাম্যহম্"—এই গীতার প্রতিজ্ঞাক্রমে ক্রোধ, ভীতি ও মোহরূপ রাগের অনুশীলনকারিদিগের সাযুজ্য-মোহ লাভ হয়। শান্তের ব্রহ্ম-পরমাত্মপরতারূপ তনু লাভ হয়; দাস্যে ও সখ্যে অধিকারভেদে যথাযোগ্য পুরুষপ্রকৃতিময়ী তনু লাভ হয়; বাৎসল্য মাতৃপিতৃ-ভাবোপযোগি-তনু লাভ হয়; শৃঙ্গারে বিশুদ্ধ গোপীতনু লাভ হয় ॥৫৫॥

---

*tathaiva bhajāmy aham*—those who foster the sentiments of anger, fear and delusion in relationship to the Lord attain to the swoon of *sāyujya-mukti* or 'liberation by merging.' The adherents of *Śānta* attain to forms conducive to absorption in *Brahman* and *Paramātman.* The adherents of *Dāsya* and *Sakhya* attain to appropriate male or female forms according to their qualifications. The adherents of *Vātsalya* attain to forms appropriate for fatherly or motherly sentiments. And the adherents of *Śṛṅgāra* attain to the pure forms of Gopīs or spiritual milkmaids of Vraja. [55]

श्रियः कान्ताः कान्तः परमपुरुषः कल्पतरवो
द्रुमा भूमिश्चिन्तामणिगणमयी तोयममृतम्।
कथा गानं नाट्यं गमनमपि वंशी प्रियसखी
चिदानन्दं ज्योतिः परमपि तदास्वाद्यमपि च॥
स यत्र क्षीराब्धिः स्रवति सुरभीभ्यश्च सुमहान्
निमेषार्द्धाख्यो वा व्रजति न हि यत्रापि समयः।
भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमिति यं
विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरलचाराः कतिपये॥ ५६॥

---

*śriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ parama-puruṣaḥ kalpataravo*
*drumā bhūmiś cintāmaṇigaṇamayī toyam amṛtam*
*kathā gānaṁ nāṭyaṁ gamanam api vaṁśī priyasakhī*
*cid ānandaṁ jyotiḥ param api tad āsvādyam api ca*
*sa yatra kṣīrābdhiḥ sravati surabhībhyaś ca sumahān*
*nimeṣārddhākhyo vā vrajati na hi yatrāpi samayaḥ*
*bhaje śvetadvīpaṁ tam aham iha golokam iti yaṁ*
*vidantas te santaḥ kṣiti-virala-cārāḥ katipaye [56]*

---

**অনুবাদ** । যে-স্থলে চিন্ময়ী লক্ষ্মীগণ কান্তারূপা, পরমপুরুষ কৃষ্ণই একমাত্র কান্ত, বৃক্ষমাত্রই চিদ্গত-কল্পতরু, ভূমিমাত্রই চিন্তামণি অর্থাৎ চিন্ময় মণিবিশেষ, জলমাত্রই অমৃত, কথা-মাত্রই গান, গমন-মাত্রই নাট্য, বংশী—প্রিয়সখী,

---

**Translation:**

That place where the Divine Goddesses of Fortune
are the Beloved,
and Kṛṣṇa, the Supreme Male,
is the only Lover;
all the trees are Divine wish-fulfilling trees,
the soil is made of Transcendental Gems



জ্যোতিঃ—চিদানন্দময়, পরম-চিৎপদার্থমাত্রই আস্বাদ্য বা ভোগ্য; যে-স্থলে কোটি কোটি সুরভী হইতে চিন্ময় মহা-ক্ষীরসমুদ্র নিরন্তর স্রাবিত হইতেছে, তথা ভূত ও ভবিষ্যদ্রূপ খণ্ডত্বরহিত চিন্ময়কাল—নিত্য-বর্ত্তমান, সুতরাং নিমেষার্দ্ধও ভূতধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না, সেই শ্বেতদ্বীপরূপ পরমপীঠকে আমি ভজন করি। সেই ধামকে এই জড়জগতে বিরল-চর অতি স্বল্পসংখ্যক সাধুব্যক্তিই গোলোক বলিয়া জানেন ॥৫৬॥

**তাৎপর্য্য** । যেস্থান—জীবগণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসভজনদ্বারা প্রাপ্য, তাহা সম্পূর্ণ চিন্ময় হইলেও নির্ব্বিশেষ নয় । ক্রোধ, ভয় ও মোহদ্বারা নির্ব্বিশেষ-

---

and the water is nectar;
where every word is a song,
every movement is dancing,
the flute is the dearmost companion,
sunlight and moonlight are Divine Ecstasy,
and all that be is Divine, and enjoyable;
where a great ocean of milk eternally flows
from the udders of billions of Surabhī cows
and the Divine time is eternally present,
never suffering the estrangement of past and future
for even a split second . . .
that Supreme Transcendental Abode of Śvetadvīpa
do I adore.
Practically no one in this world knows that place
but for only a few pure devotees—
and they know it as Goloka. [56]

**Purport:** The place that is reached by the *jīvas* through the highest Loving Service is completely Transcendental. Despite that, it is never nondifferentiated or without

ব্রহ্মধাম-লাভ হয়। ভক্তগণ রসানুসারে চিজ্জগতের পরব্যোম-বৈকুণ্ঠ বা তদুপরি-
স্থিত গোলোক লাভ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে অত্যন্ত বিশুদ্ধ বলিয়া সেই ধামই 'শ্বেতদ্বীপ'। জড়জগতে যাঁহারা চরম রস ভক্তিসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁহারা এই জগদন্তরস্থিত গোকুল-বৃন্দাবনে ও নবদ্বীপে সেই শ্বেতদ্বীপ-তত্ত্বকে অবলোকন করতঃ 'গোলোক' বলিয়া বলেন। সেই গোলোকে চিদ্বিশেষগত কান্তা, কান্ত, বৃক্ষলতা, ভূমি (পর্ব্বত, নদী ও বনাদি সহিত), জল, কথা, গমন, বংশীবাদ্য, চন্দ্র-সূর্য্য, আস্বাদ্য, আস্বাদন (অর্থাৎ চতুঃষষ্টি-কলার অচিন্ত্য-চমৎকারিতা), গাভীসকল, অমৃতনিঃসৃত ক্ষীর ও নিত্যবর্ত্তমানময় চিন্ময় কাল সর্ব্বদা শোভা পাইতেছেন। বেদে ও পুরাণ-তন্ত্রাদি শাস্ত্রে অনেক স্থলে গোলোকের বর্ণনোদ্দেশ

---

attributes. The nondifferentiative plane of *Brahman* is attained by the *jīvas* through the sentiments of anger, fear and delusion. But the devotees reach the Transcendental World of Paravyoma-Vaikuṇṭha or above that, Goloka, according to their individual *Rasa* or pure Devotional heart's disposition.

In fact, that Supreme Holy Abode of Goloka is 'Śvetadvīpa'—white or *effulgent* Island—on account of its extreme purity. Persons who attain to the ultimate Joy of perfection in Pure Devotion during their sojourn in this mundane world see the Plane of Śvetadvīpa within Gokula-Vṛndāvana and Nabadwip in this world. They speak of it as 'Goloka.' There in Goloka, in all the beauty of Transcendental Variegatedness are found the Beloved, Lover, trees, vines, earth (mountains, rivers and forests), water, speech, movement, the flute-song, moon and sun, the enjoyed, enjoyment (the inconceivable wonders of the sixty-four arts), the cows, the nectarine flow of milk and





আছে। ছান্দোগ্য বলেন "স ব্রূয়াদ্ যাবান্বা অয়মাকাশস্তাবানেষোঽন্তর্হৃদয় আকাশ উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেব সমাহিতে উভাবগ্নিশ্চ বায়ুশ্চ সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ বিদ্যুন্নক্ষত্রাণি যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদস্মিন্ সমাহিতমিতি।" মূল তাৎপর্য্য এই যে, মায়িক-জগতে যতপ্রকার বিশেষ বিচিত্রতা দেখিতেছি, সে-সমস্তই এবং তদপেক্ষা আরও অনেক বিশেষ তথায় আছে। চিজ্জগতের বিশেষাদি—সমাহিত; কিন্তু জড়-জগতের বিশেষাদি—অসমাহিত, সুতরাং সুখ-দুঃখ-দায়ক। সমাহিত বিশেষাদি—বিশদ ও চিদানন্দময়। শুদ্ধ-

---

the transcendental time of the eternal present.

Descriptions with the underlying conception of Goloka are found in many places in the *Vedas* and other Scriptures such as the *Purāṇas, Tantras,* etc. It is stated in the *Chāndogyopaniṣad,* स ब्रूयाद्यावान्वा अयमाकाशस्तावानेषोऽन्तर्हृदय आकाश उभे अस्मिन् द्यावापृथिवी अन्तरेव समाहिते उभावग्निश्च वायुश्च सूर्य्याचन्द्रमसावुभौ विद्युन्नक्षत्राणि यच्चास्येहास्ति यच्च नास्ति सर्व्वं तदस्मिन्समाहितमिति ॥ *sa brūyād yāvān vā ayam ākāśas tāvān eṣo 'ntar hṛdaya ākāśa ubhe asmin dyāv āpṛthivī antar eva samāhite ubhāv agniś ca vāyuś ca sūryyācandramasāv ubhau vidyun nakṣatrāṇi yac cāsyehāsti yac ca nāsti sarvvaṁ tad asmin samāhitam iti.*

The purport underlying this statement is that, as many facets of variegatedness are found in the mundane world, all these and much more—myriads of excellences—are found in Goloka. The variegatedness and excellences of Goloka are centralized and harmonious, whereas those of the mundane world are disjointed and unharmonious and thus the cause of mixed happiness and unhappiness. The harmonious variegatedness and excellences are pearl-white

ভক্তিসমাধিক্রমে বেদ ও বেদোদিত ভক্ত সাধুগণ ভক্তিপ্রণিহিতা স্বীয় চিদ্-বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া সেই ধাম দেখিতে পান এবং কৃষ্ণকৃপা-বলে তাহাদের ক্ষুদ্র চিদ্‌বৃত্তি আনন্ত্যধর্ম্ম লাভ করিয়া তথায় কৃষ্ণের সহিত ভোগসাম্য লাভ করেন। 'পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ' পদের একটী গূঢ় অর্থ আছে। 'পরমপি'-শব্দে সমস্ত চিদানন্দবিকাশের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব; এবং 'তদাস্বাদ্যমপি'-শব্দে তাঁহার আস্বাদ্য-তত্ত্ব। রাধিকার প্রণয়-মহিমা, রাধিকা যে কৃষ্ণরস অনুভব করেন এবং সেই অনুভবে রাধিকা যে সুখ লাভ করেন—এই ভাবত্রয় কৃষ্ণের আস্বাদ্য হইলে কৃষ্ণ যে গৌরত্ব লাভ করেন, তাহাই তদীয় প্রদর্শিত রস-

---

and full of Transcendental Ecstasy.

By dint of *Śuddha-bhakti-samādhi,* the harmonious centralization of the pure heart filled with Divine Devotion, the *Vedas* Personified and saintly devotees practising Devotion revealed by the *Vedas* can actually see that Holy Abode when they look inwards toward the current of the pure consciousness that pervades their devoted, surrendered hearts. By the Power of Kṛṣṇa's Grace, their minute cognitive faculties take on an infinite nature and they attain equal enjoyment with Kṛṣṇa in the *Dhāma.*

There is a deep meaning to the line *param api tad āsvādyam api ca. Param api* indicates that 'Kṛṣṇa is the Ultimate in the Infinite Expanse of Transcendental Ecstasy,' and *tad āsvādyam api* means 'even *His* Enjoyable Truth.' The Glory of Rādhikā's Love, the nectarine sweetness of Kṛṣṇa that Rādhikā experiences and the Joy that Rādhikā feels from that experience—when Kṛṣṇa feels the need to taste *(āsvādyam)* these three Heart's Sentiments, He becomes *Golden*—Gaura. That Golden quality of His—is



সেবা-সুখ। ইহাও সেই শ্বেতদ্বীপেই নিত্যবর্ত্তমান ॥৫৬॥

---

His Manifest Ecstasy of Nectarine Service, and this is also eternally present in Śvetadvīpa. [56]

अथोवाच महाविष्णुर्भगवन्तं प्रजापतिम्।
ब्रह्मन् महत्त्वविज्ञाने प्रजासर्गे च चेन्मतिः।
पञ्चश्लोकीमिमां विद्यां वत्स दत्तां निबोध मे॥ ५७॥

*athovāca mahāviṣṇur bhagavantaṁ prajāpatiṁ*
*brahman mahattva-vijñane prajāsarge ca cen matiḥ*
*pañca-ślokīm imāṁ vidyāṁ vatsa dattāṁ nibodha me [57]*

**অনুবাদ** । এই সারগর্ভ স্তব শ্রবণ করতঃ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—"হে ব্রহ্মন্, যদি মহত্ত্ববিজ্ঞানে প্রজা সৃষ্টি করিতে মতি হয়, তবে, হে বৎস, আমার নিকট হইতে এই পঞ্চশ্লোকী বিদ্যা শ্রবণ কর ॥"৫৭॥

**তাৎপর্য্য** । ব্রহ্মা ব্যাকুল হইয়া রূপ, গুণ ও লীলাসূচক 'কৃষ্ণ' ও 'গোবিন্দ'-নাম উচ্চারণ করিলে ভগবান্ প্রসন্ন হইলেন। ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টিকাম ছিল। বিশুদ্ধা অনন্যা ভক্তি সেই ভগবদাজ্ঞা-পালন-কাম-সহকারে সংসারি-জীবের দ্বারা যেরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহা কৃষ্ণ ব্রহ্মাকে বলিতে লাগিলেন,—

**Translation:** Upon hearing these quintessential hymns of Brahmā, the Supreme Lord Kṛṣṇa said unto him, "O Brahman, if with knowledge of Transcendental Science you wish to create progeny, then, My dear one, hear the wisdom of these five *ślokas* from Me." [57]

**Purport:** The Names 'Kṛṣṇa' and 'Govinda' express the Form, Qualities and Pastimes of the Lord, and when Brahmā earnestly chanted those Names, the Lord was propitiated. The desire for creation was in Brahmā's heart. Kṛṣṇa then explained to Brahmā how Transcendental Exclusive Devotion can be accomplished by a soul engaged in worldly occupations by combining his worldly activity with the desire to follow the order of the Lord:



"চিদ্জ্ঞানই মহত্ত্বজ্ঞান; যদি তুমি সেই জ্ঞানের সহিত প্রজা-সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা কর, তবে পঞ্চশ্লোকী অর্থাৎ ইহার পর পঞ্চশ্লোকে যে ভক্তি-বিদ্যা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।" (ভগবদাজ্ঞাপালনরূপ সংসার-কার্য্য করিতে করিতে যেরূপে ভক্তি-সাধন করিতে হয়, তাহা বলিতেছেন।) ॥৫৭॥

"The Transcendental Science is Knowledge of the Supreme Divinity. If with such Knowledge you wish to create progeny, hear the Teachings of *Bhakti* that I shall impart to you in the next five *ślokas*." (That is, how to practise *Bhakti* by executing worldly duties in the form of following the Lord's order.) [57]

प्रबुद्धे ज्ञानभक्तिभ्यामात्मन्यानन्दचिन्मयी।
उदेत्यनुत्तमा भक्तिर्भगवत्प्रेमलक्षणा ॥ ५८ ॥

*prabuddhe jñāna-bhaktibhyām ātmany ānanda-cinmayī*
*udety anuttamā bhaktir bhagavat-prema-lakṣaṇā [58]*

**অনুবাদ**। জ্ঞান ও ভক্তিদ্বারা চিদনুভূতি উদিত হইলে আত্মপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণে ভগবৎপ্রেমলক্ষণা অত্যন্ত উত্তম-ভক্তি উদিত হয় ॥৫৮॥

**তাৎপর্য্য**। জ্ঞানই সম্বন্ধজ্ঞান;—চিৎ, অচিৎ ও কৃষ্ণের তত্ত্ব ও পরস্পর-সম্বন্ধই 'জ্ঞান'। এখানে আধ্যাত্মিক-জ্ঞানকে উদ্দেশ করা হয় নাই, যেহেতু তাহা—ভক্তিবিরোধী। দশমূলের প্রথম সপ্ততত্ত্ব-মূল পর্য্যন্ত জ্ঞানই সম্বন্ধ-জ্ঞান। ভক্তিশাস্ত্রের অভিধেয়-তত্ত্ব;—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন-ক্রিয়াত্মক-চেষ্টাই কৃষ্ণানুশীলন। ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু-গ্রন্থে ইহার বিশেষ বিবরণ আছে। এইরূপ জ্ঞান ও ভক্তিদ্বারা প্রেম-লক্ষণা ভক্তি প্রবুদ্ধা হইয়া উদিত হয়। তাহাই সর্ব্বোত্তমা ভক্তি এবং তাহাই জীবের সাধ্যতত্ত্ব ॥৫৮॥

**Translation:** When transcendental experience awakens by means of Knowledge and Devotion, the highest Devotion symptomized by Love for the Supreme Lord, Śrī Kṛṣṇa, the Beloved of the soul, awakens in the devotee's heart. [58]

**Purport:** The meaning of actual 'Knowledge' or *jñāna* is *Sambandha-jñāna*—perspective of the correlation of the transcendental, the material, and Kṛṣṇa. Here, psychic, mental or intellectual knowledge or impersonal *Brahman* liberation is not indicated because such knowledge is opposed to Devotion. *Sambandha-jñāna* or Knowledge of the soul's Relativity in the Absolute constitutes the Teachings of the first seven of the Ten Fundamental Divine Principles known as *Daśa-mūla.*

According to the Scriptures that expound Pure Devotion,



the Principle of *Abhidheya* or means to the end is the cultivation of Divine Service for Kṛṣṇa's Transcendental Pleasure by the practices of hearing, chanting, remembering, serving the Lotus Feet of the Lord, worshipping, praying, servitude, friendship and self-surrender. This is elaborately described in the Holy Book *Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhuḥ.*

By such Knowledge and Devotion, Devotion in Love Divine is awakened and blooms in the heart of the devotee. This is the ultimate in Devotion, and the Objective of all spiritual endeavour for the *jīva (Prayojana).* [58]

प्रमाणैस्तत्सदाचारैस्तदभ्यासैर्निरन्तरम्।
बोधयन्नात्मनात्मानं भक्तिमप्युत्तमां लभेत्॥ ५९ ॥

---

*pramāṇais tat sadācārais tad abhyāsair nirantaram*
*bodhayann ātmanātmānaṁ bhaktim apy uttamāṁ labhet [59]*

---

**অনুবাদ** । প্রমাণ, সদাচার, তদভ্যাসদ্বারা নিরন্তর স্বরূপোপলব্ধি-সহকারে আপনাকে বোধিত করিতে করিতে উত্তমভক্তি লাভ হয় ।।৫৯।।

**তাৎপর্য্য** । প্রমাণ—ভগবচ্ছাস্ত্ররূপ বেদ, পুরাণ, গীতা প্রভৃতি ভক্তিশাস্ত্র; সদাচার—শুদ্ধভক্ত সাধুদিগের আচার, তথা রাগভক্ত-সাধুদিগের রাগমূলক আচার; তদভ্যাস—শাস্ত্র হইতে দশমূল অবগত হইয়া তন্নির্ণীত নাম, রূপ, গুণ ও লীলাত্মক হরিনাম-প্রাপ্তির পর তাহা অহরহঃ অনুশীলনদ্বারা অভ্যাস । ইহাতে শাস্ত্রালোচন ও সাধুসঙ্গকে বুঝিতে হইবে । সদাচারের সহিত হরিনাম অনুশীলন করিলে আর দশটি নামাপরাধ থাকে না। সাধুদিগের সেই অপরাধশূন্য নামালোচনের অনুসরণই 'অভ্যাস' । এইরূপ সাধন অভ্যাস করিতে করিতে সাধ্য-ফল যে প্রেমলক্ষণা ভক্তি, তাহা উদিত হয় ।।৫৯।।

---

**Translation:** Supreme Devotion is attained by gradually increasing perception of one's intrinsic self through constant self-cultivation following authority, virtuous practices and practising spiritual life. [59]

**Purport:** 'Authority' refers to the Scriptures that teach us about the Supreme Personality of Godhead, such as the *Vedas, Purāṇas, Śrīmad Bhagavad-Gītā,* etc. 'Virtuous practices' refers to the practices of the true devotee saints, and the practices inspired by the Divine Love in the hearts of the pure devotees who follow the Path of Love for the Lord. By 'practising spiritual life' it is meant that one should learn about the *Daśa-mūla* or Ten Fundamental Divine Principles from the Scriptures, and after receiving as directed therein the Holy Name of the Lord—embodying His Name, Form, Qualities and Pastimes—one should go on with the constant practice of His Divine Service, taking the Name



regularly every day.

It must be clearly understood that in this practising spiritual life, scriptural cultivation and saintly association *(sādhu-saṅga)* are necessary. When virtuous practices are combined with the Service of the Name, the ten offences to the Holy Name can no longer endure. To faithfully follow the *sādhus* who hear and chant the Glories of the Name without any trace of offence is the true practising of spiritual life. In the heart of one who faithfully continues his practising spiritual life in this line, the Objective, which is Devotion in Divine Love, makes Her gracious appearance. [59]

यस्याः श्रेयस्करं नास्ति यया निर्वृतिमाप्नुयात्।
या साधयति मामेव भक्तिं तामेव साधयेत्॥ ६० ॥

*yasyāḥ śreyaskaraṁ nāsti yayā nirvṛtim āpnuyāt*
*yā sādhayati mām eva bhaktiṁ tām eva sādhayet [60]*

**অনুবাদ** । যাঁহা হইতে অধিক শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই, যাঁহার সহিত পরমানন্দ-নির্বৃতি প্রাপ্তি ঘটে এবং যিনি আমাকে সাধিতে পারেন, সাধনভক্তি সেই প্রেমভক্তিকে সাধিত করেন ।।৬০।।

**তাৎপর্য্য** । প্রেমভক্তি অপেক্ষা জীবের অধিক শ্রেয়ঃ আর কিছুই নাই; সেই সাধ্যভক্তিতেই জীবের পরমানন্দ । একমাত্র প্রেমভক্তি হইতেই কৃষ্ণচরণ লাভ হয় । যে-ব্যক্তি সেই সাধ্যভক্তিকে ব্যাকুলতার সহিত উদ্দেশ করিয়া সাধনভক্তির চর্চ্চা করেন, তিনি সেই সাধ্যতত্ত্ব পাইবেন, অন্যে পাইবে না ।।৬০।।

**Translation:** *Sādhana-bhakti* or practising devotional life is the means to the Objective—*Prema-bhakti,* Devotion in Love. Of all that is auspicious, there is absolutely nothing beyond *Prema-bhakti*; She brings in Her retinue Divine Ecstatic Joy, and She can give Me to My devotee. [60]

**Purport:** There is no greater good for the *jīva* beyond *Prema-bhakti.* It is the Objective of all devotional practices, and the ultimate Transcendental Ecstasy of the soul. It is only by virtue of *Prema-bhakti* that one can attain the Lotus Feet of Kṛṣṇa. One who cultivates his practising devotional life with deep longing and earnestness for that Objective will attain that treasure; others cannot. [60]



धर्म्मानन्यान् परित्यज्य मामेकं भज विश्वसन्।
यादृशी यादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवति तादृशी॥
कुर्व्वन्निरन्तरं कर्म्म लोकोऽयमनुवर्त्तते।
तेनैव कर्म्मणा ध्यायन् मां परां भक्तिमिच्छति॥ ६१ ॥

*dharmmān anyān parityajya māṁ ekaṁ bhaja viśvasan*
*yādṛśī yādṛśī śraddhā siddhir bhavati tādṛśī*
*kurvvan nirantaraṁ karmma loko 'yam anuvarttate*
*tenaiva karmmaṇā dhyāyan māṁ parāṁ bhaktim icchati [61]*

**অনুবাদ** । অন্য সকল-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাসপূর্ব্বক আমাকে ভজন কর । শ্রদ্ধা যেরূপ যেরূপ হইবে, সেই সেই রূপ সিদ্ধি হইবে । জগতে নিরন্তর কর্ম্ম করিতে করিতে লোক অনুবর্ত্তমান আছে । সেই সেই কর্ম্মদ্বারা আমাকে ধ্যান করতঃ পরা ভক্তিরূপা প্রেমলক্ষণা ভক্তিকে পাইবে ।।৬১।।

**তাৎপর্য্য** । শুদ্ধভক্তি-লক্ষণ ধর্ম্মই প্রকৃত জৈবধর্ম্ম অর্থাৎ জীবের 'নিত্যধর্ম্ম' । অন্য যতপ্রকার ধর্ম্ম, সকলই—'ঔপাধিক' ধর্ম্ম । নির্ব্বাণ-লক্ষিত ব্রহ্মজ্ঞান-ধর্ম্ম,

**Translation:** Abandon all other types of religion and serve Me with resolve. One will attain perfection according to the nature of his faith. Perpetually pursuing worldly occupations or *karmma,* the people of the world remain in the world. Meditate upon Me through the execution of your particular work, and you will attain to Loving Devotion, the Supreme Transcendental Devotion. [61]

**Purport:** The *dharmma*—'religion,' 'nature' or 'function' of the character of Pure Devotion, *Śuddha-bhakti*—is the actual *Jaiva-dharmma* or eternal nature and original function of the soul. As many other 'religions' may be found in the world, every one of them are superficial in

কৈবল্য-লক্ষিত অষ্টাঙ্গাদি-যোগধর্ম্ম, জড়সুখ-লক্ষিত বহির্ম্মুখ কর্ম্মকাণ্ডরূপ ধর্ম্ম, কর্ম্মজ্ঞানের সম্বন্ধ-সংযোগরূপ জ্ঞানযোগ-ধর্ম্ম, শুষ্কবৈরাগ্যযোগ-ধর্ম্ম,—এই প্রকার বহুবিধ ঔপাধিক ধর্ম্ম দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধামূলক ভক্তিধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আমাকে ভজন কর। আমাতে অনন্য-শ্রদ্ধাই 'বিশ্বাস'; সেই বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা ক্রমশঃ বিশদ হইতে হইতে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাবরূপী হইতে থাকে। শ্রদ্ধা যত পরিমাণে বিশদ হইবে, সিদ্ধিও তত পরিমাণে উদিত হইবে। যদি বল,—এইপ্রকার ভক্তি-সিদ্ধির চেষ্টায় যদি নিরন্তর ব্যস্ত থাকা যায়, তবে শরীর-রক্ষা ও লোকযাত্রা কিরূপে চলিবে?

---

comparison to the original function. The superficial *dharmmas* are numerous, including the cultivation of *jñāna* or knowledge of *Brahman* aiming at *nirvvāṇa* (cessation of embodied existence); the eightfold and allied forms of *yoga* aiming at 'becoming one' with the Supersoul; pious worldly works by the way of *karmma-kāṇḍa* aiming at mundane pleasures; *jñāna-yoga* as a relative combination of *karmma* and *jñāna*; and barren renunciation.

The Lord is saying, "Give up all these attempts and embrace the Religion of *Bhakti*—Devotion—which has its roots in *śraddhā*—faith—and serve and adore Me. Exclusive faith in Me is 'resolve' *(viśvāsa)*; that resolute faith gradually becomes more and more lucid, and from that develops *niṣṭhā, ruci, āsakti* and *bhāva*—firmness, taste, depth in taste, and heartfelt sentiment of Divine Love. Perfection is attained in proportion to the purity of one's faith."

If the question is raised, "If in this way one is to be constantly engaged in pursuing perfection in Devotion, how will he maintain his body, and how will the world go on?

[purport, verse 61



লোক ও শরীর অচল হইলে দেহপাতে ভক্তিসিদ্ধির চেষ্টাই বা কিরূপে হইবে? এই সংশয়-ছেদনের জন্যই ভগবান্ বলিতেছেন যে, এই লোক (জগজ্জন) নিরন্তর যে কর্ম্ম করিয়া বর্ত্তমান থাকে, সেই কর্ম্মকে ধ্যানময় করিয়া কর্ম্মের কর্ম্মত্ব বিনাশপূর্ব্বক তাহার ভক্তিত্ব স্থাপন কর। শারীর, মানস ও সামাজিক, —এই ত্রিবিধ-কর্ম্মের দ্বারা মানব দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করে। অশন, আসন, ভ্রমণ, শয়ন, নিদ্রা, পরিষ্কৃতি, আচ্ছাদন প্রভৃতি বহুবিধ শারীর-কর্ম্ম; চিন্তা, স্মরণ, ধারণা, বিষয়োপলব্ধি, সুখ-দুঃখাদি-বোধ প্রভৃতি বহুবিধ মানসকর্ম্ম এবং বিবাহ, রাজা-প্রজা-সম্বন্ধ, ভ্রাতৃত্ব, যজ্ঞ-সভাধিবেশন, ইষ্টাপূর্ত্ত, কুটুম্বপালন, আতিথ্য, ব্যবহার, যথাযোগ্য অপরের সম্মানন প্রভৃতি বহু সামাজিক-কর্ম্ম দৃষ্ট হয়। এই সমস্ত কর্ম্ম যখন নিজের ভোগের জন্য কৃত হয়, তখন এই সকলকে

---

And when society and one's body cease to function, how will a man pursue perfection in Devotion when he's dead?"—then in order to slash such a doubt, the Lord is saying, "The *karmma* or work that the people of this plane sustain the world by—execute that as a meditation and destroy the *karmmic* or exploitative nature of those actions, and establish their devotional quality."

Man passes his life by engaging in three types of actions: bodily, mental and social. The manifold bodily activities include eating, sitting, walking, reclining, sleeping, evacuating, dressing, etc.; the mental activities include thought, remembrance, concentration, realization, feeling happiness and unhappiness, etc.; and the social activities include marriage, the relationship of ruler and subject, brotherhood, assemblies for performing sacrifice, public welfare works, family maintenance, receiving guests, customary formalities, offering due respect to others, etc.

'কর্ম্মকাণ্ড' বলা যায়; এই কর্ম্মসমূহের দ্বারা জ্ঞানাবসর-লাভের চেষ্টা থাকিলে, ইহাদিগকে 'কর্ম্মযোগ' বা 'জ্ঞানযোগ' বলা যায়; এবং যখন এই সমস্ত কর্ম্মকে ভক্তিসাধনের অনুকূল করা যায়, তখন এই সমস্ত কর্ম্মকে 'গৌণভক্তিযোগ' বলা যায়। পরন্তু শুদ্ধ উপাসনা-লক্ষণ কর্ম্মকেই কেবল 'সাক্ষাদ্-ভক্তি' বলা যায়। সময়ে সাক্ষাদ্ ভক্তির এবং লোক-ব্যবহারে গৌণভক্তির অনুষ্ঠান করিলেই প্রত্যেক কর্ম্মে আমার 'ধ্যান' হয়; সেস্থলে কর্ম্ম করিয়াও জীব বহির্ম্মুখ হয় না;—এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ম্মুখতার অনুষ্ঠান; যথা ঈশোপনিষদে, "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনম্ ॥"

---

When these actions are performed for the sake of one's own enjoyment, they are known as *karmma-kāṇḍa*; when they are performed for an opportunity of attaining enlightenment, they are known as *karmma-yoga* or *jñāna-yoga*; and when they are executed as functions conducive to the practising life of devotion, they are known as *Gauṇa-bhakti-yoga* or the indirect application of Devotion. But only action that is symptomized by pure worship is known as direct Devotion.

Thus the Lord is saying, "Your every act will be meditation upon Me when you give due time to practising direct Devotion whilst otherwise rendering indirect devotion in accordance with the formalities demanded by the world." In this respect, despite acting in the world—'performing *karmma*'—the *jīva* does not become averse to the Service of the Lord by turning outward to mundane trappings.

This way of activity is the practice of turning inward; as it is stated in the *Īśopaniṣad*, ईशावास्यमिदं सर्व्वं यत् किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचिद्धनम्॥ *īśāvāsyam idaṁ*

[purport, verse 61



ইহাতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন,—"তেন ঈশত্যক্তেন বিসৃষ্টেন।" মূল তাৎপর্য্য এই যে, যাহা গ্রহণ করিবে, সমস্তই ভাগ্যক্রমে 'ভগবদ্দত্ত প্রসাদ' বলিয়া গ্রহণ করিলে কর্ম্মের কর্ম্মত্ব থাকিবে না, ভক্তিত্ব হইবে। অতএব ঈশাবাস্য বলেন, "কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিশেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥" এইরূপ করিলে শত-শত-বৎসর জীবনেও কর্ম্মলিপ্ত হইতে হয় না। এই দুই মন্ত্রের জ্ঞানপক্ষীয় অর্থ—কর্ম্মফল-ত্যাগ, কিন্তু ভক্তিপক্ষীয় অর্থ—ভগবৎসমর্পণ-দ্বারা তৎপ্রসাদ-লাভ। অর্চ্চনমার্গে ভগবদুপাসনা-ধ্যানের সহিত সংসারকর্ম্ম করিবে। ব্রহ্মার হৃদয়ে সৃষ্টিকাম আছে;

---

*sarvvaṁ yat kiñ ca jagatyāṁ jagat, tena tyaktena bhuñjīthā mā gṛdhaḥ kasyacid dhanam.* Our revered commentator has stated, तेन ईशत्यक्तेन विसृष्टेन। *tena īśa-tyaktena visṛṣṭena.* The purport is that whatever one accepts, when everything is accepted as one's fortune of receiving the *Prasāda* or Grace of the Lord, then actions lose their quality of *karmma* and take on the quality of *Bhakti*. Therefore, the *Īśopaniṣad* states, कुर्व्वन्नेवेह कर्म्माणि जिजीविशेच्छतं समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म्म लिप्यते नरे॥ *kurvvan eveha karmmāṇi jijīviśec chataṁ samāḥ, evaṁ tvayi nānyatheto 'sti na karmma lipyate nare*: if one acts in this way, even if he lives for hundreds of years he cannot be daubed by *karmma*.

The liberationist or *jñāna*-oriented interpretation of these two *Mantras* is 'renunciation of the fruits of work'; but from the standpoint of *Bhakti*, the purport is to gain the Grace or *Prasāda* of the Lord by offering everything to Him. So worldly occupations are to be executed along with the meditation of remembering the worship of the Supreme Lord in *Arccana-mārga* or the Path of due

সেই সৃষ্টিকাম যদি ভগবদাজ্ঞা-পালন ধ্যানের সহিত কয়া যায়, তবে ভগবানে শরণাপত্তি-লক্ষণ বলিয়া তাহা ভক্তির অন্তর্গত আনুকূল্য-পোষক গৌণধর্ম্ম হইবে। ব্রহ্মাকে এইপ্রকার উপদেশ দেওয়া যুক্তই হইয়াছে। 'ভাব'-প্রাপ্ত জীবে সহজে কৃষ্ণেতর বৈরাগ্য উদিত হইলে এই উপদেশের স্থল হয় না ॥৬১॥

---

reverence for the Deity.

Now, Brahmā has a desire in his heart for creation. If that desire is fulfilled along with the meditation of following the order of the Lord, by virtue of that action possessing the symptom of surrender to the Lord, it will be an indirect religious function favourable to the nourishment of and within the purview of Devotion. This is the reasonable way of the Lord's instruction to Brahmā.

The *jīva* who has attained to *Bhāva* or internal, heartfelt Devotion, is naturally indifferent to all but Kṛṣṇa, and so such an instruction does not apply in his case. [61]



अहं हि विश्वस्य चराचरस्य
बीजं प्रधानं प्रकृतिः पुमांश्च।
मयाहितं तेज इदं विभर्षि
विधे विधेहि त्वमथो जगन्ति ॥ ६२ ॥

इति श्रीब्रह्मसंहितायां भगवत्सिद्धान्तसंग्रहे
मूलसूत्राख्यः पञ्चमोऽध्यायः।

---

*ahaṁ hi viśvasya carācarasya*
*bījaṁ pradhānaṁ prakṛtiḥ pumāṁś ca*
*mayāhitaṁ teja idaṁ vibharṣi*
*vidhe vidhehi tvam atho jaganti [62]*

*iti śrī-brahma-saṁhitāyāṁ bhagavat-siddhānta-saṅgrahe*
*mūla-sūtrākhyaḥ pañcamo 'dhyāyaḥ*

---

**অনুবাদ**। হে বিধে! শুন,—আমিই এই চরাচর-বিশ্বের বীজ অর্থাৎ মূলতত্ত্ব; আমিই প্রধান, আমিই প্রকৃতি, আমিই পুরুষ। এই যে ব্রহ্মতেজ তোমাতে আছে, তাহাও আমিই অর্পণ করিয়াছি; এই তেজোধারণ করিয়াই তুমি চরাচর জগৎকে বিধান কর ॥৬২॥

**তাৎপর্য্য**। কোন কোন বিচারক স্থির করেন,—"নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-বস্তুই

---

**Translation:** Hear Me, O Vidhe! I am the Seed—the Primal Principle of the world of moving and stationary beings; I am the elements, I am the predominated, I am the Predominator. The fiery spirit of *Brahman* that abides in you has been conferred unto you by Me; now, adopting that prowess, create the world of moving and stationary beings. [62]

**Purport:** Some philosophers conclude that the undif-

বিবর্ত্ত লাভ করতঃ সবিশেষ-প্রতীতিযুক্ত; অথবা, মায়াই পরিচ্ছিন্না হইয়া সংসার এবং অপরিচ্ছিন্ন-অবস্থায় ব্রহ্ম; অথবা ব্রহ্মই 'বিম্ব' এবং জগৎই 'প্রতিবিম্ব'; অথবা সমস্তই জীবের ভ্রম।" কেহবা মনে করেন,—"স্বভাবতঃই ঈশ্বর—এক জন, জীব—এক জন এবং জগৎ বা প্রপঞ্চ এক-তত্ত্ব হইয়াও নিত্য স্বতন্ত্ররূপে পৃথক্ আছে; অথবা, ঈশ্বরই 'বিশেষ্য' এবং চিদচিৎ বিশেষণরূপ অপর সকলেই একতত্ত্ব।" কেহবা মনে করেন,—"অচিন্ত্যশক্তিবলে কখনও অদ্বৈত, কখনও বা দ্বৈতই সত্যরূপে প্রতীত হয়।" কেহবা সিদ্ধান্ত করেন, "শক্তিশূন্য অদ্বৈতবাদী নিরর্থক; সুতরাং ব্রহ্ম—শুদ্ধশক্তিযুক্ত নিত্যশুদ্ধ অদ্বৈততত্ত্ব।" বেদ হইতেই এই সকল বাদ বেদান্তসূত্রকে আশ্রয় করিয়া উদিত হইয়াছে। এই সমস্ত বাদে সর্ব্বত্রসিদ্ধ সত্য না থাকিলেও কিয়ৎ পরিমাণ সত্য আছে। বেদবিরুদ্ধ সাংখ্য,

---

ferentiated element of *Brahman* becomes transformed and takes on the appearance of having attributes in the form of this mundane world; or Māyā becomes divided and becomes the mundane world, and undivided it is *Brahman*; or *Brahman* is the 'object' and the world is its 'reflection'; or the entire world is the *jīva's* illusion. Others think that by nature God is 'the one,' the soul is 'the one,' and although the universe or mundane world is 'the one principle,' it is eternally distinct in an independent manner; or God is the absolute 'specific,' and the relative, both spirit and matter, are the 'specified'—yet all are one truth. Others think that by dint of inconceivable potency the truth sometimes appears as one, sometimes as dual. Yet others conclude that the doctrine of an impotent 'one' is meaningless, so *Brahman* is replete with pure potency, and it is the eternally pure, one-without-a-second truth."

All these theories have their origin in the *Vedas*, with

[purport, verse 62



পাতঞ্জল, ন্যায় ও বৈশেষিক এবং বেদাংশসম্মত কেবল কর্ম্মকাণ্ড-প্রিয় পূর্ব্ব-মীমাংসাদিবাদের কথা দূরে থাকুক, বাহ্যতঃ বেদান্তকেই অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোক্ত বাদসকল উৎপন্ন হইয়াছে। এই সমস্ত বাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক তুমি ও তোমার শুদ্ধ-সম্প্রদায় অচিন্ত্যভেদাভেদরূপ পরমতত্ত্ব স্বীকার কর। তাহা হইলেই তুমি শুদ্ধভক্ত হইতে পারিবে। মূল তাৎপর্য্য এই যে, এই চর-বিশ্ব—জীবময় এবং অচর-বিশ্ব—জড়ময়; তন্মধ্যে জীবসকলকে আমার পরা শক্তি তটস্থবিক্রমে প্রকট করিয়াছেন ও জগৎকে আমার অপরা শক্তি প্রকট করিয়াছেন। আমি—সকলের বীজ অর্থাৎ তত্তৎ প্রকৃতি-শক্তি হইতে অভিন্নরূপে ইচ্ছাশক্তিদ্বারা তাহাদিগকে নিয়মিত করি। সেই-সেই শক্তির

---

support in the *Vedānta-sūtras*. Although none of them can claim to expound the truth in every respect, each carry a certain degree of truth. They—not to mention the theories of Sāṅkhya, Pātañjala, Nyāya and Vaiśeṣika that are all contradictory to the Vedic Teachings, and the theories such as Pūrvva-mīmāṁsā, etc., that solely favour fruitive pursuits in conformity with a section of the *Vedas*—owe their existence to their superficial reliance upon the *Vedānta*.

(Thus, the Lord says to Brahmā,) "You and your pure Divine Succession are to abandon all these theories and accept the Supreme Principle of *Acintya-bhedābheda*—Inconceivable Simultaneous Oneness and Distinction. Then you will be able to become a true devotee."

The underlying gist of the Lord's words is, "The animate world is composed of *jīvas* and the inanimate world is composed of matter. Of these, My Divine Potency *(Parā-śakti)*—by its marginal power—has manifest the *jīvas*; and my secondary potency *(aparā-śakti)* has manifest the

পরিণামদ্বারা 'প্রধান', 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' হইয়াছে। সুতরাং শক্তিতত্ত্বে আমিই 'প্রধান', 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ' হইয়াও শক্তিমত্তত্ত্বে আমি—ঐ সকল হইতেই নিত্য-পৃথক্ । এইরূপ যুগপৎ ভেদাভেদ আমার অবিচিন্ত্যশক্তি হইতেই হইয়াছে। সুতরাং অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বমূলক 'জীব', 'জড়' ও 'কৃষ্ণের' পরস্পর সম্বন্ধ-জ্ঞানে শুদ্ধভক্তিযোগে কৃষ্ণপ্রেম লাভ করাই তোমার সম্প্রদায়-পরম্পরা আম্নায়-উপদেশ থাকুক ।।৬২।।

জীবাভয়প্রদা বৃত্তির্জীবাশয়-প্রকাশিনী ।
কৃতা ভক্তিবিনোদেন সুরভীকুঞ্জবাসিনা ।।

**ইতি শ্রীব্রহ্মসংহিতায় ভগবৎসিদ্ধান্তসংগ্রহে**
**মূলসূত্রাখ্য পঞ্চম অধ্যায়ের**
**'প্রকাশিনী'-নাম্নী**
**গৌড়ীয়বৃত্তি**
**সমাপ্তা ।**



material world. I am the Seed of everything: in a Form nondifferent from each of those Potencies of Mine, I control them by the Potency of My Will. By various stages of transformations, those potencies have become *Pradhāna* (the elements), *Prakṛti* (the predominated) and *Puruṣa* (the Predominator). So although as the Potency Principle I am *Pradhāna, Prakṛti* and *Puruṣa,* as the Potent Principle I am eternally distinct from all those Potencies. Such simultaneous oneness and distinction has come into being by virtue of My inconceivable Potency.

"Therefore, embracing the Wisdom of the Correlation of the Inconceivably One and Distinct Entities of 'the soul,' 'the world' and 'Kṛṣṇa,' let the attainment of Divine Love for Kṛṣṇa by the Practice of Pure Devotion be the Eternal Divine Teaching handed down in your Divine Succession." [62]

*jīvābhaya-pradā vṛttir jīvāśaya-prakāśinī*
*kṛtā bhaktivinodena surabhī-kuñja-vāsinā*

*iti śrī-brahma-saṁhitāya bhagavat-siddhānta-saṅgrahe*
*mūla-sūtrākhya pañcama adhyāyera*
*'prakāśinī'-nāmnī gauḍīya-vṛtti samāptā*

**This Prakāśinī-vṛtti Commentary–**
**the queller of the apprehension of Jīva,**
**the illuminator of the deep purport of Jīva,**
**was penned by Śrī Bhaktivinoda**
**residing at Surabhī Kuñja.**

**Thus concludes the Prakāśinī Gauḍīya Illumination**
**of the Quintessence of Reality the Beautiful**
**Fifth Chapter, Śrī Brahma-saṁhitā**

# প্রতিশ্লোকের বিষয়-সূচী

| শ্লোক-সংখ্যা | বিষয় |
|---|---|
| ১ | শ্রীকৃষ্ণের উপাস্যত্ব। |
| ২-৫ | শ্রীকৃষ্ণধাম-গোকুল। |
| ৬-৭ | কৃষ্ণের বহিরঙ্গা-মায়া-সঙ্গ-রাহিত্য। |
| ৮-৯ | উক্ত মায়া-সঙ্গি-লিঙ্গ-তত্ত্ব। |
| ১০-২১ | সৃষ্টিতত্ত্ব; গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণু হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অধিদেবরূপে বিষ্ণু, প্রজাপতি ও রুদ্রের উদয়; তৎপর জীবের সৃষ্টি ও সম্বন্ধ। |
| ২২-২৩ | বিষ্ণুনাভিপদ্মে ব্রহ্মার উদয় ও সৃষ্টিবাসনা। |
| ২৪-২৫ | ব্রহ্মার কৃষ্ণসমীপে কামবীজ ও কৃষ্ণমন্ত্র-লাভ। |
| ২৬ | ব্রহ্মার কৃষ্ণধ্যান। |
| ২৭-২৮ | ব্রহ্মার কামগায়ত্রী-প্রাপ্তি ও দ্বিজত্ব-লাভ। |
| ২৯-৫৫ | বেদসার স্তবের দ্বারা ব্রহ্মার কৃষ্ণস্তুতি। |
| ২৯ | কৃষ্ণের গোকুলপীঠ। |
| ৩০-৩৩ | কৃষ্ণের অসমোর্দ্ধরূপ। |
| ৩৪ | শুদ্ধভজনেতর উপায়-নিরাস। |
| ৩৫ | কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য-শক্তি। |
| ৩৬ | তদ্‌ভাববিভাবিতের তৎস্বরূপত্ব-লাভ। |

# Verse Contents

| Verse | Subject |
|---|---|
| 1 | Śrī Kṛṣṇa's Worshippable Position. |
| 2–5 | Gokula, the Holy Abode of Śrī Kṛṣṇa. |
| 6–7 | Kṛṣṇa's aloofness from external Māyā's association. |
| 8–9 | The male organ principle associated with external Māyā. |
| 10–21 | The principle of Creation; the appearance, from Garbhodaśāyī Mahā-Viṣṇu, of Viṣṇu, Prajāpati and Rudra as the presiding Deities of *sattvaguṇa, rajoguṇa* and *tamoguṇa*; the subsequent creation of the living beings and their integral relationship. |
| 22–23 | Lord Brahmā's birth from the lotus of the navel of Lord Viṣṇu, and Lord Brahmā's desire to create the world. |
| 24–25 | Brahmā receives *Kāma-bīja* and *Kṛṣṇa-Mantra* from Kṛṣṇa. |
| 26 | Brahmā's meditation on Kṛṣṇa. |
| 27–28 | Brahmā receives Kāma-Gāyattrī and attains to twice-born status. |
| 29–55 | The Quintessence of the *Vedas*—Brahmā's hymns unto Kṛṣṇa. |
| 29 | Kṛṣṇa's Divine Seat, Gokula. |
| 30–33 | The incomparable beauty of Kṛṣṇa. |
| 34 | Refutation of all paths that are not Pure Devotional Service. |
| 35 | The Almighty Potency of Kṛṣṇa. |
| 36 | The devotee's attainment of an appropriate intrinsic form and state according to his heart's serving disposition. |

| শ্লোক-সংখ্যা | বিষয় |
|---|---|
| ৩৭ | কৃষ্ণের হ্লাদিনীশক্তি গোপীগণসহ রমণ। |
| ৩৮ | একমাত্র প্রেমনেত্রেই হৃদয়ে সাধুর কৃষ্ণদর্শন। |
| ৩৯ | কৃষ্ণের স্বাংশরূপে নানাবতার। |
| ৪০ | নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মতত্ত্ব। |
| ৪১ | বেদের মায়িক-ত্রিগুণবিষয়কত্ব এবং কৃষ্ণের তাদৃশ গৌণ বেদাতীতত্ব ও বিশুদ্ধসত্ত্বময়ত্ব। |
| ৪২ | শুদ্ধসত্ত্বচিত্তেই কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির উদয়। |
| ৪৩ | দেবী, রুদ্র ও হরিধামের উত্তরোত্তর উৎকর্ষ এবং কৃষ্ণধাম গোলোকের সর্ব্বোৎকর্ষ। |
| ৪৪ | কৃষ্ণেচ্ছা-বশে জগতের সৃষ্টিস্থিতিলয়-কারিণী মহামায়ার সংসারদুর্গাধিষ্ঠাতৃত্ব। |
| ৪৫ | রুদ্র-তত্ত্ব। |
| ৪৬ | বিষ্ণু-তত্ত্ব। |
| ৪৭ | শেষ বা অনন্ত-তত্ত্ব। |
| ৪৮ | মহাবিষ্ণু-তত্ত্ব। |
| ৪৯ | ব্রহ্মার তত্ত্ব। |
| ৫০ | গণেশ-তত্ত্ব। |
| ৫১ | কৃষ্ণেই সমস্ত পদার্থের কারণত্ব। |

| Verse | Subject |
|---|---|
| 37 | Kṛṣṇa's Transcendental Enjoyment with the Gopīs, His Ecstasy Potency. |
| 38 | Only through the eyes of Love do the *sādhus* see Kṛṣṇa in their hearts. |
| 39 | Kṛṣṇa's many *Svāṁśa Avatāras*. |
| 40 | The nondifferentiated *Brahman* Principle. |
| 41 | The *Vedas'* aspect of trimodal worldliness and Kṛṣṇa's Pure Divine Existence and Transcendence beyond that secondary aspect of the *Vedas*. |
| 42 | The Appearance of Kṛṣṇa's Holy Name, Form, Qualities and Pastimes, etc., in the heart imbued with pure truth. |
| 43 | The gradation of the excellences of Devī-dhāma, Rudra-dhāma and Hari-dhāma, and the Supreme Excellence of Kṛṣṇa-dhāma Goloka. |
| 44 | The position of the Durgā of the material world, the presiding deity of Mahāmāyā, who executes creation, sustenance and dissolution, subordinate to the wish of Kṛṣṇa. |
| 45 | The Rudra Entity. |
| 46 | The Viṣṇu Entity. |
| 47 | The Śeṣa or Ananta Entity. |
| 48 | The Mahā-Viṣṇu Entity. |
| 49 | The Brahmā Entity. |
| 50 | The Gaṇeśa Entity. |





| শ্লোক-সংখ্যা | বিষয় |
|---|---|
| ৫২ | সূর্য্য-তত্ত্ব। |
| ৫৩ | অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণের সর্ব্বমূলত্ব। |
| ৫৪ | কৃষ্ণের নিরপেক্ষত্ব ও সাপেক্ষত্ব। |
| ৫৫ | কৃষ্ণের অনুকূল ও প্রতিকূল অনুশীলন-ফল। |
| ৫৬ | কৃষ্ণধাম শ্বেতদ্বীপ-গোলোক। |
| ৫৭ | সংসারকরণেচ্ছু ব্রহ্মাকে পরবর্ত্তী পঞ্চ-শ্লোকে উপদেশ প্রদান। |
| ৫৮ | সম্বন্ধজ্ঞান ও অভিধেয় সাধনভক্তির ফল প্রয়োজনরূপা প্রেমভক্তি। |
| ৫৯ | সচ্ছাস্ত্র, সদাচার ও কৃষ্ণনামানুশীলন-ফলেই প্রেমভক্তির উদয়। |
| ৬০ | একমাত্র প্রেমভক্তিরই সাধ্যত্ব ও মহত্ত্ব। |
| ৬১ | শ্রদ্ধা-তারতম্যেই সাধনভক্তির তারতম্য ও শুদ্ধভক্তির আবশ্যকতা। |
| ৬২ | সর্ব্বসচ্ছাস্ত্র-সৎসম্প্রদায়-সদাচারের সম্পূর্ণ মূল লক্ষ্য অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারের একমাত্র আশ্রয় স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণ। |

| Verse | Subject |
|---|---|
| 51 | Kṛṣṇa as the Cause of all elements. |
| 52 | The Sūryya Entity. |
| 53 | Kṛṣṇa as the Root Origin of everything, both positively and negatively. |
| 54 | Kṛṣṇa's indifference and partiality. |
| 55 | The fruits of favourable and unfavourable cultivation of Kṛṣṇa's Service. |
| 56 | Śvetadvīpa-Goloka, the Abode of Kṛṣṇa. |
| 57 | The Teachings in five *ślokas* given to Brahmā after his desire to create the world. |
| 58 | Knowledge of Relationship; the Means, Devotion in Practice; and its fruit, the Prospect, Loving Devotion. |
| 59 | The fruit of studying the Holy Scriptures, cultivating virtuous behaviour and the chanting of the Holy Name of Kṛṣṇa—Loving Devotion. |
| 60 | Loving Devotion as the only Objective, and the Glory of such Devotion. |
| 61 | Gradations of Devotion in Practice according to faith, and the need for Pure Devotion. |
| 62 | The Principal and Full-fledged Objective of Pure Life in the Pure Divine Succession following the Pure Devotional Scriptures—*Svayaṁ-rūpa* Śrī Gaura-Kṛṣṇa, the Embodiment of the Teaching of Inconceivable Simultaneous Oneness and Difference. |


* * *

# Verse Index


| Line beginning | Verse No. | Page No. | Line beginning | Verse No. | Page No. |
|---|---|---|---|---|---|
| अग्निर्मही | ५१ | १५६ | चतुरस्रं तत्परितः | ५ | २९ |
| अङ्गानि यस्य | ३२ | ८५ | चतुर्भिः पुरुषार्थैः | ५ | २१ |
| अण्डान्तरस्थ- | ३५ | ९६ | चिच्छक्त्या सज्ञ- | १९ | ५७ |
| अथ तेपे सः | २६ | ६९ | चिन्तामणिप्रकर- | २९ | ७८ |
| अथ तैस्त्रिविधैः | १७ | ५४ | ज्योतिर्लिङ्गमयम् | १५ | ५० |
| अथ वेणुनिनादस्य | २७ | ७३ | ज्योतीरूपेण | ३ | १२ |
| अथोवाच | ५७ | १७६ | तत्कर्णिकार- | २ | ५ |
| अद्वैतमच्युतम् | ३३ | ८९ | तत्किञ्जल्कम् | ४ | १९ |
| अनादिरादिः | १ | १ | तत्त्वानि पूर्व्व- | १९ | ५७ |
| अष्टभिर्निधिभिः | ५ | २१ | तत्र ब्रह्मा | २२ | ६४ |
| अहं हि विश्वस्य | ६२ | १८९ | तद्ब्रह्मनिष्कलम् | ४० | १२९ |
| अहङ्कारात्मकम् | १६ | ५२ | तद्रोमबिल- | १३ | ४७ |
| आत्मना रमया | ७ | ३५ | तन्नालं हेम- | १८ | ५६ |
| आत्मारामस्य | ६ | ३३ | तपस्त्वं तपः | २५ | ६८ |
| आधारशक्तिम् | ४७ | १५१ | तल्लिङ्गं भगवान् | ८ | ३७ |
| आनन्दचिन्मयरसप्रति- | ३७ | १०१ | तस्मिन्नाविरभूत् | १० | ४३ |
| आनन्दचिन्मयरसात्म- | ४२ | १३३ | तुष्टाव वेदसारेण | २८ | ७६ |
| आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वल- | ३२ | ८५ | ते ते प्रभाव- | ४३ | १३५ |
| आविरासीत् | १२ | ४६ | तेनैव कर्म्मणा | ६१ | १८३ |
| आलोलचन्द्रक- | ३१ | ८३ | त्रय्या प्रबुद्धः | २८ | ७६ |
| इच्छानुरूपमपि | ४४ | १३७ | ददर्श केवलम् | २३ | ६५ |
| ईश्वरः परमः | १ | १ | दीपार्च्चिरेव हि | ४६ | १४६ |
| उदेत्यनुत्तमा | ५८ | १७८ | धर्म्मानन्यान् | ६१ | १८३ |
| उवाच पुरतः | २४ | ६६ | धर्म्मोऽथ | ५३ | १६० |
| एकोऽप्यसौ | ३५ | ९६ | नारायणः | १२ | ४६ |
| एवं ज्योतिर्म्मयः | ६ | ३३ | नियतिः सा रमा- | ८ | ३७ |
| एवं सर्व्वात्म- | २२ | ६४ | पञ्चश्लोकीम् | ५७ | १७६ |
| कथा गानम् | ५६ | १७० | पन्थास्तु कोटिशत- | ३४ | ९३ |
| कन्दर्पकोटिकमनीय- | ३० | ८१ | प्रकृत्या गुणरूपिण्या | २६ | ६९ |
| कर्णिकारं महद्यन्त्रम् | ३ | १२ | प्रत्यण्डमेवम् | १४ | ४९ |
| कर्म्माणि निर्द्दहति | ५४ | १६३ | प्रबुद्धे ज्ञान- | ५८ | १७८ |
| कामकृष्णाय | २४ | ६६ | प्रमाणैस्तत्- | ५९ | १८० |
| कुर्व्वन्निरन्तरम् | ६१ | १८३ | प्रेमाञ्जनच्छुरित- | ३८ | १२५ |
| कृष्णः स्वयम् | ३९ | १२८ | प्रेमानन्द- | ३ | १२ |
| क्षीरं यथा दधि | ४५ | १४२ | बोधयन्नात्मनात्मानम् | ५९ | १८० |
| गायत्रीं गायतः | २७ | ७३ | ब्रह्मन् महत्त्व- | ५७ | १७६ |
| गुहां प्रविष्टे | २० | ६० | ब्रह्मा य एषः | ४९ | १५३ |
| गोलोक एव | ३७ | १०१ | भजे श्वेतद्वीपम् | ५६ | १७० |
| गोलोकनाम्नि | ४३ | १३५ | भास्वान् यथाश्म- | ४९ | १५३ |
| चतुरस्रं चतुर्म्मूर्त्तेः | ५ | २१ | भूमिश्चिन्तामणिः | २६ | ६९ |







| Line beginning | Verse No. | Page No. | Line beginning | Verse No. | Page No. |
|---|---|---|---|---|---|
| -मनुरूपैश्च | ५ | २१ | विलासिनीगणवृतम् | २६ | ६९ |
| मयाहितं तेजः | ६२ | १८९ | विष्णुर्महान् सः | ४८ | १५२ |
| माययाऽरममाणस्य | ७ | ३५ | वेणुं क्वणन्तम् | ३० | ८१ |
| माया हि यस्य | ४१ | १३१ | वेदेषु दुर्ल्लभम् | ३३ | ८९ |
| यं क्रोधकाम- | ५५ | १६६ | शक्तिमान् | १० | ४३ |
| यं श्यामसुन्दरम् | ३८ | १२५ | शब्दब्रह्ममयम् | २६ | ६९ |
| यः कारणार्णव- | ४७ | १५१ | शूलैर्दशभिः | ५ | २१ |
| यः शम्भुतामपि | ४५ | १४२ | शोभितम् | ५ | २१ |
| यच्चक्षुरेषः | ५२ | १५८ | श्यामं त्रिभङ्ग- | ३१ | ८३ |
| यत्पादपल्लव- | ५० | १५५ | श्यामैर्गौरैश्च | ५ | २१ |
| यद्दत्तमात्र- | ५३ | १६० | श्रियः कान्ताः | ५६ | १७० |
| यद्भावभावित- | ३६ | ९८ | श्वेतद्वीपपतिम् | २६ | ६९ |
| यस्तादृगेव हि | ४६ | १४६ | षडङ्ग-षट्पदी | ३ | १२ |
| यस्त्विन्द्रगोपम् | ५४ | १६३ | संस्कृतश्च | २७ | ७३ |
| यस्माद्भवन्ति | ५१ | १५६ | सञ्चिन्त्य तस्य | ५५ | १६६ |
| यस्य प्रभा | ४० | १२९ | सञ्जातो भगवत् | २३ | ६५ |
| यस्याः श्रेयस्करम् | ६० | १८२ | सत्त्वावलम्बि- | ४१ | १३१ |
| यस्याज्ञया | ५२ | १५८ | स नित्यः | २१ | ६२ |
| यस्यैकनिश्वसित- | ४८ | १५२ | समवायाप्रयोगात् | १९ | ५७ |
| यादृशी यादृशी | ६१ | १८३ | समासीनम् | २६ | ६९ |
| या योनिः | ८ | ३७ | स यत्र क्षीराब्धिः | ५६ | १७० |
| या साधयति | ६० | १८२ | सहस्रदल- | २६ | ६९ |
| योगनिद्रा | १७ | ५४ | सहस्रपत्र- | २ | ५ |
| योगनिद्राम् | १२ | ४६ | सहस्रबाहुः | ११ | ४५ |
| योजयन् | १९ | ५७ | सहस्रमूर्द्धा | १४ | ४९ |
| योजयित्वा | २० | ६० | सहस्रशीर्षा | ११ | ४५ |
| रामादिमूर्त्तिषु | ३९ | १२८ | सिसृक्षायां ततः | १८ | ५६ |
| लक्ष्मीसहस्रशत- | २९ | ७८ | सिसृक्षायां मतिम् | २३ | ६५ |
| लिङ्गयोन्यात्मिका | ९ | ४१ | सूक्तैर्यमेव | ३६ | ९८ |
| लीलायितेन | ४२ | १३३ | सृष्टिस्थितिप्रलय- | ४४ | १३७ |
| वल्लभाय प्रिया | २४ | ६६ | सोऽप्यस्ति | ३४ | ९३ |
| वामाङ्गात् | १५ | ५० | स्फुरन्ती | २७ | ७३ |
| विघ्नान् विहन्तुम् | ५० | १५५ | हैमान्यण्डानि | १३ | ४७ |


* * *

| Line beginning | Verse No. | Page No. |
|---|---|---|
| *ādhāra-śaktim* | 47 | 151 |
| *advaitam acyutam* | 33 | 89 |
| *agnir mahī* | 51 | 156 |
| *ahaṁ hi viśvasya* | 62 | 189 |
| *ahaṅkārātmakam* | 16 | 52 |
| *ālola-candraka-* | 31 | 83 |
| *anādir ādiḥ* | 1 | 1 |
| *ānanda-cinmaya-rasa-* | 37 | 101 |
| *ānanda-cinmaya-rasātma-* | 42 | 133 |
| *ānanda-cinmaya-sad-* | 32 | 85 |
| *aṇḍāntara-stha-* | 35 | 96 |
| *aṅgāni yasya* | 32 | 85 |
| *aṣṭabhir nidhibhiḥ* | 5 | 21 |
| *atha tais trividhaiḥ* | 17 | 54 |
| *atha tepe saḥ* | 26 | 69 |
| *atha veṇu-ninādasya* | 27 | 73 |
| *athovāca* | 57 | 176 |
| *ātmanā ramayā* | 7 | 35 |
| *ātmārāmasya* | 6 | 33 |
| *āvir āsīt* | 12 | 46 |
| *bhaje śvetadvīpam* | 56 | 170 |
| *bhāsvān yathāśma-* | 49 | 153 |
| *bhūmiś cintāmaṇiḥ* | 26 | 69 |
| *bodhayann ātmanā* | 59 | 180 |
| *brahman mahattva-* | 57 | 176 |
| *brahmā ya eṣaḥ* | 49 | 153 |
| *catur asraṁ catur* | 5 | 21 |
| *catur asraṁ tat* | 5 | 21 |
| *caturbhiḥ puruṣārthaiḥ* | 5 | 21 |
| *cic-chaktyā sajjamānaḥ* | 19 | 57 |
| *cintāmaṇi-prakara-* | 29 | 78 |
| *dadarśa kevalam* | 23 | 65 |
| *dharmmān anyān* | 61 | 183 |
| *dharmmo 'tha* | 53 | 160 |
| *dīpārccir eva hi* | 46 | 146 |
| *eko' py asau* | 35 | 96 |
| *evaṁ jyotirmmayaḥ* | 6 | 33 |
| *evaṁ sarvvātma-* | 22 | 64 |
| *gāyattrīṁ gāyataḥ* | 27 | 73 |
| *goloka eva* | 37 | 101 |
| *goloka-nāmni* | 43 | 135 |
| *guhāṁ praviṣṭe* | 20 | 60 |
| *haimāny aṇḍāni* | 13 | 47 |
| *icchānurūpam api* | 44 | 137 |
| *īśvaraḥ paramaḥ* | 1 | 1 |
| *jyotirliṅga-mayam* | 15 | 50 |
| *jyotīrūpeṇa* | 3 | 12 |
| *kāma-kṛṣṇāya* | 24 | 66 |
| *kandarpa-koṭi-kamanīya-* | 30 | 81 |
| *karṇikāraṁ mahad-* | 3 | 12 |
| *karmmāṇi nirddahati* | 54 | 163 |
| *kathā gānam* | 56 | 170 |
| *kṛṣṇaḥ svayam* | 39 | 128 |
| *kṣīraṁ yathā dadhi* | 45 | 142 |
| *kurvvan nirantaram* | 61 | 183 |
| *lakṣmī-sahasra-śata-* | 29 | 78 |
| *līlāyitena* | 42 | 133 |
| *liṅga-yony-ātmikā* | 9 | 41 |
| *manu-rūpaiś ca* | 5 | 21 |
| *mayāhitaṁ tejaḥ* | 62 | 189 |
| *māyā hi yasya* | 41 | 131 |
| *māyayā 'ramamāṇasya* | 7 | 35 |
| *nārāyaṇaḥ* | 12 | 46 |
| *niyatiḥ sā ramā* | 8 | 37 |
| *pañca-ślokīm* | 57 | 176 |
| *panthās tu koṭi-śata-* | 34 | 93 |
| *prabuddhe jñāna-* | 58 | 178 |
| *prakṛtyā guṇa-rūpiṇyā* | 26 | 69 |
| *pramāṇais tat-* | 59 | 180 |
| *praty aṇḍam evam* | 14 | 49 |
| *premānanda-* | 3 | 12 |
| *premāñjana-cchurita-* | 38 | 125 |
| *rāmādi-mūrttiṣu* | 39 | 128 |
| *śabda-brahmamayam* | 26 | 69 |
| *ṣaḍaṅga-ṣaṭpadī* | 3 | 12 |
| *sahasra-bāhuḥ* | 11 | 45 |
| *sahasra-dala-* | 26 | 69 |
| *sahasra-mūrddhā* | 14 | 49 |
| *sahasra-patra-* | 2 | 5 |
| *sahasra-śīrṣā* | 11 | 45 |





| Line beginning | Verse No. | Page No. |
|---|---|---|
| *śaktimān* | 10 | 43 |
| *samāsīnam* | 26 | 69 |
| *samavāyāprayogāt* | 19 | 57 |
| *saṁskṛtaś ca* | 27 | 73 |
| *sañcintya tasya* | 55 | 166 |
| *sa nityaḥ* | 21 | 62 |
| *sañjāto bhagavat* | 23 | 65 |
| *sattvāvalambi-* | 41 | 131 |
| *sa yatra kṣīrābdhiḥ* | 56 | 170 |
| *sisṛkṣāyāṁ matim* | 23 | 65 |
| *sisṛkṣāyāṁ tataḥ* | 18 | 56 |
| *śobhitam* | 5 | 21 |
| *so 'py asti* | 34 | 93 |
| *sphurantī* | 27 | 73 |
| *śriyaḥ kāntāḥ* | 56 | 170 |
| *sṛṣṭi-sthiti-pralaya-* | 44 | 137 |
| *sūktair yam eva* | 36 | 98 |
| *śūlair daśabhiḥ* | 5 | 21 |
| *śvetadvīpa-patim* | 26 | 69 |
| *śyāmair gauraiś ca* | 5 | 21 |
| *śyāmaṁ tribhaṅga-* | 31 | 83 |
| *tad brahma niṣkalam* | 40 | 129 |
| *tad roma-bila-* | 13 | 47 |
| *tal liṅgaṁ bhagavān* | 8 | 37 |
| *tan nālaṁ hema-* | 18 | 56 |
| *tapas tvaṁ tapaḥ* | 25 | 68 |
| *tasminn āvirabhūt* | 10 | 43 |
| *tat karṇikāra-* | 2 | 5 |
| *tat kiñjalkam* | 4 | 19 |
| *tatra brahmā* | 22 | 64 |
| *tattvāni pūrvva-* | 19 | 57 |
| *tenaiva karmmaṇā* | 61 | 183 |
| *te te prabhāva-* | 43 | 135 |
| *trayyā prabuddhaḥ* | 28 | 76 |
| *tuṣṭāva veda-sāreṇa* | 28 | 76 |
| *udety anuttamā* | 58 | 178 |
| *uvāca purataḥ* | 24 | 66 |
| *vallabhāya priyā* | 24 | 66 |
| *vāmāṅgāt* | 15 | 50 |
| *vedeṣu durllabham* | 33 | 89 |
| *veṇuṁ kvaṇantam* | 30 | 81 |
| *vighnān vihantum* | 50 | 155 |
| *vilāsinīgaṇavṛtam* | 26 | 69 |
| *viṣṇur mahān saḥ* | 48 | 152 |
| *yac cakṣur eṣaḥ* | 52 | 158 |
| *yad bhāva-bhāvita-* | 36 | 98 |
| *yad datta-mātra-* | 53 | 160 |
| *yādṛśī yādṛśī* | 61 | 183 |
| *yaḥ kāraṇārṇava-* | 47 | 151 |
| *yaḥ śambhutām api* | 45 | 142 |
| *yaṁ krodha-kāma-* | 55 | 166 |
| *yaṁ śyāmasundaram* | 38 | 125 |
| *yā sādhayati* | 60 | 182 |
| *yasmād bhavanti* | 51 | 156 |
| *yas tādṛg eva hi* | 46 | 146 |
| *yas tv indra-gopam* | 54 | 163 |
| *yasya prabhā* | 40 | 129 |
| *yasyāḥ śreyaskaram* | 60 | 182 |
| *yasyaika-niśvasita-* | 48 | 152 |
| *yasyājñayā* | 52 | 158 |
| *yat pāda-pallava-* | 50 | 155 |
| *yā yoniḥ* | 8 | 37 |
| *yoga-nidrā* | 17 | 54 |
| *yoga-nidrām* | 12 | 46 |
| *yojayan* | 19 | 57 |
| *yojayitvā* | 20 | 60 |


* * *